মানিক

বোড়ে

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৩৯১'৪৪-৩২২'৪"১৮"

Book No প্রসা

সা. জো. (OR)

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার পঞ্চ অশীতিতম খণ্ড

(৮৫ নং)

মাণিক-জোড়

[প্রথম সংস্করণ]

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

"মানসী" প্রেস
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্য্যালয়,—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA

৮৯১.৪৪-৩৯২৪"১৮"
রবস
মা.শ্রেণী OR

JADAVPUR UNIVERSITY
GN 36100
Acc No.
Date 18.11.05
LIBRARY KOLKATA-32

মাণিক-জোড়

সূচনা

আম্‌ফোরা' নামক সুবৃহৎ জাহাজখানি যখন নিউ-ইয়র্ক হইতে লিভার-
ুলের বন্দরে আসিয়া জেটিতে ভিড়িল, তখন জেটিতে বিস্তর লোকের
মাগম হইয়াছিল ; যাহাদের বন্ধু বান্ধবেরা এই জাহাজে ইংলণ্ডে আসিতেছিল,
াহারা বন্ধুবর্গের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু
াহাদের দশগুণ অধিক লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নবাগত আরোহী ও
ারোহিণীদের দেখিতে আসিয়াছিল। সেই দলে কয়েকজন ডিটেকটিভও
ছিল। আগন্তুকগণের গতিবিধি লক্ষ্য করা, এবং কাহাকেও অসৎ লোক
লিয়া সন্দেহ হইলে তাহার অনুসরণ করাই তাহাদের সেখানে গমনের
দ্দেশ্য।

ইংলণ্ড কমলার কুঞ্জ-ভবন, এবং ইংরাজদের দোহন করা সহজ, এই
শ্বাসে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে দস্যু, বোম্বেটে ও বাট্‌পাড়ের দল নানা
পলক্ষে সে দেশে উপস্থিত হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর যত লোক আমে-
কা হইতে আসে—পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হইতে তত আসে না।
হাদের অনেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর তস্কর, তাহাদের স্থান সাধারণ
স্যুদলের অনেক উর্দ্ধে ; তাহাদের সাহস ও কৌশলও অসাধারণ।
নেকে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া সঙ্কল্প সাধনে প্রবৃত্ত হয়! আবার
তকগুলি দস্যু মার্কিণ পুলিশের তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, এবং আমেরিকার
ান দেশে বাস করা তেমন নিরাপদ নহে বুঝিয়া—ইউরোপের নানা

দেশে ছড়াইয়া পড়ে, অবশেষে বিষদন্ত ক্ষয় করিবার জন্য ইংলণ্ডেই আশ্র গ্রহণ করে। তাহাদের কেহ কেহ পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া যায়; কে কেহ পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া লণ্ডনের ধনাঢ্য সমাজকে শোষ করিতে থাকে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয় অজ্ঞাতকুলশীল ভুঁইফোড় বিদেশী কেবল টাকা আর সাদা চামড়ার মাহাত্ম্যে সমাজে দশজনের একজন হইয়া দাঁড়ায়! প্রতীচ্যে কাঞ্চন-কৌলীন্যের ইহ বিশেষত্ব; এবং এই বিশেষত্বেই প্রতীচ্যের গৌরব।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইউরোপে এই জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, তিনজ অসাধ্যসাধন-তৎপর ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মার্কিণ-তস্কর স্বদেশ ত্য করিয়া দিগ্বিজয় করিতে যাইবে। এই জনরব প্রচারিত হইলে ইউরোপে প্রধান প্রধান দেশে দারুণ উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল; এ সকল দেশের পুলিশ উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিগ্বিজয়ী বীরত্রয়ের শুভাগমনে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বড় বড় গোয়েন্দারা নিঃশব্দে ভবিষ্যৎ সমরের প্রস্তুত হইতেছিল! কিন্তু তাহারা কবে কোন্ দেশে পদার্পণ করিয়াছে কে তাহা স্থির করিতে পারিল না।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি—সে দিনও ইংলণ্ডের দুইজন ডিটেক্ উক্ত জেটিতে দাঁড়াইয়া 'আম্‌ফোরা' জাহাজের প্রথম শ্রেণীর আরোহিগ অবতরণ লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাদের একজনের নাম ফান্‌ডেল, দ্বি গোয়েন্দার নাম নরডেন।

ফান্‌ডেল নরডেনকে নিম্ন স্বরে বলিল, "যে সকল দস্যু আমেরি পুলিশকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে—তাহারা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এ আসিতেছে বলিয়া যে একটা জনরব শুনা যাইতেছে, তাহা সত্য কি না বু পারিতেছি না।"

নরডেন বলিল, "সত্য হওয়া ত বিচিত্র নহেই; আমার বি তাহারা পূর্ব্বেই এদেশে পৌঁছিয়াছে। লেক-ভিউ ব্যাঙ্ক লুঠ প্রভৃতি কয়ে বড় বড় ডাকাতির যে এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান হইল না, ইহার কারণ

কিছুই নহে, এগুলি তাহাদেরই কীর্ত্তি! স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে তাহারা বেকুব বানাইয়া দিয়াছে।”

ফান্‌ডেল দাড়ি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, “যদি তাহারা পূর্ব্বেই এদেশে শুভাগমন করিয়া থাকে—তাহা হইলে এই জাহাজের আরোহীদের উপর নজর রাখিয়া কি লাভ হইবে?—আর যদি তাহাদের কেহ কেহ এই জাহাজেই আসিয়া থাকে—তাহা হইলেও তাহারা এত বোকা নয় যে, মার্কিণ পুলিশ তাহাদের চেহারার যে বর্ণনা পাঠাইয়াছে, ঠিক সেই চেহারাতেই জাহাজের আরোহী হইবে। দেখা যাক্। আরোহীরা, ঐ দেখ, নামিতে আরম্ভ করিয়াছে।”

জাহাজের আরোহীরা তখন জেটিতে অবতরণ করিতেছিল, এবং তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য সমাগত আত্মীয় বন্ধুগণ সহাস্য মুখে তাহাদের করমর্দ্দন ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছিল। আরোহিণীগণের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শনের ঘটায় চারিদিকে আনন্দ ও উৎসাহের হিল্লোল বহিতেছিল। তখনও জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ডেকে একজন আরোহী দাঁড়াইয়া ছিল। লোকটির আকার প্রকারে কোন রকম অসাধারণত্ব ছিল না; কিন্তু ডিটেক্‌টিভদ্বয় দেখিল, বহু লোক তাহাকে ঘিরিয়া-দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, আর সেই লোকটি মিষ্ট হাসিয়া প্রত্যেকেরই কর-মর্দ্দন করিতেছে; কর-মর্দ্দনের আতিশয্যে তাহার হাতে বোধ হয় বেদনা ধরিয়া গেল, কিন্তু তথাপি তাহার নিস্তার নাই!

লোকটি তেমন দীর্ঘকায় নহে, মুখখানি গোল, লাল রঙ্গ; মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্ন মাত্র নাই। মুখখানি সদা হাস্যময়, চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত উজ্জ্বল, দীর্ঘ ভ্রূ চোখের পাতা প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু সেই চক্ষু হইতে যেন প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল!

এই লোকটি জেস্ ওয়েল্‌কম নামে জাহাজে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিল। জাহাজে আরোহণের পর হইতেই সে সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়া-

ছিল; তাহার মিষ্ট কথায় ও শিষ্ট ব্যবহারে জাহাজের প্রত্যেক লো
মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং সকলের সহিত তাহার আত্মীয়তা এতই ঘনীভূ
হইয়া উঠিয়াছিল—যেন কত দিনের আলাপ! বস্তুতঃ, যে সকল গুণে অন্যে
চিত্তাকর্ষণ করিতে পারা যায়, সেই সকল গুণই তাহাতে প্রচুর পরিমা
বর্ত্তমান। জাহাজের উপর নাচ, গান, বাজনা ও গল্পগুজবের বৈঠ
তাহার খাতিরের সীমা ছিল না, যেন সে সর্ব্বপ্রকার উৎসবানন্দে
কেন্দ্রস্বরূপ। তাহার বয়স কত, তাহা অনুমান করা সহজ ছিল ন
কারণ তাহার চুলগুলি কাশ-পুষ্পবৎ শুভ্র হইলেও তাহার যৌবনসু
উৎসাহ দেখিয়া তাহাকে বৃদ্ধ মনে হইত না। বুড়া মানুষের সে
স্ফূর্ত্তি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরিশ্রমের শ
অসাধারণ! পাকা চুলে টেরির বাহার দেখিলে লোকটি যে খুব র
এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।—সে সকলের শেষে ধীরে ধীরে জে
নামিয়া আসিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জাহাজের ডেকের আরোহীদের মধ্যেও ঠিক
রকম সর্ব্বজনপ্রিয় একটি লোক ছিল! সে-ও ব্যবহার-গুণে নিম্ন শ্রে
আরোহিগণকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার নাম নিক ষ্টিয়
সে দীর্ঘদেহ যুবক, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। তাহার চে
দেখিয়া সে ইংরাজ কি মার্কিণ তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। মার্কি
অনেক লোক আমেরিকা-প্রবাসী ইংরাজেরই বংশধর, সুতরাং চে
দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন; বিদেশীদের পক্ষে অ
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জেস্ ওয়েল্‌কম্ যে কারণে তাহার সহযা
গণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই যুবক তাহার সমা
যাত্রীগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, তাহার কারণ সম্পূর্ণ অন্য রকম
জাহাজে ডেকের আরোহীদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান ছিল; সে
গোঁয়ার ও দাঙ্গাবাজ। সে একজন দুর্ব্বল নিরীহ সহযাত্রীর সহিত অ
একদিন কলহ আরম্ভ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সেই

াত্মরক্ষা করিবার উপায় দেখিল না। গুণ্ডাটার ভয়ে কেহই তাহার সাহায্যে গ্রসর হইল না।

নিক ষ্টিয়ার নিরীহ দুর্ব্বলের প্রতি সবলের এই অত্যাচার দেখিয়া অন্যের ন্যায় দাসীন থাকিতে পারিল না। সে সেই গোঁয়ার আততায়ীকে আক্রমণ করিয়া, ই চারি ঘুসিতেই তাহাকে ডেকের উপর চিৎ করিয়া ফেলিল। তাহার সাহস, ল ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া তাহার সহযাত্রীরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে াগিল; সকলেই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে সকলেই াহাকে বিপন্নের বন্ধু ও নেতা বলিয়া স্বীকার করিল।

জাহাজ হইতে নামিয়া, শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদের কবল হইতে উদ্ধার াভ করিয়া জেস্ ওয়েল্‌কম ও নিক ষ্টিয়ার নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের াবভঙ্গি দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না যে, প্রথম শ্রেণীর আরোহী জেন্ ওয়েল্‌-মের সহিত ডেকের আরোহী নিক ষ্টিয়ারের কোন সংস্রব আছে! উভয়ের য়স, অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা, জীবন যাপনের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তাহারা সমাজের বভিন্ন স্তরের লোক।—কিন্তু দুই রাত্রি পরে যদি কেহ তাহাদিগকে গোপনে রামর্শ করিতে দেখিত তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত তাহারা পরস্পরের 'মাস্‌-তো ভাই' অভিন্ন উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসিয়াছে; কিন্তু নিক ষ্টিয়ারের পরিচ্ছদের ারিপাট্য ও চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে সে বাগত আম্‌ফোরা জাহাজের ডেকের আরোহী হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছিল!

তাহারা জাহাজ হইতে নামিবার দুই দিন পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর 'উনিভার্স' হোটেলের ভোজন-কক্ষে একখানি টেবিল অধিকার করিয়া ভোজনে সিয়াছিল।—এই হোটেলটি লণ্ডনের প্রসিদ্ধ হোটেলগুলির অন্যতম। লণ্ডনের ভ্রান্ত সমাজের সৌখীন নরনারী ভিন্ন কোন সাধারণ লোক এই সকল হোটেলে পস্থিত লইয়া বহু মূল্য দুর্লভ খাদ্য ও পানীয় দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিবে—ইহা াহার স্বপ্নেরও অগোচর!

জেস্ ওয়েল্‌কম আহার করিতে করিতে অধিকতর উৎসাহের সহিত গল্প রিতেছিল; সে যে সকল কথা বলিতেছিল তাহাতে ভোজ্য দ্রব্যাদির সমালোচনা

ভিন্ন এরূপ কোন কথা ছিল না—যাহা অন্যান্য ভোক্তাদের কৌতূহল আকর্ষণ করিতে পারে। তাহারা এরূপ অসতর্ক বা নির্ব্বোধ নহে যে, সেরূপ প্রকাশ্য স্থানে কোন গোপনীয় কথার আলোচনা করিবে।

অন্যান্য কথার পর সে বলিল, "ইংলণ্ড দেশটি মন্দ নয়, অনেক বিষয়ে আমাদে দেশ অপেক্ষা ভাল বলিয়াই মনে হইতেছে ; আমার ইচ্ছা পল্লী অঞ্চলের কোথা খানিক জায়গা জমি লইয়া কায়েমী ভাবে বাস করি।"

নিক ষ্টিয়ার দুই একটির অধিক কথা বলে নাই ; তাহার মুখভাব কিঞ্চি অপ্রসন্ন, যেন লণ্ডনে আসিয়া সে কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। জেস্ ওয়ে কমের কথা শুনিয়া সে বলিল, "তাহা হইলে কি তুমি তোমার সঙ্কল্প ত করিয়াছ ?—তোমার আগের মত একদম্ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে ?"

জেস্ ওয়েল্‌কম হাসিয়া বলিল, "কে বলিল আমার মত বদ্‌লাইয়া গিয়াছে আমি ত বহুদিন হইতেই এদেশে বাসের পক্ষপাতী। এ খেয়াল বহুপূর্ব্বেই আ মাথায় আসিয়াছিল।"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "খুব আশ্চর্য্য বটে ! কিন্তু ও সব কথা এখন থাক ; তোমার ঘরে গিয়া একটু ধূমপানের ব্যবস্থা করা যাক।"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "বেশ, আমার তাহাতে আপত্তি নাই ; তবে ব্যা বাজনাটা ভারি মিঠে লাগিতেছে, উহা শেষ হইলে আধ ঘণ্টাখানেক যাইব।"

উভয়ে আরও আধ ঘণ্টা সেখানে বসিয়া ব্যাণ্ড শুনিল, তাহার পর ওয়েল্‌কম উঠিয়া তাহার ঘরে চলিল। নিক ষ্টিয়ারকে তাহার অনুসরণ ক ইঙ্গিত করিলে নিক ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিল, তাহার পর জেস্ ওয়েল্‌ক বলিল, "না, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আমাকে বহুদূর যাইতে হইবে ; যদি তেমন কোন জরুরি কথা থাকে—তাহা হইলে—"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "হাঁ, খুব জরুরি কথাই আছে, আমার ঘরে আ শুনিয়া যাও।"

জেস্ ওয়েল্‌কম তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কিন্তু

র্ষীয়ার তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে অত্যন্ত অধীরভাবে একবার জেস্ ওয়েলকমের মুখের দিকে, একবার 'ম্যাণ্টল পিসে' সংরক্ষিত ঘড়ির দিকে াহিতে লাগিল।

দে জেস্ ওয়েল্‌কম চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তাহার সাদা ওয়েষ্টকোটের থাতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "আজ রাত্রে তুমি নয়াগড় রাজ্যের বাবের মহামূল্য মুক্তাহার আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে এইরূপ স্থির রিয়াছিলে না?"

নিক ষ্টিয়ার জেস্ ওয়েল্‌কমের প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, এবং অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বলিল, "একথা তুমি কিরূপে জানিলে? তোমার মতলব কি? ামি জানিতে চাই কি উদ্দেশ্যে তুমি—"

জেস্ ওয়েল্‌কম বাধা দিয়া বলিল, "আমার কথা শুনিয়া ও রকম ভড়াইতেছ কেন ভাই? আমরা উভয়েই সাধু তস্কর; পরের জিনিস না বলিয়া াত্মসাৎ করা আমাদের পেশা হইলেও আমরা সাধুতা বিসর্জ্জন করি নাই, এ কথা ; কার করিতেই হইবে। তুমি যে এক হোটেলে এক রাত্রি বাস করিয়া অকারণে ন্য হোটেলে বাসা লও নাই, ইহা আমার জানা আছে। আমি খবরের কাগজে ড়িয়াছি নয়াগড়ের নবাব ইণ্ডিয়া হইতে লণ্ডনে আসিয়া এই হোটেলে বাসা ইয়াছে। তাহার সঙ্গে বিস্তর হীরক জহরত আছে; তন্মধ্যে একছড়া মুক্তাহারই বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ-যোগ্য। ঐরূপ মুক্তাহার একালে বড়ই দুর্লভ; এই ন্যই তাহার খ্যাতির কথা প্রচারিত হইয়াছে। নয়াগড়ের নবাব আজ রাত্রে হার রাজ্য-সংক্রান্ত কোন গুপ্ত পরামর্শের জন্য একজন প্রধান রাজপুরুষের ঙ্গ দেখা করিতে যাইবে, এ সংবাদও পাইয়াছি। সে নিশ্চয়ই মুক্তাহার ছড়াটা রিয়া যাইবে না, তাহা তাহার ঘরেই রাখিয়া যাইবে। এই সুযোগ নষ্ট করিতে মি প্রস্তুত নও বলিয়াই ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিতেছ, আর শীঘ্র যাইবার জন্য ীর হইয়া উঠিয়াছ। এই সহজ কথাটা আমি বুঝিতে পারিব না, আমাকে মি এতই নির্ব্বোধ মনে কর না কি?"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান; কিন্তু আমি কি করিব না করিব সে

খোঁজে তোমার দরকার? তুমি কি জান না যে আমি এই জঘন্য বৃত্তি পরিত্যাগ
করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি?"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "মাতালের মদ ছাড়িবার সঙ্কল্পের মত? মদে
বোতল হাতে পাইলেই সে বলে—'এই শেষ! এই বোতলটা সাবাড় করিয়া আ
আর মদ স্পর্শ করিব না।'—এই মুক্তাহার ছড়া হস্তগত হইলেই বুঝি তুমি সৎপা
অবলম্বন করিবে? তোমার এই সাধু সঙ্কল্পের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি
আছে। তুমি যে অত্যন্ত সাধু তস্কর সে বিষয়েও আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এই বিদ্রূপে ষ্টিয়ার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আস্তিন গুটাইয়া ঘুসি তুলিল, এ
উত্তেজিত ভাবে জেস্ ওয়েল্‌কমের দিকে সরিয়া গেল।

তাহার এইরূপ ভঙ্গী দেখিয়া জেস্ ওয়েল্‌কম কিছুমাত্র বিচলিত হ
না। সে ষ্টিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "অত রাগ কে
বন্ধু! আমাকে খুন করিবে না কি? তোমার এরকম আস্ফালন
করিলেও ক্ষতি ছিল না; আমি জানি ততদূর করিতে তোমার সা
হইবে না। আর আমি ত কোন অন্যায় কথা বলি নাই; অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িয়া যাইবে। জন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, ইহাতেই মারমুখো হইয়া উঠিয়াছ! এ তোমার নিতান্তই ছেলে-মানুষি। খুব কাজের লোক—ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তোমার বুদ্ধির অভাব।"

নিক ষ্টিয়ার নরম হইয়া বলিল, "তাহা হইলে আমাকে না-হয় নিষ্কৃতি দান কর। আমার সাহায্যে তুমি এপর্য্যন্ত যাহা উপার্জ্জন করি তাহার অর্দ্ধাংশ আমাকে দিলে আমি অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পা এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "পঞ্চাশ হাজার নয়, ষাট হাজার পাউ রাগের মাথায় তুমি একটু ভুল করিয়াছ আমি তাহা সংশোধন ক দিলাম! আমরা শেষ পর্য্যন্ত সতর্কভাবে আমাদের সাধু ব্যবসায় চা

াগ্‌মি আরও অনেক টাকা উপায় করিতে পারিবে। কিন্তু বলিয়াছি ত তামার বুদ্ধি কিছু কম; আমার উপদেশে না চলিয়া নিজের বুদ্ধিতে দেলিলে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না, ধরা পড়িয়া যাইবে। আমার াথা, আর তোমার হাত, এই উভয়ের শক্তি-সমন্বয়ে আমরা অসাধ্য পাধন করিতে পারি। গোটা ইউরোপটা চুরি করিয়া পকেটে পুরিলেও কিহ ধরিতে পারিবে না! আমি বহুদিন হইতে তোমার মত একজন ট্‌পটে কাজের লোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম। অনেক অনুসন্ধানে তিনজন লোক বাছিয়া লইয়াছিলাম, তাহারা সুচতুর ও কাজের লোক বলিয়াই ামার ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের দুইজন কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় ত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; তৃতীয় ব্যক্তি এতই অপদার্থ যে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার ন্য আমার হাতেও দড়ি পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল! কিন্তু আমি বুদ্ধিবলে াত্মরক্ষা করিয়াছিলাম, সেই গণ্ডমূর্খটা ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল। এখন সে বোধ য় সিংসিংএর জেলে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে!"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "তাহার মত আহাম্মুকের ইহাই যোগ্য রস্কার।"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "কিন্তু তুমি বোধ হয় এত দিনে বুঝিতে ারিয়াছ আমি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি না। তোমাকে জিয়া বাহির করাই আমার কৃতিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! জহরী ভিন্ন অন্যে হরতের প্রকৃত মূল্য স্থির করিতে পারে না। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Yale university) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম-বীর বলিয়া যখন তোমার খ্যাতির থা চারিদিকে প্রচারিত হইল—সেই সময় তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি াকৃষ্ট হইল। তৎপূর্ব্বে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুইটি প্রধান পালোয়ানকে ামার দলে লইয়াছিলাম; কিন্তু পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলাম তাহারা াজের লোক নহে, আমার প্রদত্ত ভার গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কোথায় রূপে তাহাদের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইল, সে সকল কথা তোমাকে না লিলেও কোন ক্ষতি নাই। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার সম্বন্ধে

খোঁজ খবর লইতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম তুমি ঋণজালে জড়ীভূত হইয়াছ।"

নিক ষ্টিয়ার মুখ ভার করিয়া বলিল, "মনুষ্য-দেহে তুমি একটি প্রকা শয়তান।"

জেস্ ওয়েল্কম নিকের মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া হাসিমুখে বলিতে লাগিল, "তোমার পাওনাদারদের খুঁজিয়া বাহির করিলাম, এবং তোমা নিকট তাহাদের প্রাপ্য টাকার যে সকল বিল ছিল, নগদ টাকা দি তাহা কিনিয়া লইলাম।—তোমার নিকট টাকা আদায় করা সহজ হই না বুঝিয়া তাহারা আনন্দের সঙ্গেই সেই বিলগুলি আমার নিকট বিক্র করিল। সেই অস্ত্র হাতে পাইয়া টাকার জন্য আমি তোমাকে পীড়াপী করিতে লাগিলাম। টাকা দিতে না পারায় তুমি অগত্যা আমার সাধু প্রস্তা সম্মত হইলে; তুমি একখান চেক জাল করিলে, তাহার পর—"

নিক ষ্টিয়ার অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "তাহার পর যাহা হইল সে কা আমার বেশ মনে আছে। আমি জেলে যাই দেখিয়া কৌশলে আমা সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, এবং তোমার সাধু ব্যবসায়ে আমা বখ্রাদার করিয়া লইলে! পরমেশ্বর তোমার ঘাড়ে শয়তানের মুণ্ড বসাইয়া দিয়াছেন—এ কথা কি করিয়া অবিশ্বাস করি?"

জেস্ ওয়েল্কম বলিল, "হাঁ, তোমাকে আমার সহকারী করিয়া লই ছিলাম বটে, কিন্তু তোমাকে আমার ব্যবসায়ের বখ্রাদার করি নাই। তবে আমি তোমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলাম বটে, য তুমি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার—তাহা হইলে তোমার পরিশ্র মূল্যস্বরূপ তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে প্রদান করিতে আমার তেমন আপ হইবে না; সেই অর্থে তুমি জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম সুখে অতিবাহি করিতে পারিবে। অন্যান্য পালোয়ানেরা তোমার কর্ম্মজীবনের সাফ উৎসাহিত হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তুমি শিক্ষানবিশীর সীমা অতি করিতে পার নাই, অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি গুরুমারা বি

ন্তোদ হইয়া উঠিয়াছ! দীর্ঘকাল জাহাজে থাকিয়া সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার মাথা ঠাণ্ডা না হইয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!”

নিক ষ্টিয়ার ঘাড় বাঁকা করিয়া উদ্ধত ভাবে বলিল, “ও সব বক্তৃতা অনেক শুনিয়াছি, তোমার বাহাদুরীর গল্প শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে! আমার নিজের ভাল মন্দ আমি বুঝিতে পারি। তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমার সময় নষ্ট করিবার আগ্রহ নাই; যদি কাজের কথা কিছু থাকে তা বরং বলিতে পার আমি শুনিতে রাজি আছি।”

জেম্‌স ওয়েল্‌কম বলিল, “হাঁ, কাজের কথাই বলিব। যাহা বলিলাম তাহাও বাজে কথা নয়। আমি আপাততঃ এক সপ্তাহের জন্য পল্লী অঞ্চলে জায়গা জমি পছন্দ করিতে যাইব। তবে হঠাৎ পছন্দ করিয়া উঠিতে পারি কি না সন্দেহ; কারণ স্থানটি সহরের নিকটবর্ত্তী হওয়া চাই, এবং বাড়ীটি এরূপ স্থানে হইবে যে, তিন দিকের তিনটি পথ দিয়া সেখানে যাতায়াত করিবার সুবিধা থাকিবে।”

নিক ষ্টিয়ার বলিল, “চুলোয় যাক তোমার জায়গা জমি! ঐ সকল কথা কহিয়া আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। তুমি কি আমাকেও তোমার কাজে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে চাও?”

জেম্‌স ওয়েল্‌কম বলিল, “নিশ্চয়ই নয়। তোমার মত কলহপ্রিয় লোককে সঙ্গে লইয়া কোথাও যাইতে নাই; যেখানে যাইবে একটা ফ্যাসাদ বাধাইবে! আমার অনুপস্থিতি কালে সতর্ক থাকিবে। নিজের বুদ্ধিতে চলিতে গিয়া বিপদে পড়িও না, আমার উপদেশ স্মরণ রাখিবে; ইহার অধিক তোমাকে আর কিছু বলিবার নাই, এখন তুমি যাইতে পার।”

“উত্তম।” বলিয়া নিক ষ্টিয়ার সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে প্রস্থান করিলে জেম্‌স ওয়েল্‌কম হাসিয়া বলিল, “কাজের লোক বটে, দোষের মধ্যে একগুঁয়ে; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই উহার মেজাজ ঠাণ্ডা করিতে পারিব। নিতান্ত ভিজে বিড়াল হওয়ার চেয়ে ওরকম রোখাল হওয়া

ভাল; এই প্রকৃতির লোক দিয়া কাজ পাওয়া যায়, তবে বশীভূত করি রাখা একটু শক্ত বটে।"

জেস্ ওয়েল্‌কম আর একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল কিন্তু সে ধনাঢ্য অভিজাতবর্গের ভাণ্ডার লুঠের স্বপ্ন না দেখিয়া ছা স্নিগ্ধ নিভৃত পল্লীপ্রান্তে সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান-পরিবেষ্টিত বিহঙ্গকূজিত, তটিনী কল্লোলগীতিমুখরিত প্রকৃতি দেবীর লীলা-নিকেতনস্বরূপ সুখ শান্তি বাসভবনের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে লাগিল। মানব হৃদয় অপূর্ব্ব রহস্যময়!

তাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন! শান্তিপূর্ণ নি পল্লীর প্রতি তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইবার একটি কারণ এই যে, তাহার মা পল্লীবাসিনী এবং পল্লীর অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিল। মাতৃহৃদয়ের অনেক সু মল বৃত্তি পুত্রের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহার পিতা মহা পা ও দুঃসাহসী দস্যু ছিল। কোন দুষ্কর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা ছিল না, অবশেষে সে পড়িয়া চরম দণ্ডেই দণ্ডিত হইয়াছিল; তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগে তা প্রাণদণ্ড হয়। সুসভ্য মার্কিণ মুলুকের লোক ফাঁসিটাকে অত্যন্ত ব প্রথা বলিয়া মনে করে। তাহার পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাহার দুঃখে কষ্টে ও লজ্জায় ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করে।

সেই সময় ওয়েল্‌কমের বয়স পনের বৎসর মাত্র। পিতা মাতার মৃত্যুর একদিন হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়,—তাহার পর এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার আ স্বজন বা প্রতিবেশীরা তাহার সন্ধান পায় নাই। সে যে তাহার পিতার অসমসাহসী দস্যু হইয়া যুক্ত সাম্রাজ্যে ঘোর বিভীষিকা ও অশান্তির সৃষ্টি করিয় —ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই; কিন্তু জীবনাপরাহ্ণে শান্তিপূর্ণ প্রান্তে ঘর বাঁধিয়া নিরীহ পল্লীবাসীর ন্যায় বাস করিবার জন্য তাহার তৃষিত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল—অবশিষ্ট জীবন ইংলণ্ডের পল্লীতেই অতিবাহিত করিবে।

কিন্তু নিক ষ্টিয়ার তাহার নিকট বিদায় লইয়া যখন হোটেলে ফিরিয়া —তখন তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শান্তি-সুখ তাহার প্রার্থনীয়

। বিপদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়াই—তাহার একমাত্র কাম-
ার বিষয় ছিল। প্রথম যৌবনে তাহার জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকিলেও ঘটনাচক্রে
স পাপের পিচ্ছিল পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল; অবশেষে তাহার আর
ফরিবার সামর্থ্য ছিল না। সে জেস্ ওয়েল্‌কমের কবল হইতে মুক্তিলাভের
কান উপায় না দেখিয়া অবশেষে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। জেস্
য়েল্‌কম স্বেচ্ছায় তাহাকে মুক্তিদান করিলেও পতনের পিচ্ছিল পথ হইতে সে
উঠিয়া আসিতে পারিত না।

জেস্ ওয়েল্‌কমের প্রভুত্ব অসহ্য হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে সে নিউ-ইয়র্ক হইতে
ানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু পরদ্রব্য হরণের লোভ ত্যাগ করিতে পারে
াই: জেস্ ওয়েল্‌কমের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবার সুযোগ না থাকায়
লিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপক্রম করিয়াছিল, অবশেষে সে প্রাণভয়ে
নর্ব্বার জেস্ ওয়েল্‌কমের শরণাগত হয়। ধূর্ত্ত জেস্ ওয়েল্‌কম পুলিশের সকল
চষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিক ষ্টিয়ার সহ অদৃশ্য হয়। আমেরিকার পুলিশ আর তাহা-
দর সন্ধান পায় নাই। তাহারা ছদ্মবেশে একই জাহাজে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল,—
কন্তু তাহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় আছে—ইহা কেহই কোন দিন বুঝিতে
ারে নাই!

নিক্ ষ্টিয়ার তাহার হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।
খন তাহার মন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, জেস্
য়েল্‌কমের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে; কিন্তু
র্দ্দমনীয় লোভ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।—সে তাহার চেয়ারে অধীর
াবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "না, এ পরাধীনতা অসহ্য, জেস্ ওয়েল্‌কম আর কত
নে আমাকে এ ভাবে টানিয়া লইয়া বেড়াইবে? এবার একটা বড় দাঁও
ারিলেই আমি তাহাকে বলিব—আমি আমার বখ্‌রা লইয়া দেশে চলিয়া যাইতে
ই। আর তাহার সাকরেদী করিব না, আমি স্বাধীন হইব। তাহার কবল
ইতে আমাকে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে। পাপের পথ ত্যাগ করিব।"

নিক ষ্টিয়ারের এইরূপ আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ ছিল। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের

'ইয়েল' বিশ্ব বিদ্যালয়ের সে কৃতি ছাত্র। কেবল বিদ্যায় নহে, শারীরিক শক্তি ব্যায়াম-কৌশলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এরূপ যুবক সমগ্র আমেরিক তখন একজনও ছিল কি না সন্দেহ! স্বাধীন রাজ্যের প্রতিভাসম্পন্ন যুব গণের হৃদয়ে পৃথিবী জয়ের আশা জাগিয়া উঠে; তাহারা মনে করে উন্নত মস্ত তাহারা 'বায়ু উল্কাপাত বজ্র-শিখা ধরে' জীবনের কঠোর ব্রত সফল করি নিক ষ্টিয়ারের হৃদয়ও সেইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল; বোধ হয় তাহার অ সাধনের শক্তিরও অভাব ছিল না। তাহার মনে কোন দিন পাপ চিন্তা পায় নাই, এবং সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পাপের পথ অবলম্বন ক হইবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল; কিন্তু কুটবুদ্ধি নরপিশাচ জেস্ ও কমের কবলে পড়িয়া আজ সে ইতর তস্কর, সে পাপ ও কলঙ্কের মহাপঙ্কে বিলু এবং ক্রমেই অধঃপতনের রসাতল গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। দারুণ অনুশোচ তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জেস্ ওয়েলকমের সহিত সে কুক্ষণে ই আসিয়াছে ভাবিয়া তাহার আক্ষেপের সীমা রহিল না!

তাহার সেই আক্ষেপ বিধাতার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না কে বলিবে?

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত

মাণিক-জোড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জেস্ ওয়েল্‌কম পল্লীপ্রান্তে কয়েক বিঘা জমী সহ একটি বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। অট্টালিকাটি পুরাতন হইলেও সুদৃশ্য। সে তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। নানা জাতীয় সুগন্ধি কুসুম তাহার ভবন সৌরভকুল করিয়া রাখিত। এই স্থানে তাহার জীবন বেশ সুখে কাটিতেছিল; তাহার শান্তিরও অভাব ছিল না।

একদিন সায়ংকালে নিক ষ্টিয়ার তাহার উদ্যান-ভবনে উপস্থিত হইল। সে উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে ডাকিয়াছ কেন?—তোমার বাড়ী দেখাইবার জন্য না কি?"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "না। তুমি অনেক দিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছ; তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই।"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "তুমি ত অনেক দিন কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছ; আজ হঠাৎ কি কাজের ভার দিবে?"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে; রাত্রি দশটার সময় আমার উপদেশানুযায়ী কাজ শেষ করিয়া তুমি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবে।"

নিক ষ্টিয়ার মুখ ভার করিয়া বলিল, "উত্তম, কিন্তু আমি টিফিনের পর আর কিছুই খাইতে পাই নাই; আমাকে কিছু খাবার দিতে পার?"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "নিশ্চয়ই; তুমি আমার টেবিলে আহার করিবে। আহারের সময় আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যদি আমাদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে—তাহা হইলে আমি এই বাগান-বাড়ী কিনিয়া লইব, এবং জায়গা জমীগুলির উন্নতি সাধনের চেষ্ট করিব। যে

এই রকম সুন্দর বাড়ী কিনিয়া পল্লীর একপ্রান্তে স্থায়ীভাবে বাস করিতে এবং শান্তি সুখই যাহার জীবনের একমাত্র কামনার বস্তু, সে যে কোন অপর জনক কার্য্যে জড়িত থাকিতে পারে—ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না।—এ চল খাইতে যাই।"

আহারের সময় জেস্ ওয়েল্‌কম নিক ষ্টিয়ারকে কতকগুলি কাজের বলিল। নিক ষ্টিয়ার পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া চুরুট টানিতে টানি ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করিল। জেস্ ওয়েল্‌কম তাহার সহিত দেউড়ীর বা আসিল দেখিয়া নিক ষ্টিয়ার বলিল, "তুমিও কি আমার সঙ্গে ষ্টেশন প যাইবে ?"

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, "না, আমি পথের মোড় হইতে বিপরীত দিকে যাই মাইল খানেক দূরে হুইট্‌বি এণ্ড ফরেষ্টদের বন্দুকের কারখানা আছে। কারখানার অধ্যক্ষ মিঃ হুইট্‌বির সঙ্গে আমার জানাশুনা হইয়াছে। আজ র তাহার সঙ্গে আমার দেখা করিবার কথা আছে ; সেই কারখানায় যাইব।"

নিক ষ্টিয়ার মুরুব্বির কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহি তাহার মনের উপর কি একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল। কিন্তু জেস্ ওয়েল্ যেন তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই, এই ভাবে বলিল, "লোকটা ভারি কার! তবে সে সর্ব্বদাই কাজ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত। তাহাদের কাজের উন্নতি হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু গবর্মেণ্ট আজকাল অস্ত্র শস্ত্র ক্রয়ে কি ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় কারখানার কাজ কর্ম্ম কিছু মন্দা পড়িয়াছে। আ একটা লড়াইএর হুযুগ না উঠিলে আর তাহারা কাজে জোর পারিবে না।"

নিক ষ্টিয়ার পথের মোড় হইতে জেস্ ওয়েল্‌কমের নিকট বিদায় লইয়া এক ষ্টেশনের দিকে চলিল। জেস্ ওয়েল্‌কমও মনের আনন্দে গুণ গুণ করিয়া করিতে করিতে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল, সেই পাহাড়ের উচ্চতম একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় দেখা যাইতেছিল, তাহাই তাহার গন্তব্য স্থল।

* * * *

কামানের কারখানার অধ্যক্ষ মিঃ জেম্‌স্ হুইট্‌বি তেমন বৃদ্ধ না হইলেও তাঁহার স পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অনেক সাহেব পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও ক থাকে, এবং সংসার ধর্ম্ম আরম্ভ করে! মিঃ হুইট্‌বি সম্বন্ধে ঠিক সে কথা বলা লে না; কারণ তাঁহার মাথার অধিকাংশ চুলই পাকিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার ড় বছরের একটি মেয়ে ছিল। চেহারা দেখিলে মনে হইত বহুপূর্ব্বেই তাঁহার গমনের বয়স পার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পঞ্চাশ পার হইলে যখন শাস্ত্র-শাসিত মরাই বনে যাই না, বরং বিপত্নীক হইলে পৌত্রকে 'কোলবর' করিয়া লইয়া নকে 'তৃতীয় পক্ষে'র অন্বেষণে যাত্রা করিতেও লজ্জা বোধ করেন না—তখন এই সে হুইট্‌বি সাহেব তাঁহার আফিসে বসিয়া একাগ্র চিত্তে অর্থ চিন্তা করিবেন—াতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

মিঃ হুইট্‌বি তখন অর্থ চিন্তায় এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সুন্দরী শীলা কন্যা নেটা তাঁহার অফিস ঘরে প্রবেশ করিলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল নেটা পিতাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবে কি না দ্বার-প্রান্তে াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল; কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হুইট্‌বি হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। তখন নেটা হাসি মুখে ার পিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

GN 36100

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "খবর কি মা!"

নেটা বলিল, "সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখনও বসিয়া কি ভাবিতেছিলে বাবা!"

মিঃ হুইট্‌বি হাসিয়া বলিলেন, "ভাবনার কি অন্ত আছে, মা! ভাবনা চিন্তা াই ত মানুষের জীবন। তুমি চাও কি, তাই বল।"

নেটা বলিল, "চাহিবার কিছু না থাকিলে বুঝি তোমার কাছে আসিতে নাই? তছিলাম কি, সেই ও-বেলা তুমি সহর হইতে আসিয়া আফিসে ঢুকিয়াছ, হইয়া আসিল, কিন্তু আফিস হইতে উঠিবার নামটি নাই। বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে; চল একটু বেড়াইয়া আসি। তোমাকে বড়ই পরিশ্রান্ত ইতেছে। সহর হইতে আসিলে, কোন নূতন খবর টবর আছে?"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "হাঁ মা, খবর আছেই ত। আমি আমাদের কারখানার

কিছু অস্ত্রশস্ত্র গবর্মেণ্টকে গছাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমার দর পাইয়া গবর্মেণ্ট খুসী হইয়া আমাকে বহুৎ ধন্যবাদ জানাইয়াছেন, আর বলিয়া এখন তাঁহাদের এসব জিনিসের দরকার নাই। সুতরাং সরকারের ধন্যবা আমার উপরি লাভ। সরকার এই জিনিসটি অজস্র খয়রাত করিয়াও দেউ না! আমি কিছু বিক্রয় করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত নহি; আমার এই যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশ শান্তি রক্ষার অজুহাতে কামান বন্দুক কি অস্ত্রাগার পূর্ণ করিতেছে আর আমাদের সরকার অস্ত্র সংগ্রহের দরকার দে না, সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন! আমার মত স্বদেশপ্রেমিক ইংরাজ এই শক্তিহীনতার পরিচয় পাইয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?"

নেটা বলিল, "কিন্তু তোমার আবিষ্কৃত নূতন কামান শত্রু পক্ষের এ ধ্বংশের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে—ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে প বাবা?"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "সাধ্য কি? এ রকম অমোঘ অস্ত্র কোনও কা হইতে পূর্ব্বে কখন বাহির হয় নাই।"

নেটা বলিল, "উহার আদর হইবেই, সে জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হই বাবা! চল, এখন খানিক বেড়াইয়া আসি।"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "বেড়াইতে যাইতে আমার আপত্তি ছিল না; কি ওয়েল্‌কম সন্ধ্যার পরই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কথা আমাকে তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে। বাহিরে যাওয়া বন্ধ রাখিয়া বসিয়াই ততক্ষণ গল্প করা যাক। সন্ধ্যাও ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিল।"

নেটা বলিল, "অল্প দিনেই মিঃ ওয়েল্‌কমের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হই খুব আমুদে লোক।"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "আমি এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে করিয়াছি, কিন্তু মিঃ ওয়েল্‌কমের মত সদা প্রফুল্ল, স্ফূর্ত্তিবাজ, অমায়িক আর একটিও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। লোকটির সুখ দেখিয়া সত্যই হিংসা হয়!"

নেটা বলিল, "লোকটির বুঝি ভাবনা চিন্তা কিছু নাই? তাঁহার সকল খবর জান বাবা?"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "সকল খবর দূরের কথা—তাঁহার কোন খবরই জানি দেখা সাক্ষাৎ আছে মাত্র; তবে শুনিয়াছি মিঃ ওয়েল্‌কম নানা দেশ য়া আসিয়াছেন; কথা-বার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় লোকটা টাকার কুমীর।"

এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় একজন চাকর আসিয়া সংবাদ মিঃ ওয়েল্‌কম দেখা করিতে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মিঃ হুইট্‌- আদেশে ভৃত্য তাহাকে সেই কক্ষে লইয়া আসিল। তাহাকে আসিতে খিয়া নেটা কুণ্ঠিত ভাবে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। কি জন্য বলা না, নেটা প্রথম হইতেই ওয়েল্‌কমকে একটু অশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল। ার কাছে আসিতে নেটার প্রবৃত্তি হইত না। নেটা কি জন্য তাহার প্রতি থ হইয়াছিল—তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না।

ওয়েল্‌কম হাসিয়া বলিল, "আমার বোধ হয় একটু দেরী করিয়া ফেলিয়াছি। দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পল্লী-প্রকৃতির শোভা কি চমৎ- ! ভাগ্যে আমি কবি নই, কবি হইলে চারিদিকের শোভা দেখিতে দেখিতে ই তন্ময় হইতাম যে, এখানে হয় ত আসিতেই পারিতাম না; একটি ফুল, টি নবপুষ্পিতা সমীর-বিকম্পিতা লতিকার দিকে চাহিয়াই রাত্রি কাটাইয়া াম! ইহাই ত কবির লক্ষণ? আমি বোধ হয় আপনাকে বলিয়াছি—পৃথিবীর ন দেশ দেখিতে আমার বাকি নাই, কিন্তু পল্লী প্রকৃতির এমন শোভা জগতে ; সত্যই এস্থান প্রকৃতিরাণীর লীলাকুঞ্জ। আহা, কি মনোহর মাধুরী! জ দেশান্তরে অর্থ-উপার্জ্জন করিয়াও স্বদেশের মায়ায় কি জন্য মুগ্ধ, তা এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "কিন্তু দেশে থাকিয়া সেকালের মত আর বড়লোক র উপায় নাই। উপার্জ্জনের পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কর্ম্মও ক্রমে অচল হইয়া উঠিতেছে।"

ওয়েল্‌কম 'তা বটে, তা বটে' বলিয়া হাসিয়া মিঃ হুইট্‌বি-প্রদত্ত চুরুটটি

মুখে গুঁজিল, তাহার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জা
দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মিঃ হুইট্‌বি তাহার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ই
করিলে বুঝিতে পারিতেন, তাহার হাসির অন্তরালে কি
অভিসন্ধি সংগুপ্ত আছে; সেই অভিসন্ধিটি তাহার হাসির মত মো
নহে!

দুই এক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া ওয়েল্‌কম বলিল, "আপনি
বলিতে চান আজ কাল আপনার কাজকর্ম্মে মন্দা পড়িয়াছে?"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "মন্দা কি বলিতেছেন? একেবারে হাত
বসিয়া আছি! এই সপ্তাহের প্রথমে আমার কতকগুলি কারিকরকে
অভাবে জবাব দিতে বাধ্য হইয়াছি; তাহারা আমার বহুদিনের
তাহাদের বিদায় দিতে আমার যে কি কষ্ট হইয়াছে তা ভাষায়
করা অসম্ভব। গবর্মেণ্ট যদি আমার নূতন আবিষ্কারের পোষকতা ক
কতকগুলা অস্ত্রের বায়না দিতেন—তাহা হইলে লোকগুলাকে ছাড়াই
হইত না। তাহাতে দেশ রক্ষার সুব্যবস্থাও হইত। সকল দেশের গ
ঘর সাম্‌লাইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে—আর আমরা আমাদের
শক্তিতে নির্ভর করিয়া বেশ নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছি!"

ওয়েল্‌কম বলিল, "একটা যুদ্ধের তাড়া না পড়িলে বোধ হয় এই নি
হইবে না।"

হুইট্‌বি বলিলেন, "সে কথা ঠিক, তবে শীঘ্র যে কোন শক্তি সেরক
দিবে তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইউরোপের বিভিন্ন
অত্যন্ত গোপনে নিজের নিজের ঘর সাম্‌লাইতেছে; তাহাদের ঘ
পাইবার উপায় নাই। কিন্তু আমি দেশরক্ষার একটা ব্যবস্থা ক
নিশ্চিন্ত নাই; গবর্মেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন—ইহা কি অল্প
বিষয়? আমি যে ঊর্দ্ধ-কোণী (high-angle) কামান আবিষ্কার
—তাহার প্রধান অংশগুলির বিশেষত্ব আপনি বোধ হয় বুঝিয়া উঠিতে
না; কিন্তু তাহার নক্সা দেখিলে মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন—আ

াবিষ্কার দেশের সঙ্কট কালে কতদূর উপযোগী হইবে।”—তিনি ডেস্কের ভিতর ইতে একখানি নক্সা বাহির করিয়া ওয়েল্‌কমকে দেখিতে দিলেন।

ওয়েল্‌কম চশমাজোড়াটা রুমাল দিয়া ঘসিয়া নাসিকাগ্রে স্থাপন করিল, বং নক্সাখানি আলোকের সম্মুখে ধরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে গিল; কিন্তু তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া হুইট্‌বির ধারণা হইল—নক্সার শেষত্ব সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না! সুতরাং তিনি তাঁহার আবিষ্কারের সাধারণত্ব বুঝাইবার জন্য সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, “আমার এই কামান ক্রপক্ষের ব্যোমযান বিধ্বস্ত করিবার ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন খ-পোত ধ্বংশ করিবার পযোগী এরূপ অব্যর্থ অস্ত্র এপর্য্যন্ত সভ্য জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই, বিশেষজ্ঞ-ত্রকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে। ইউরোপের সর্ব্বত্র, এমন কি, মেরিকাতেও আকাশযুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ মেই অদৃশ্য হইবে। সমরবিশারদ জাতিসমূহ অতঃপর গগনপথেই শত্রু-ককে আক্রমণ করিবে—এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে এরোপ্লেনের নিত্য নূতন তি হইতেছে, তাহাদের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, ত্রুটি সংশোধিত হইতেছে; তিদ্বন্দ্বিতায় সকলেই পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য মহা উৎসাহে মস্তিষ্ক রচালন করিতেছে। আকাশ-যুদ্ধের জন্য আমরা এখন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে স্তুত হই নাই; এ অবস্থায় আমার এই অস্ত্র যে আমাদের আত্মরক্ষার তদূর উপযোগী হইয়াছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে। ইহার বলে মরা আপাততঃ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব, এবং ইহার শক্তির পরিচয় ইলে শত্রুপক্ষ এদিকে ঘেঁসিতেও সাহস করিবে না। তাহার পর ধীরে সুস্থে মরাও আকাশ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব।”

ওয়েল্‌কম নক্সাখানি কয়েক মিনিট ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, “উঃ, পনার মাথা কি চমৎকার! আপনি বলিলেন স্বদেশরক্ষার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ামটি আপনাদের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; বুদ্ধিমান কর্ত্তারা ন জিনিসে উপেক্ষা করিয়া আত্মরক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন! কিন্তু জন্য আপনি কেন ক্ষতি স্বীকার করিবেন? আপনি ত অন্য কোন গবর্মেণ্টের

নিকট এইগুলি অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারিতেন। ইহার উপযোগি
বুঝিয়া যে-কোন গবর্মেণ্ট ইহা মহা আগ্রহে ক্রয় করিবে।”

ওয়েল্‌কমের কথা শুনিয়া মিঃ হুইট্‌বি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “ও
বলিবার সময় আপনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন আমি ইংরাজ। আ
এই আবিষ্কারের কথা, কিরূপে জানি না, বিদেশেও প্রচারিত হইয়া
কথাটা জানাজানি হওয়ায় দুইটি বৈদেশিক শক্তি ইতিমধ্যেই আমার
উহা ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহারা আমাকে যত টাকা দেওয়ার
দেখাইয়াছিল—আমাদের গবর্মেণ্ট রাজি হইলেও তাহার শিকি টাকা আ
দিতে পারিত না। আপনি কি মনে করেন, যে অস্ত্র আমি শত্রুবাহিনী ধ্ব
জন্য আবিষ্কার করিয়াছি—টাকার লোভে তাহা শত্রুহস্তে সমর্পণ
আমার স্বদেশকে তাহাদের দ্বারা বিপন্ন হইতে দিব? তাহারা
সাংঘাতিক অস্ত্র কিনিয়া লইয়া তাহা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলে আ
দেশ কিরূপে রক্ষা পাইবে? আপনি নিশ্চয় জানিবেন—আমার স্বদেশ
অন্য কোন দেশ আমার আবিষ্কারের ফল ভোগ করিতে পারিবে না;
মুদ্রার বিনিময়েও নহে।”

জেস্‌ ওয়েল্‌কম বুঝিল, কথাটা হঠাৎ বলিয়া সে বোকামী ক
ইংরাজের স্বদেশ-প্রেম এই রকমই বটে; তাই সে ভ্রম সংশোধনের
তাড়াতাড়ি বলিল, “তা বটে, তা বটে; কথাটা কিন্তু ব্যবসাদারী
বলিয়াছিলাম। আমার মাল ইংরাজকে বিক্রয় করিতে চাহিলাম, সে
না, অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল; সেই সময় একজন জর্ম্মান
উচ্চ মূল্যে কিনিতে চাহিল,—তাহাকে তাহা বিক্রয় করিলে ব্যবসায়
কোন দোষ হয় না; তবে ঐ যে দেশরক্ষার কথা, ঐখানেই লাভটা
মারা যাইতে বসিয়াছে! দেশের লোক চায় না, তবু তাদের মুখ
অনাহারে বসিয়া থাকিব—আমাদের মার্কিণের লোকের এমন
স্বদেশ-প্রেম নাই; এই জন্যই ব্যবসায়ে আজ আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;
সকল জাতির মাথার উপর চড়িয়া বসিয়াছি। আজ যদি আপ

বর্মেণ্ট ঐগুলি কিনিয়া লইত—তাহা হইলে আপনার কারবারের অনেক বিধা হইত।”

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, “আমার আর্থিক লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার এই কারখানা এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় পরিণত হইত, কারবারের অংশীদারেরা লাল হইয়া যাইত; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কারখানার আর্থিক অবস্থা দেখিয়া অনেকেই নামমাত্র মূল্যে তাহাদের ‘সেয়ার’ বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং অর্থাভাবে কারবারটি রক্ষা করাও আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে!”

তাহার পর ওয়েল্‌কম এই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া অন্য গল্প আরম্ভ করিল; সেই সকল গল্পে মিঃ হুইট্‌বি মুগ্ধ হইলেন, কোন্ দিক দিয়া সময় কাটিয়া গেল—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য রহিল না: অবশেষে ওয়েল্‌কম হঠাৎ চুপ করিয়া, ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিল; সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “রাত্রি দশটা বাজে যে! কি বিপদ!—না, আর বিলম্ব করা হইবে না, আপনার অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, এখন আমি উঠিলাম।”

জেস্ ওয়েল্‌কম উঠিয়া-দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল, হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোকের হিল্লোল তাহার চোখের উপর দিয়া দূরে সরিয়া গেল! সে ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, প্রায় এক মাইল দূর হইতে একটা আলোক-রশ্মি তীব্রবেগে সরিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

মিঃ হুইট্‌বিও সেই আলোক-শিখা দেখিয়াছিলেন; তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, একখানা উড়ো-জাহাজ! তাহারই সার্চ্চলাইট হঠাৎ আমাদের চোখে পড়িয়াছিল। এ অঞ্চলে উহা কোথা হইতে আসিল, কি জন্যই বা আসিল বুঝিতে পারিতেছি না!”

আলোটা আবার দেখা গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য; দেখিবার পরমুহূর্ত্তে তাহা অন্তর্হিত হইল। ওয়েল্‌কম বলিল, “হাঁ, উড়ো-জাহাজের সার্চ্চলাইটই বটে! কিন্তু আমার বিশ্বাস, উহা সমর বিভাগের উড়ো-জাহাজ। সাধারণ এরোপ্লেনে এরকম সার্চ্চলাইট সচরাচর দেখা যায় না। যদি উহা কোন বিদেশী গবর্মেণ্টের

খ-পোত হয়—তাহা হইলে আপনার কারখানাটি লক্ষ্য করা ভিন্ন উহার অ
কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া অনুমান হয় না!”

মিঃ হুইট্‌বি উড়ো-জাহাজখানি দেখিবার আশায় ঊর্দ্ধমুখে চাহি
রহিলেন, কিন্তু আর তাহা দেখিতে পাইলেন না, পূর্ব্বোক্ত সার্চ্চলাইট এ
তাঁহার নজরে পড়িল না; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি দেখিলেন অন্ধকারাচ্ছ
ব্যোম-পথ হইতে একটা জ্বলন্ত উল্কাবৎ পদার্থ তীরবেগে নামিয়া আসিতেছে
জিনিসটি কি, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় ভী
শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল! সেই শব্দে তাঁহারা দু'ইজনেই চম্‌কাই
উঠিলেন।

মিঃ হুইট্‌বি স্খলিত স্বরে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! উড়ো-জাহাজ হই
কি কেহ বোমা—”

বলিতে না বলিতে সেইরূপ উল্কাবৎ আর একটা পদার্থ মহাবেগে নামি
আসিল, আবার সুগম্ভীর বজ্রনাদ!

মিঃ হুইট্‌বি জেস্ ওয়েল্‌কমের হাত ধরিয়া কম্পিত স্বরে বলিলে
“বোমাই বটে! নিকটেই কোথাও পড়িয়াছে।—ঐ—ঐ দেখুন সেই সা
লাইট!”

সার্চ্চলাইট এবার মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল না, বোমা ঠিক যায়গায় পড়িয়া
কি না এবং তাহার কি ফল হইয়াছে—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই
উড়ো-জাহাজ হইতে সার্চ্চলাইট নিম্নে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কিন্তু মিনিট-
পরে তাহা অদৃশ্য হইল।

মিঃ হুইট্‌বি ভগ্নস্বরে বলিলেন, “এ কি ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারি
না! আমি এখনই গ্রামের ভিতর গিয়া দেখিয়া আসি—কোথায় কি বি
ঘটিল।”

জেস্ ওয়েল্‌কম বলিল, “কিন্তু তাহাতে বিপদের আশঙ্কা নাই ত?”

মিঃ হুইট্‌বি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, টুপি না লইয়
ব্যগ্রভাবে গৃহত্যাগ করিলেন; জেস্ ওয়েল্‌কম তাঁহার অনুসরণ করি

তাহার মুখখানি যে হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল—মিঃ হুইট্‌বি অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ হুইট্‌বি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে একমাইল দূরবর্ত্তী স্নেলগ্রোভ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। জেস্ ওয়েল্‌কমও তাঁহার অনুসরণ করিল। পথের মধ্যে মধ্যে এক একটা কেরোসিনের ল্যাম্প স্তম্ভশিরে মিট্-মিট্ করিতেছিল। পথে জনমানবের সাড়া শব্দ ছিল না; কেবল পথিপ্রান্তস্থ একটা হোটেল হইতে তিন চারিজন লোক পথে আসিয়া "কি হইল, কি হইল, এ কি কাণ্ড!" বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। হোটেলের পাশেই একজন কন্‌ষ্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল। সে মিঃ হুইট্‌বিকে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মহাশয়, বড়ই বিপদ দেখিতেছি, বোমা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে! এ বোধ হয় বিদেশীদের কাজ, আমাদের নিশ্চয়ই খুন করিবে।"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "কাহারও কোন ক্ষতি হইয়াছে কি?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "তা বলিতে পারি না; কাল আমরা সকল খবর পাইব। আমি থানায় খবর দিতে যাইতেছি। আপনারা আমার সঙ্গে যাইবেন কি?"

মিঃ হুইট্‌বি থানায় যাওয়া দরকার মনে করিলেন না। তিনি বোমা পতনের স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় ফিরিলেন; তখন রাত্র প্রায় ১২টা। জেস্ ওয়েল্‌কম পূর্ব্বোক্ত হোটেলে পানাহারের পর শত্রুপক্ষের উড়ো-জাহাজ হইতে বোমা-বর্ষণের গল্প আরম্ভ করিল; তাহার পর একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া তাহার বাগান বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মন অত্যন্ত উৎফুল্ল, যেন তাহার চেষ্টা নির্ব্বিবাদে সফল হইয়াছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুক্তি পরামর্শ

লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন। কি যখন মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহাকে এই ভবনেই বাস করি হয়, একথা বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের অনেকেরই সুবিদিত। আ যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ইউরোপব্যাপী মহাসমরের সূত্রপাত নাই; ইউরোপের সকল দেশেই তখন সশস্ত্র শান্তি বিরাজিত। ভীষণ ঝটি পূর্ব্বে প্রকৃতির যেমন অস্বাভাবিক স্তব্ধতা লক্ষিত হয়, ইউরোপের রা নৈতিক গগনের সেইরূপ স্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া বহুদর্শী রাজনীতিকেরা কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকেই বুঝিয়াছিলেন প্রলয়ের মেঘ তাঁহা অলক্ষ্যে গগনের একপ্রান্তে নিঃশব্দে সঞ্চিত হইতেছে।

সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের একটি কক্ষে যে তিনজন বিশে ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই বদনমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভী তাঁহাদের মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট। তাঁহারা না বসিয়া সকলে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন; দুশ্চিন্তার সহিত মানসিক উত্তেজনা মি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল!

এই উপন্যাসে আমরা তাঁহাদিগকে যে নামে অভিহিত করিব তাহা তাঁহাদের প্রকৃত নাম নহে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন; তাহার প্র নির্দ্দেশ করা নিষ্প্রয়োজন। ইঁহাদের একজন সমরসচিব লর্ড ট্রেংথ- তাঁহার পাশে ছিলেন কর্ণেল হেলি, ইনি খ-পোতবহরের বড় ক তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত জেম্‌স্ হুইট্‌বি, কামান বন্দুক কারখানার অধ্যক্ষ, আগ্নেয়াস্ত্র-নির্ম্মাণ-বিশারদ, সমরোপযোগী যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মা একটি বিশ্বকর্ম্মা। কর্ণেল হেলি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত

ছিলেন। তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি স্বয়ং স্নেলগ্রোভ পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই পল্লীর যতজন লোককে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকেই আমার নিকট স্বীকার করিয়াছে, আকাশে সার্চ্চ-লাইটের আলো তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে; বোমা ফাটিবার সুগম্ভীর শব্দও তাহারা স্পষ্টরূপে শুনিয়াছে! আমি যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি আমাদের খ-পোতবহরের কোন কর্ম্মচারী কাল রাত্রে গগন-পথে যাত্রা করে নাই। তথাপি যদি ধরিয়া লই খ-পোতবহরের কোন কর্ম্মচারী আমার অজ্ঞাতসারে ও বিনা আদেশে গগনমার্গে কোন সামরিক খ-পোত পরিচালিত করিয়াছিল তাহা হইলে সে খ-পোত হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। দেশের কোন লোক এরূপ কাজ করিতেই পারে না। সুতরাং ইহা যে কোন শত্রুর কাজ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "বে-সরকারী খ-পোত গুলির মালিকদের গতিবিধির সন্ধান লইয়াছিলেন?"

কর্ণেল হেলি বলিলেন, "নিশ্চয়ই! এদেশের যে সকল লোকের নিজের খ-পোত আছে, আমার আফিসে তাহাদের নামের তালিকা রাখিয়াছি; ভবিষ্যতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য্য হইবে ভাবিয়াই আমি নিজের দায়িত্বে সেই তালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। প্রত্যেক খ-পোতের পরিচয় আমার সুবিদিত। আমি তাহাদের মালিকদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি—তাহাদের কেহই গত রাত্রে খ-পোত ব্যবহার করে নাই।"

লর্ড ট্রেহাম বলিলেন, "তাহা হইলে গত রাত্রির ঘটনা সত্য নহে, একটা গাঁজাখুরী গল্প মাত্র—কোন হুজুগপ্রিয় লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কৌতুকজনক আবিষ্কার!"

প্রধান মন্ত্রীর কথা শুনিয়া কর্ণেল হেলির চোখ মুখ ক্রোধে লাল

হইয়া উঠিল। কোনও সাধারণ লোক তাঁহার মুখের উপর একথা বলি তিনি তখনই তাহার গালে প্রচণ্ড বেগে এক থাপ্পড় মারিতেন! কি সেভাবে তাঁহার উষ্মা প্রকাশের উপায় ছিল না; কাজেই তিনি নিষ্ফ আক্রোশে দগ্ধ হইয়া, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, উহা উর্ব্বর মস্তিষ্ কৌতুকজনক আবিষ্কার বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিলে যে নিশ্চি হওয়া যাইত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইউরোপের কো কোন রাজ্যের সহিত আজ কাল আমাদের যেরূপ আদা-কাঁচকলার স চলিতেছে তাহাতে তাহাদের কেহ রাত্রিযোগে গোপনে আসিয়া আমা দেশের অরক্ষিত অবস্থার একটু পরিচয় লইয়া গিয়াছে—এরূপ অনুমান ক আপনার অসঙ্গত মনে হইতেছে কেন—তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই তাহাদের ভবিষ্যত কার্য্য-ক্ষেত্র পরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে এতই অসম্ভব?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আপনার এই অনুমান আমি সঙ্গত বলিয়া ম করিতে পারিলাম না; কোন শত্রুরই এতখানি সাহস হইবে না।"

কর্ণেল হেলি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সাহস হইবে না? আপনি থো জানেন না খ-পোত সাহায্যে আকাশে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ-আয়োজনে আম ইউরোপের অধিকাংশ শক্তি অপেক্ষা হীন, আমরা তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি! ইহা জানিয়া-শুনিয়া আপনি কোন্ সাহসে বলেন অন্ধকার রাত্রে গোপনে খ-পোত লইয়া সুবিধা অসুবিধা পরীক্ষা করিতে আসিতে তাহাদের সাহস হইবে না? আমি আপনাদিগকে অসঙ্কোচে বলিতেছি যদি কোন শত্রু ভবিষ্যতে আকাশ-পথে আমাদের আক্রমণ করে—সে জন্য পূর্ব্ব হইতে রীতিমত প্রস্তুত না থাকার অপরাধে আমরা প্রত্যেকেই চাবুক খাইবার যোগ্য ছোট বড় কেহই বাদ পড়ে না।"

প্রধান মন্ত্রী বিরক্তি ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "উত্তেজনার বশবর্ত হইয়া আপনি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন! খ-পোতবহরের সংখ্যা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের স্কন্ধে কি বিপুল ব্যয়ভার চাপিবে, এবং সেই ভ

বহন করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—সর্ব্বাগ্রে তাহাই ভাবিবার বিষয়। মিঃ হুইট্‌বি যে নূতন কামান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই কার্য্যোপযোগী হইয়াছে—ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে গবর্মেণ্ট তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে কি না ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"

কর্ণেল হেলি বলিলেন, "আপনার কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না! যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়—তাহা হইলে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিব কি না তাহার মীমাংসার পর আমরা যুদ্ধে নামিব না কি? ব্যয় বাহুল্যের ভয়ে কি আমরা গোড়াতেই ঢিল দিয়া বসিয়া থাকিব? তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বিপদ অনিবার্য্য বুঝিয়াও যাহারা ব্যয়বৃদ্ধির ভয়ে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনে উদাসীন থাকে, তাহাদের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। যে জাতি একবার ধ্বংশের পথে অগ্রসর হয়—তাহারা কি পরে চেষ্টা করিয়াও সেই পথ হইতে ফিরিতে পারে?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি এখন কি করিতে বলেন? আমরা ইতি-মধ্যে অনেক ব্যয়সাধ্য কার্য্যেই হস্তক্ষেপণ করিয়াছি। কিরূপে সকল দিক বজায় থাকিবে—তাহাই বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে; তাহার উপর নূতন বোঝা চাপিলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হইবে! ভাবিয়া ভাবিয়া আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়াছে, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু এখন সে সকল কথার আলোচনা নিষ্ফল! এখনকার কথা এই যে, ইউরোপের কোন্ শক্তি আমাদের দেশে এই ভাবে ঋ-পোত পাঠাইতে সাহস করিয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে হইলে রীতিমত তদন্ত করা আবশ্যক; কিন্তু প্রকাশ্য তদন্তে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে, হয় ত তাহার ফলে বিরোধ বাধিয়া উঠিবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তুত নহি, সুতরাং অনুসন্ধানটা অত্যন্ত গোপনে হওয়াই দরকার; অথচ কাহারও সন্দেহ উৎপাদনের অবসর না দিয়া গোপনে অনুসন্ধান শেষ করিতে হইবে।—এরূপ গুরুভার অর্পণের উপযুক্ত লোক একটিও দেখিতেছি না।"

কর্ণেল হেলি বলিলেন, "কেন? রবার্ট ব্লেককে কি এ ভার দেওয়া যায়

না? পূর্ব্বেও ত আপনি কোন কোন গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি সন্তোষজনক হয় নাই?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "হাঁ, ব্লেককে এই তদন্তের ভার দেওয়া যাইতে পা বটে, তাহার কথা আমার স্মরণ ছিল না। তাহার উপর নির্ভর করিয়া পূ আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয় নাই, এবং অনেক ব্যাপারেই সে গবর্মেণ্টে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। সে-বার সে অপহৃত সন্ধিপত্রখানি কৌশ উদ্ধার করিতে না পারিলে বিপদের সীমা থাকিত না।"

কর্ণেল হেলি বলিলেন, "তিনি বোধ হয় এখন বাড়ীতেই আছেন; আপ একবার তাঁহার সন্ধান লইলে ভাল হয়।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "কিন্তু সে এই গুরুতর ভার লইতে রাজী হইবে ত তাহার হাতে বিস্তর কাজ। আমরা তাহাকে কোন কাজের ভার দিলে তা স্বার্থহানি হয়।"

কর্ণেল হেলি বলিলেন, "সে জন্য আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই তাঁহার ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তিও আমাদের দেশে বিরল; তাঁহার হাতে কাজই থাক,তাহা স্থগিত রাখিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে আমাদের সাহায্য করিবেন

প্রধান মন্ত্রী আর কোন কথা না বলিয়া পাশের একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন কর্ণেল হেলি বুঝিতে পারিলেন লর্ড ট্রেহাম মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে সংবাদ দি চলিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ব্লেক দশ মিনিটে মধ্যেই এখানে আসিবে।"

তাঁহারা সেই কক্ষে বসিয়া মিঃ ব্লেকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কে কোন কথা বলিলেন না। ঠিক দশ মিনিট পরে দ্বাররক্ষী সেই প্রবেশ করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মিঃ রবার্ট আসিতেছেন।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয়কে অ বাদন করিলেন।

প্রধান মন্ত্রী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একটি গুরুতর রাজকার্য্যে আপনার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আপনাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার উপর কোন কাজের ভার পড়িবে—ইহা আপনার আহ্বান শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া মিঃ হুইট্‌বিকে দেখিয়া বুঝিলাম এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপের প্রসঙ্গে চারিদিকে যে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার জন্যই আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। আপনিও এই ঘটনার কথা জানেন দেখিতেছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই ঘটনার কথা এক আধটু শুনিয়াছি বটে, তবে জ্ঞাতব্য কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা সত্য কি না ইহা আমি স্বয়ং তদন্ত করিয়া দেখি। গ্রামের লোকেরা দল বাঁধিয়া খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে কি গল্প করিয়াছে—তাহা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া সত্য মিথ্যা নির্ণয় করি না। কারণ রকম রকম লোকের রকম রকম কথার ভিতর হইতে খাঁটি সত্যটুকু—খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠে!"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "কিন্তু এই ব্যাপারে গ্রামের লোকগুলার কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; তাহাদের কোন কথা অতিরঞ্জিত নহে। আমি স্বচক্ষে সেই এরোপ্লেনের সার্চ্চলাইট দেখিয়াছি, বোমা ফাটিবার শব্দও আমার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইঞ্জিনের শব্দও বোধ হয় আপনার কর্ণগোচর হইয়াছিল?"

মিঃ হুইটবি বলিলেন, "না, ইঞ্জিনের শব্দ-টব্দ শুনিতে পাই নাই; আর তাহাতে বিস্ময়েরও কোন কারণ নাই। আমি এক মাইল কি তাহা অপেক্ষাও

অধিক দূর হইতে এরোপ্লেনখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম; তবে তাহা ঠিক কে
স্থানে ছিল বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি যে আলো দেখিয়াছিলেন বলিলেন, উ
এরোপ্লেনের সার্চ্চলাইট কি না তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রতিপন্ন করা আবশ্যক।"

মিঃ হুইট্‌বি সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান আমি যে জ
বোমা আকাশ হইতে সবেগে পড়িতে দেখিয়াছিলাম, উহা এরোপ্লেন হইতে প
নাই, উপর্য্যুপরি উল্কাপাত দেখিয়া আমি বোমা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত সে কথা বলি নাই; আমি বলিতেছিল
আপনি যাহাকে এরোপ্লেন বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই এরো
কি না—এ বিষয়ে প্রথমে নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক। উহা এরোপ্লেন ভিন্ন অ
কিছু নয় ইহার অকাট্য প্রমাণ চাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয় মাথা নাড়িয়া তাঁহার উ
সমর্থনে বলিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন মিঃ ব্লেক! আমার বি
এ কতকগুলা বাজে হুজুগে লোকের হুজুগ বাধাইবার একটা উপলক্ষ (hoa
মাত্র। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক; তবে এদে
অনুসন্ধান করিয়া এই রহস্যভেদের আশা নাই, দেশান্তরে সন্ধান লইতে হই
সেরূপ চেষ্টা করিলেই অন্যান্য দেশের রাজশক্তি হয় ত ক্রোধে গর্জ্জন কর
উঠিবে, কারণ তাহাদের মর্য্যাদায় আঘাত লাগিতে পারে। সুতরাং তদ
যথাসম্ভব গোপনে শেষ করিতে হইবে। অন্যান্য রাজশক্তি খ-পোত বহরের স
ও উপযোগিতা ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিয়াছে; তাহারা রাত্রিকালে গোপনে আ
দের দেশের উপর উড়িয়া আসিয়া আমাদের ত্রুটির সন্ধান লইয়া যাইবে, ইহা বি
বা অসম্ভব মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার কি, তা
জানিয়া আপনাকে বলিতে হইবে?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন "হাঁ, যদি তাহা জানা সম্ভব হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পৃথিবীতে অনেক ব্যাপারই সম্ভব। অনেক গুপ্ত র

ভেদ করা প্রথমে অসম্ভব মনে হইলেও প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হয় না—ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছি। আমি আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছি, —কিন্তু আমাকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে দিতে হইবে; অর্থাৎ আপনাদের দপ্তরের কোন বাঁধা নিয়ম আমার উপর খাটাইলে চলিবে না।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "উত্তম, তাহাই হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আমি এই ভার গ্রহণ করিলাম; আশা করি কাল আপনাকে কিছু-না-কিছু সংবাদ দিতে পারিব।"

প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় মিঃ ব্লেকের কথায় বিস্মিত হইলেন। লোকটা বলে কি? এতবড় গুরুতর বিষয়ের সংবাদ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দিতে পারিবে বলিতেছে!

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "কালই! এত অল্প সময়ে ইহার সন্ধান হওয়া অসম্ভব মনে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমার অসম্ভব মনে হয় নাই; কারণ যদি ইহা কোন বৈদেশিক শক্তির অনুষ্ঠান হয় তাহা হইলে যে স্থানে প্রথমে এই আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছিল—সেই স্থানের উপর নিশ্চয়ই তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে।—আপাততঃ এই ইঙ্গিত টুকুই যথেষ্ট মনে করিতেছি, ইহার অধিক আর কিছুই এখন বলিতে পারিব না।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক প্রস্থানোদ্যত হইয়া মিঃ হুইট্‌বিকে বলিলেন, "মিঃ হুইট্‌বি, আপনার কাজ শেষ হইয়া থাকিলে আমার সঙ্গেই আসিতে পারেন, আপনার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে।"

মিঃ হুইট্‌বি মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার ট্যাক্সিতে বেকার ষ্ট্রীটের দিকে চলিলেন। মিঃ ব্লেক পথে তাঁহাকে কোন কথা বলিলেন না, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "মিঃ হুইট্‌বি, আমি সরল ভাবেই আপনাকে আমার মনের কথা বলিব। আমি জানি আপনার কারবারের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; আপনি অনেক পুরাতন কারিকর বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু এখন যদি গভর্মেণ্ট

আপনার আবিষ্কৃত নূতন কামান ক্রয় করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হই
আপনার কারবারটি রক্ষা পায়।"

মিঃ হুইট্‌বি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া বলিলেন, "আ
কি বলিতে চান আমার কারখানার কামান বন্দুকগুলি গবর্মেণ্টকে গছাই
জন্য একটা ষড়যন্ত্র করিয়া আমি—"

মিঃ ব্লেক ধীর ভাবে বলিলেন, "আমার সকল কথা না শুনিয়াই আপ
তা একটা ধারণা করিয়া বসিবেন না। আমি ওরূপ কথা বলিতে চাহি না; ব
আমি জানি আপনার স্বদেশ-প্রেমই আপনার এই অর্থসঙ্কটের মূল। আবা
দেশের মুখ না চাহিয়া যদি আপনার আবিষ্কৃত কামান কোন বৈদেশিক শ
নিকট বিক্রয় করিতেন—তাহা হইলে আজ আপনার কারখানা ইংলণ্ডের সর্ব্ব
কারখানায় পরিণত হইত; আপনি অর্থ সঙ্কটে কষ্ট পাইতেন না। আজ
গবর্মেণ্ট আপনার কারখানার যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আপনাকে সাহায্য কর
তাহা হইলে আপনার কারবারের অংশীদারের সংখ্যা কি বর্দ্ধিত হয় না?"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, সেরূপ হইলে মরা নদীতে জোয়ার বহিত

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য। সেই জন্যই আমার অনুমান এরে
হইতে বোমা নিক্ষেপের এই হুজুক যদি কোন বৈদেশিক শক্তির চালবাজি
তাহা হইলে ইহা এমন কোন চালাক লোকের কৌশল - যাহার উদ্দেশ্য গ
যাহাতে আপনার আবিষ্কৃত কামানগুলি ক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহারই
করা। কাল রাত্রে বায়ুর গতি কোন্ দিকে ছিল।—তাহা কি আপনার
আছে? বাতাস কি আপনার কারখানার দিকে বহিতেছিল?"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "হাঁ, আমার কারখানা-মুখোই বাতাসের গতি
সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল; আমার জানলা দিয়া ঘরের ভিতর
ছা'ট এত জোরে আসিতেছিল যে, আমি জানালা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে আর এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু আ
বিষয় এই যে, বায়ুর গতি অনুকূল থাকিলেও একমাইল তফাতে যে এ
উড়িতেছিল তাহার ইঞ্জিনের শব্দ আপনি শুনিতে পাইলেন না!

যখন উড়িয়া যায় তখন ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ অনেক দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায় ইহা আপনি জানেন ত?”

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, “সে কথা আর না জানে কে? কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, ইচ্ছা করিলে উড্ডীয়মান খ-পোতের ইঞ্জিন বন্ধ করিতে পারা যায়, সেই অবস্থায় তাহা বায়ুপ্রবাহে চলিতে থাকে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আপনি যে কয়বার তাহার আলো দেখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক একই স্থান হইতে দেখা গিয়াছিল বলিয়াছেন। এরোপ্লেনখানিকে বায়ুর গতির উপর নির্ভর করিতে হইলে তাহা ঠিক এক স্থানেই নিশ্চল ভাবে থাকিত না। উহাকে গ্রামের উপর স্থির ভাবে রাখিতে হইলে ইঞ্জিনের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না; আর ইঞ্জিন চলিলে সেই শব্দ আপনার কর্ণগোচর হইত।”

মিঃ হুইট্‌বি মিঃ ব্লেকের যুক্তি অস্বীকার করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, “তাহা হইলে আপনি কি উপায়ে এই রহস্য ভেদ করিবেন? আমি পূর্ব্বে একবারও ধারণা করিতে পারি নাই যে, এই কাণ্ডটা আমারই চক্রান্তের ফল বলিয়া কাহার সন্দেহ হইতে পারে! এই মিথ্যা সন্দেহের কবল হইতে আমি কিরূপে মুক্তি পাই বলুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখি না; যদি আমরা কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন ও শক্তিশালী দৈনিক হাতে পাই, তাহা হইলে আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারি। একথা জনসমাজে অনায়াসেই প্রচারিত হইতে পারে যে, আপনি যে নূতন কামান আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা ক্রয়ের জন্য কোন কোন বৈদেশিক গবর্মেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আপনি তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।”

মিঃ হুইট্‌বি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা বোধ হয় তেমন কঠিন হইবে না; কারণ আমার মেয়ে নেটার সহিত এক যুবকের বিবাহের কথা চলিতেছে—তাহার নাম আলেক ম্যাসন। সে সুবিখ্যাত দৈনিক ‘ওয়ার্লড্‌স্‌ নিউজে’র (World's News) প্রধান সহকারী সম্পাদক।

আমার বিশ্বাস তাহাকে ঐরূপ কোন প্রবন্ধ লিখিয়া দিলে সে তাহার কা তাহা প্রকাশ করিতে আপত্তি করিবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম ; আপনি অবিলম্বে তাহাকে রাজি করিবার করুন।”

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, “আপনি এখন কি করিবেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার বিস্তর কাজ আছে। আর এক কথা, লইয়া উড়িতে পারে এরূপ ঘুড়ি (manlifting kites) আপনি আবি করিয়াছেন শুনিয়াছি, ইহা কি সত্য ?”

মিঃ হুইট্‌বি সবিস্ময়ে বলিলেন, “আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন ; এ কথা জি করিতেছেন কেন জানিতে পারি কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জানিতে কৌতূহল হইয়াছিল বলিয়াই উহা আপ জিজ্ঞাসা করিলাম, বিশেষ কোন কারণ নাই। সেই ঘুড়ি কি সকলেই কি পারে ? অর্থাৎ আপনি তাহা বিক্রয় করেন কি ?”

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, “এরোপ্লেনের প্রচলন অধিক হওয়ায় সেই ঘুড়ি কি জন্য লোকের আর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না ; আর আমাদের কামান ব কারখানাতেও তাহা বিক্রয় হয় না। উহা বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আছে, তা বিক্রয় করে ; কিন্তু তাহার তেমন কাট্‌তি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথা যাক, আপনি অবিলম্বে আলেকের সহিত করিয়া কথাটা শেষ করিয়া রাখিবেন।”

মিঃ হুইট্‌বি মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক ডাকিলেন। স্মিথ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “বোমা-বি তদন্তের জন্য আমার ডাক পড়িয়াছে তাহা বুঝিয়াছি, কর্ত্তা।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুমান মিথ্যা নহে ; তোমাকে একটা ভার দিতে চাই। স্নেলগ্রোভ পল্লী কোথায় তাহা তোমার জানা আছে কি

স্মিথ বলিল, “সে গ্রাম আমি চিনি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম, তুমি আমার বড় মোটরখানা লইয়া আজ

টার সময় সেই গ্রামের চারি দিকে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিবে ; কিন্তু রূপ সাবধানে যাইবে যেন তোমার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। হয় ত কান বিস্ময়কর দৃশ্য তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে, কিন্তু খুব সাবধান।”

* * * *

অন্ধকার রাত্রি। কৃষ্ণ পক্ষের খণ্ডচন্দ্র পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেও তাহার ম্লান ালোকে নৈশ অন্ধকার অপসারিত হয় নাই ; তাহার উপর মধ্যে মধ্যে কালো ঘ আসিয়া চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল, এবং সন্ধ্যার পর হইতেই বায়ুর বেগ বল হইয়া উঠিয়াছিল। পথের ধারে যে সকল গাছ ছিল—তাহাদের শাখা-শাখা বায়ুপ্রবাহে প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতেছিল। সন্ধ্যার ু দুই এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় জোলো হাওয়ার সঙ্গে সিক্ত মৃত্তিকার সোঁধা গন্ধ সা রন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল, এবং বিবিধ বন-কুসুমের মিশ্র গন্ধ বায়ুস্তর সুরভিত রিতেছিল। প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ পল্লী গ্রামের ইহা সাধারণ বিশেষত্ব।

মেঘমুক্ত চন্দ্রের ক্ষীণ আলোকে স্নেলগ্রোভ পল্লী পরিত্যক্ত পল্লীর মত নির্জ্জন খাইতেছিল। গৃহস্থের অনুচ্চ অট্টালিকা, কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, প্রস্তর র্ম্মিত প্রাচীন ভজনালয় দূর হইতে ছবির মত প্রতীয়মান হইতেছিল। গ্রাম-ন্তস্থ খোয়াড়ে মেষের পাল তূলার গাদার মত পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। শস্যক্ষেত্রে শীর্ষগুলি বায়ু-প্রবাহে হিল্লোলিত হইতেছিল। শ্যামল বনশ্রেণী যেন দিগন্ত-ারিত মসি-লেখা অরণ্যের বৃক্ষশাখায় দুই একটা নিশাচর পক্ষী হুট্‌পাট্ রিতেছিল, দুই একটা বা কর্কশ শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। দুই িজন গৃহস্থের বাতায়ন-পথে ক্ষীণ দীপশিখা দেখিয়া মনে হইতেছিল—সেই সকল বির লোক আছে।

এই লোকালয়ের কিছু দূরে একটি অরণ্যের ছায়ায় দুই জন লোক দাঁড়াইয়া-লন ; তাঁহাদের একজন মিঃ ব্লেক, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহকারী স্মিথ। হাদের উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ বিমান-বিহারের উপযোগী পরিচ্ছদে আবৃত। তাঁহাদের খে ধূসর বর্ণের বিশালকায় পক্ষীর দেহের অনুরূপ কি একটি পদার্থ ; তাহার াজারিত পুচ্ছের অগ্রভাগ মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছিল, এবং তাহার পক্ষদ্বয়ও

উভয় পার্শ্বে প্রসারিত ; যেন পাখীটা তখনই উড়িয়া যাইবার জন্য ডা
মেলিয়াছে !

প্রকৃত পক্ষে ইহা জটায়ু জাতীয় কোন অতিকায় বিহঙ্গের বংশধর নহে ; ই
মিঃ ব্লেকের উভচর যান 'গ্রে প্যান্থার।' ইচ্ছা করিলে উহা মোটর বোটের
জলে চলিত, আবার প্রয়োজন হইলে এরোপ্লেনের মত গগনপথে উধাও হইত
পারিত ! এই যানের সাহায্যে মিঃ ব্লেক বহুবার গগন-পথে ভ্রমণ করিয়াছে
যদিও তখন বায়ুর বেগ অত্যন্ত প্রবল ছিল—তথাপি মিঃ ব্লেক উহা গগন-প
তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী পরিচালিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে তাঁহার অনুমা
সন্দেহ ছিল না।

স্মিথ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজও সেই আলে
গোলা দেখা যাইবে কি ? উহার কথা লইয়া সমগ্র দেশে মহা-আন্দোলন উপ
হইয়াছে ; কিন্তু আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজও তাহা দেখা যাইবে কি না কি করিয়া ব
তবে আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রেও পুনর্ব্বার তাহার আবির্ভাব হইবে।"

এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। কত বার মেঘ আসিয়া
ঢাকিয়া ফেলিল, কত বার মেঘ সরিয়া গেল। শেষে রাশি রাশি মেঘের
আসিয়া চরাচর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

স্মিথ অধীর ভাবে বলিল, "কর্ত্তা, আজ রাত্রে আর কোন এরোপ্লেন আ
উঠিতে সাহস করিবে না। যে রকম জোরে ঝড় বহিতেছে—তাহা দেখিয়া
হয়—আমাদের 'গ্রে প্যান্থার' ভিন্ন অন্য কোন খ-পোতের সাধ্য নাই—এই ঝ
ভিতর আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তথাপি আমরা এখানে শেষ-রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক
আমরা নিরাশ হইলেও উড়িবার চেষ্টা করিব না, কারণ যদি আমাদের সেই বি
বঁধু কোন রকমে জানিতে পারে—আমরা বিমান যোগে তাহার অনুসরণের
অপেক্ষা করিতেছি তাহা হইলে সে আর এমুখো হইবে না।"

ক্রমে মধ্যরাত্রি অতীত হইল ; মিঃ ব্লেক তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার

ম্ভাবনা না দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। স্মিথ তখন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল। সে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখুন কর্ত্তা, দেখুন দেখুন!"—মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন স্নেলগ্রোভ গ্রামের ঠিক উপরেই, প্রায় হাজার ফিট উর্দ্ধে একটা সুবৃহৎ শুভ্র আলোক শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে! আলোটা ঘুরিতে ঘুরিতে অদৃশ্য হইল, কিন্তু মিনিট দুই পরে পুনর্ব্বার তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

দুই বার অদৃশ্য হইবার পর তৃতীয় বার যখন তাহা দেখিতে পাওয়া গেল সেই জ্যোতির্ময় সেই আলোক-চক্র হইতে ক্ষুদ্রতর একটি আলোক-গোলক স্খলিত হইয়া বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্ত পরেই সুগম্ভীর মেঘ গর্জ্জনবৎ একটা শব্দ মিঃ ব্লেক ও স্মিথের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া গ্রে প্যান্থারে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন।

স্মিথ বলিল, "আমাকে বাধা দিলেন কেন? তাড়াতাড়ি উহার অনুসরণ না করিলে আর উহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এবার তুমি থাক স্মিথ! এবার আমি একাই যাইব; কিরূপ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে—তাহা জানি না; কিন্তু—"

স্মিথ বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না কর্ত্তা! আপনি ত জানেন আমি বিপদকে ভয় করি না, পূর্ব্বে বহু বিপদজনক কার্য্যেই আমি আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম, এবারও আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

মিঃ ব্লেক কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন; তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, "আমার অবাধ্য হইও না, স্মিথ! এ যাত্রা আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হইবে না: কেন অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছ? শীঘ্র ইঞ্জিনে 'ষ্টার্ট' দাও, এ সুযোগ হারাইলে আর তাহা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।"

স্মিথ আর কোন কথা না বলিয়া, মুখ ভার করিয়া ইঞ্জিনে 'ষ্টার্ট' দিতে লাগিল; মিঃ ব্লেক ঠিক সময়ে 'গ্রে প্যান্থারে' প্রবেশ করিয়া পরিচালকের আসনে উপবেশন করিলেন।

"ঠিক হইয়াছে, কর্ত্তা!" বলিয়া স্মিথ গ্রে প্যান্থারের পাখায় হাত দিয়া ত ঘুরাইতেই বোমা ফাটিবার মত একটা প্রচণ্ড শব্দ তাঁহাদের উভয়েরই কর্ণগো ক হইল! সেই শব্দে স্মিথ লাফাইয়া-উঠিয়া সভয়ে তিন হাত দূরে সরিয়া গেই গ্রে প্যান্থারও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মাটী হইতে লাফাইয়া প্রায় দশ গজ ঊর্দ্ধে উঁ তাহার পর বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল। স্মিথ আর সেখানে অপেক্ষা না কর গগন-বিহারী সার্চ্চ-লাইটটাকে যে দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বা ধাবিত হইল। সে বুঝিল যে, কোন মুহূর্ত্তে বোমা পড়িয়া তাহাকে চূর্ণ করিত পারে, কিন্তু সেই ভয়ে স্মিথ পশ্চাৎ-পদ হইল না। সে বুঝিয়াছিল মিঃ ব্লেক অ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে তাঁহার জীবন বি হওয়া বিচিত্র নহে! সে তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিল না, এই জন্য সে স করিল—যতক্ষণ পারে গ্রে প্যান্থারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইবে।

মিঃ ব্লেক গগন-পথে সার্চ্চ-লাইটের অনুসরণ করিলেন; উহা যে খ-পোতের সার্চ্চ-লাইট এ বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না; তাঁহার মনে হ যদি সেই খ-পোতখানি কোন বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে তা সহিত তাঁহার যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। সেই আকাশ-যুদ্ধে জয় লাভের তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গ্রে প্যান্থার তাহার শিকার লক্ষ্য করিয়া নক্ষত্রবেগে সার্চ্চ-লাইটের অনু করিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে এরূপ বেগে চালাইতে লাগিলেন যে—দুই মিনি মধ্যে প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করিলেন! পৃথিবীর কোন ইঞ্জিন রে লাইনের উপর দিয়া সেরূপ বেগে ধাবিত হইতে পারে না। ঘণ্টায় দেড় মাইল বেগ-কিরূপ প্রচণ্ড বেগ তাহা কেবল কল্পনায় অনুভবযোগ্য!

মিঃ ব্লেক যে খ-পোতের অনুসরণ কারলেন, তাহা প্রায় পাঁচ মাইল স্থির ভাবে অবস্থান করিতেছিল। তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইবার পূ তাহা হইতে আর একটি বোমা পড়িয়া শূন্যেই ফাটিয়া গেল; কিন্তু সেই খ-পো আরোহী বা আরোহীরা বোধ হয় গ্রে প্যান্থারের বন্-বন্ শব্দ শুনিতে প কারণ মিঃ ব্লেক তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই সার্চ্চ-লাইট অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক যে স্থানে সার্চ্চ-লাইট দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই স্থান অনুমান করিয়া তাহার একটু নীচ দিয়া গ্রে প্যান্থারকে পরিচালিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি সেই খ-পোতখানির ঠিক নীচে দিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

মিঃ ব্লেক অন্ধকার-আকাশে একটি মসিচিহ্নবৎ পদার্থ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন উহাই তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট খ-পোত। তিনি চক্ষুর নিমেষে সেই মসিচিহ্নের ঠিক তলদেশে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রে প্যান্থারের বাঁ দিকের পাখায় প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনী লাগিল, এবং লোহার শিকগুলি চূর্ণ হওয়ার মত শব্দ হইল! ব্যাপার কি বুঝিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক দেখিলেন—গ্রে প্যান্থারের দক্ষিণ অঙ্গ প্রকাত হইয়া পড়িল, তাহার পর তাহা বন্-বন্ শব্দে নীচে পড়িতে লাগিল! মিঃ ব্লেকের মনে হইল, গ্রে প্যান্থারকে আর রক্ষা করা যায় না! তাহা অবিলম্বে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও অস্থি-পঞ্জর চুর্ণ হইয়া যাইবে। শোচনীয় মৃত্যু অনিবার্য্য!

মিঃ ব্লেক ইঞ্জিনের পরিচালন-চক্র ধরিয়া তাহাতে সজোরে মোড়া দিতে লাগিলেন, এই উপায়ে যদি তাহার পতন-বেগ সংযত করিতে পারেন! কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না; গ্রে প্যান্থারের বাঁ-দিকের পাখা অচল হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় নিরাশ্রয় ভাবে সে মহাবেগে ভূতলে পড়িতে লাগিল। তাহার পর ঝটিকার একটা প্রচণ্ড আবর্ত্ত আসিয়া মিঃ ব্লেকের চোখে মুখে আঘাত করিল। সেই সঙ্গে একটা গাছের রাশি রাশি পাতা ঝটিকাবেগে ছিঁড়িয়া আসিয়া তাঁহার গালে মুখে ও মাথায় পড়িল, এবং পর মুহূর্ত্তেই গ্রে প্যান্থারের গতি রোধ হইল। তাহার পর কি হইল তাহা তাঁহার বুঝিবার শক্তি রহিল না, একটা প্রচণ্ড ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনা বিপুপ্ত হইল!

গ্রে প্যান্থার মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড গাছের ডালে বাধিয়া-গিয়াছিল। তাহার পর ঝটিকায় বৃক্ষশাখা আলোড়িত হওয়ায় তাহা ছট্‌কাইয়া নীচে পড়িলেও, যে বেগে তাহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে বেগ তখন

ছিল না ; উহা মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বেশী কাত হওয়ায় মিঃ ব্লেক কয়েক হাত উচু হইতে মাটীতে পড়িয়াছিলেন ; এই জন্য তাঁহার হাত পা ভাঙ্গে নাই, আঘাতও সাংঘাতিক হয় নাই। গাছের ডালগুলির ভিতর দিয়া নীচে পড়িবার সময় একটা শুষ্ক ডালের খোঁচায় তাঁহার ললাটের কিয়দংশ কাটিয়া গেল। কতকগুলি ক্যাম্বিস ছিঁড়িয়া তাঁহার দেহের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যেস্থানে পড়িলেন গ্রে প্যান্থার তাহার কয়েক গজ দূরে পড়িল।

এই সময় মেঘরাশি অপসারিত হওয়ায় চন্দ্রালোকে দেখিতে পাওয়া গেল, একটা লোক মিঃ ব্লেকের সংজ্ঞাহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার ললাটের ক্ষত পরীক্ষা করিতেছে !

এই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত নিক ষ্টিয়ার !

নিক ষ্টিয়ার গম্ভীর ভাবে মিঃ ব্লেকের ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এখনও বাঁচিয়া আছে ; কিন্তু কপালের আঘাতটা সাংঘাতিক হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। অরক্ষিত অবস্থায় এখানে ফেলিয়া যাইলে ইহার প্রাণরক্ষা হইবে না ; কিন্তু এই রাত্রিকালে ইহাকে কোথায় লইয়া যাই, আর কে-ই-বা আশ্রয় দিবে ?"

মিঃ ব্লেক যেস্থানে গ্রে প্যান্থার সহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রায় তিনশত গজ দূরে মিঃ হুইট্‌বির বাসভবন ; তাঁহার একখানি ঘরে দীপালোক দেখা যাইতেছিল, এবং গৃহবাসীদের কেহ "কেহ তখনও ঘুমায় নাই, আলো দেখিয়া তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছিল। নিক ষ্টিয়ার মিঃ ব্লেককে না চিনিলেও তাঁহাকে সেখানে বহিয়া লইয়া যাওয়া তেমন নিরাপদ মনে করিতে পারিল না, কিন্তু অন্য উপায় নাই বুঝিয়া অবশেষে সে তাঁহাকে মিঃ হুইট্‌বির বাড়ীতে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

নিক ষ্টিয়ার মহাপাপিষ্ঠ দস্যু—পাঠক পাঠিকাগণ ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন ; ধূর্ত্ত ও কুচক্রী জেস্ ওয়েল্‌কমের কবলে পড়িয়াই তাহার এই অধঃপতন হইয়াছিল, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে জেস্ ওয়েল্‌কমের শিষ্য কাঠীতে পরিণত হইতে হইয়াছিল। পাপকর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়া সে ধর্ম্মজ্ঞান

বিবেকে জলাঞ্জলি দিয়াছিল; কিন্তু দয়া, পরোপকার, বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি সৎগুণ সে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিতে পারে নাই। তথাপি এ কথাও সত্য যে, যদি সেই সময় সে জানিতে পারিত যাঁহাকে বিপন্ন ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ দেখিয়া সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছে—তিনি লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক, তাহা লইলে তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত।—

গ্রে প্যান্থার যখন গগনপথে উধাও হইয়াছিল—সে সময় আকাশে যথেষ্ট মেঘ থাকায় চাঁদ ঢাকিয়া গিয়াছিল; বায়ুপ্রবাহে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি দূরে বিক্ষিপ্ত হইলে চন্দ্রকিরণে আকাশ কিছু কালের জন্য আলোকিত হইয়াছিল, স্মিথ সেই আলোকে গগনবিহারী গ্রে প্যান্থারকে দেখিতে পাইয়াছিল। গ্রে প্যান্থারকে সার্চ্চ-লাইট লক্ষ্য করিয়া তাহার উৎসের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া স্মিথও যথাসাধ্য দ্রুতবেগে গ্রে প্যান্থারের অনুসরণ করিতেছিল। সেই সময় পুনর্ব্বার মেঘ আসিয়া চাঁদ ঢাকিয়া ফেলিলেও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই; কিন্তু অল্পকাল পরে মেঘস্তর অপসারিত হইলে সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রে প্যান্থারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না! তাহার মনে হইল উন্মত্ত দানবের ন্যায় উদ্দাম ঝটিকার এক ফুৎকারে মিঃ ব্লেক অদৃশ্য হইয়াছেন, তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিষম দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে স্মিথের হৃদয় আকুল লইয়া উঠিল; সে বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বেড় বাতাড় ও পগার ডিঙ্গাইয়া, তাঁরের বেড়ার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। এই ভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন হুইট্‌বির অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল তখন মিঃ ব্লেক চেতনা হারাইয়া রক্তাক্ত ললাটে পূর্ব্বোক্ত গাছের তলায় পড়িয়া ছিলেন!

স্মিথ মিঃ হুইট্‌বির বাড়ীর দেউড়ীর প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে থাকিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দেউড়ীর দিকে যাইবার চেষ্টা না করিয়া দেউড়ীর বাহিরে যে বাগান ছিল—তাহারই বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইল; কারণ সে মাঠের দিকে চাহিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল একটি দীর্ঘদেহ বলবান পুরুষ কি একটা বোঝা ঘাড়ে লইয়া মন্থর গতিতে মিঃ হুইট্‌বির দেউড়ীর দিকেই আসিতেছে!

লোকটি কি লইয়া আসিতেছে এবং কোথায় যাইতেছে তাহা দেখিবার জন্য স্মিথ সেই বেড়ার আড়ালেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিক ষ্টিয়ার যখন তাহার কাছে আসিল তখন স্মিথ ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও তাহার প্রভুর সংজ্ঞাহীন দেহ চিনিতে পারিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সে শোকে দুঃখে অধীর হইয়া চিৎকার করিল না; সে দেখিল তাহার অপরিচিত যুবকটি মিঃ ব্লেকের দেহ বহন করিয়া মিঃ হুইট্‌বির দেউড়ীর দিকেই অগ্রসর হইল। তখন স্মিথ ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল। নিক ষ্টিয়ার স্মিথকে দেখিতে পাইল না, কারণ সে একবারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না। ঘাড়ে বোঝা থাকিলে কে-ই বা অকারণে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে?

স্মিথ নিক ষ্টিয়ারের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না; তবে মিঃ ব্লেক গ্রে প্যান্থারসহ ভূপতিত হইয়াছেন—ইহা সে পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল। তিনি বাঁচিয়া আছেন কি পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন—ইহা স্থির করিতে না পারিয়া সে পাগলের মত অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল—সে নিক ষ্টিয়ারকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রভুর দেহ ছিনাইয়া লয়; কিন্তু তাহাতে লাভ নাই মনে করিয়া সে ধৈর্য্য ধারণ করিল। অবশেষে সে দেখিতে পাইল লোকটা মিঃ হুইট্‌বির দরজায় মিঃ ব্লেকের অসাড় দেহ নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতেছে!

নিক ষ্টিয়ার মিনিট দুই দাঁড়াইয়া শ্রান্তিদূর করিল, তাহার পর দরজায় আঘাত করিয়াই আড়ালে সরিয়া গেল! মুহূর্ত্ত পরে গৃহের উজ্জ্বল আলোক দ্বারের বাহিরে বিকীর্ণ হইল; স্মিথ দেখিল, একটি যুবতী মিঃ ব্লেকের অসাড় দেহ দ্বার প্রান্তে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল; এবং একজন বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর একটা ভৃত্য আসিয়া মিঃ ব্লেককে অতি কষ্টে তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; পরমুহূর্ত্তেই দ্বার রুদ্ধ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন চা'ল

গৃহস্বামী মিঃ ব্লেকের সংজ্ঞাহীন দেহ ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিলে মিঃ ব্লেক গুরুতর আহত হইয়াছেন কি না জানিবার জন্য স্মিথের প্রবল আগ্রহ হইল ; কিন্তু যে অপরিচিত যুবক তাঁহাকে বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহার ব্যবহারে স্মিথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না ! যুবকটি দ্বারে ধাক্কা দিয়াই লুকাইল কেন, গৃহস্বামীর সম্মুখে যাইতে তাহার আপত্তির কারণ কি—ইহা সে বুঝিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া, যুবকটি অতঃপর কি করে তাহাই দেখিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক গৃহমধ্যে নীত হইবার পর নিক ষ্টিয়ার কোন দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।

স্মিথের সন্দেহ হইল পূর্ব্বোক্ত খপোত-সংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত এই লোকটির সংস্রব আছে, মিঃ ব্লেক যে গ্রে প্যান্থার সহ ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন—ইহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল ; এই ঘটনার সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাকিলে সেই গভীর রাত্রে সেরূপ দুর্গম প্রান্তরে তাহার উপস্থিতির কারণ কি ?—এইরূপ চিন্তা করিয়া স্মিথ নিক ষ্টিয়ারের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিল ; এবং নিক ষ্টিয়ার আড়াল হইতে বাহির হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে সে কিছুদূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

নিক ষ্টিয়ার মিঃ হুইট্‌বির দেউড়ী পার হইয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিল ; সে সুপথ ছাড়িয়া অপথে চলিল কেন, তাহার উদ্দেশ্য কি, ইহা স্মিথ বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু সে তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। সে যে দিকে গেল স্মিথও সেই দিকে চলিল।

প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিক ষ্টিয়ার একটা বাগানবাড়ীতে

প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল ; স্মিথ বাগানের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। উহা কাহার বাগানবাড়ী তাহা সে জানিত না। সে সেই দ্বারের বাহিরে একটা গাছের আড়ালে প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু নিক ষ্টিয়ার সেই বাড়ী হইতে আর বাহির হইল না ! তখন স্মিথ মিঃ ব্লেকের সন্ধানে লইবার জন্য মিঃ হুইট্‌বির বাড়ীতে ফিরিয়া চলিল।

মিঃ হুইট্‌বির বাড়ীর দরজায় গিয়া প্রথমে দরজায় ধাক্কা দিতে তাহার সাহস হইল না, পাছে কেহ দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেক সম্বন্ধে তাহাকে দুঃসংবাদ দেয়। সে দুই তিন মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে দরজায় ধাক্কা দিল ; একজন পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ? কি চাও ?"

স্মিথ জড়িত স্বরে বলিল, "আমি স্মিথ। মিঃ ব্লেক কেমন আছেন তাহা জানিতে চাই।"

পরিচারিকা বলিল, "যে ভদ্রলোকটি আহত অবস্থায় এই দরজায় পড়িয়া ছিলেন তুমি তাঁহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তিনি বাঁচিয়াই আছেন, তবে উত্থান শক্তি রহিত ; আমার মনিব তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তুমি ভিতরে আসিয়া আমার মনিবের সঙ্গে দেখা করিতে পার।"

স্মিথ একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল, তাঁহার এক খানি হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া গলার সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল ; বৃক্ষশাখার সংঘর্ষণে তাঁহার ললাটের যে স্থান কাটিয়া গিয়াছিল—সেখানেও পটি-বাঁধা। মিঃ হুইট্‌বি তাঁহার সম্মুখে গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিলেন।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি বাঁচিয়া আছেন—দেখিতেছি ! গ্রে প্যান্থার আকাশ হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় আমি আপনার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এখন দেখিতেছি আমি মরি নাই ! জীবনে বহুবার মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, কিন্তু আর কখন যমদ্বার হইতে এভাবে ফিরিয়াছি না স্মরণ হয় না। সুখের বিষয় আমার আঘাত সাংঘাতিক

নাই। আমাদের তদন্তটা শীঘ্র শেষ করা আবশ্যক। গ্রে প্যান্থার কিরূপে জখম হইয়া অচল অবস্থায় মাটীতে পড়িয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। উহার কারণ জানিতে হইবে। আর একজন লোক আমাকে তুলিয়া আনিয়া এই বাড়ীর দরজায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে শুনিয়াছি; সে কে তাহার সন্ধান লইতে হইবে। তাহাকে তুমি চেন কি?"

স্মিথ বলিল, "না, তাহাকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু সে আপনাকে এখানে রাখিয়া কোথায় গিয়াছে তাহা জানি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি জান? কিরূপে জানিলে?"

স্মিথ বলিল, "সে যখন আপনাকে এখানে রাখিয়া সরিয়া পড়ে তখন আমি তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম; সে মাইলখানেক তফাতে একটা বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়াছি।"

মিঃ হুইট্‌বি সবিস্ময়ে বলিলেন, "মাইল খানেক দূরে একটা বাগান বাড়ীতে? কি আশ্চার্য্য! সে যে মিঃ ওয়েল্‌কমের বাগানবাড়ী। লোকটা কি খুব লম্বা জোয়ান? পালোয়ানের মত শরীর?"

স্মিথ বলিল, "আপনার অনুমান সত্য!"

মিঃ হুইট্‌বি বলিল, "হাঁ, সেই লোকটিকে আমি মিঃ ওয়েল্‌কমের সঙ্গে দুই একবার দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের এখনই যাইতে হইবে, আর বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না। গ্রে প্যান্থার কিরূপে যখম হইল, আর সেই লোকটাই বা কি উদ্দেশ্যে গভীর রাত্রে সেই স্থানে গিয়াছিল তাহা আমার জানা আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই মিঃ হুইট্‌বি দুই হাতে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি আর আমাকে বাধা দিবেন না, আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নাই; চলিতে আমার কোন কষ্ট হইবে। বিদেশী খপোত আমাদের দেশে বোমা ফেলিতে আসিয়াছে বলিয়া দেশে যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা দূর করা আবশ্যক।"

মিঃ হুইট্‌বি বলিলেন, "কিন্তু আপনার শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল ; ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছি, ডাক্তার আসিয়া আপনার শরীর পরীক্ষা করিয়া কি বলেন তাহা শুনিবার পূর্ব্বে আপনাকে ছাড়িয়া দিব না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার পটিবাঁধা হাতখানি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "হাতে একটা মোচড় লাগিয়াছিল মাত্র, হাড় ভাঙ্গে নাই ; জলপটিতে বেদনা কমিয়া গিয়াছে। এই অদ্ভূত রহস্যভেদ করিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে, আপনি ইহাতে বাধা দিতে পারিবেন না।"

এ কথার পর মিঃ হুইট্‌বি আর তাঁহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন না। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গ্রে প্যান্থারের সন্ধানে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক উর্দ্ধাকাশ হইতে যে বৃক্ষমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখিলেন গ্রে প্যান্থার অদূরে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার কতকগুলি ক্যাম্বিস তখনও গাছের ডালে জড়াইয়া নিশানের মত উড়িতেছিল! ঝটিকার বেগ তখনও প্রবল।"

মি ব্লেক পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া জ্বালিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, গ্রে প্যান্থারের ন্যায় সুদৃঢ় যান সামান্য কারণে সে ভাবে জখম হইয়া গগনমার্গ হইতে নিক্ষিপ্ত হয় নাই। এই দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ না হইলেও কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

স্মিথ তাঁহার পশ্চাতে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; মিঃ ব্লেকের মনের ভাব সে বুঝিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক সেই স্থানে রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মাঠের ভিতর আরও আধ মাইল অগ্রসর হইলেন ; তাহার পরই তিনি হঠাৎ অস্ফুট স্বরে চিৎকার করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন! স্মিথ ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল।

তাঁহাদের ঠিক সম্মুখে কয়েক শত গজ দূরে একটী ক্ষুদ্র লাল আলো দৃষ্টিগোচর হইল। উহা যে কোন মোটরগাড়ীর পশ্চাতের আলো, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল না। আলোটা ঠিক এক স্থানেই আছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা

হইল ; কিন্তু দুইবার ক্ষণকালের জন্য তাহা অদৃশ্য হওয়ায় মিঃ ব্লেকের মনে হইল কেহ সেই আলোকের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করায় উহা তাহার দেহের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছিল।

তাঁহারা মাঠের উপর দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে অবশেষে একটি পথে আসিয়া পড়িলেন। সেই স্থান হইতে তাঁহারা আলোটা সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইলেন ; উহার দূরত্বও অধিক বলিয়া মনে হইল না। এবার তাঁহারা মোটর গাড়ীখানিও দেখিতে পাইলেন। একজন লোক পথ হইতে কি একটা জিনিস গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া শকটচালকের আসনে বসিয়া পড়িল ; তাহার পর সে গাড়ীখানি সবেগে চালাইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান কলিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ দৌড়িয়াও তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না! কিন্তু শকটচালক যে সময় গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল, গাড়ীর উজ্জ্বল আলোকে স্মিথ তাহার চেহারা দেখিতে পাইয়াছিল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, যে জোয়ানটা আপনাকে ঘাড়ে করিয়া মিঃ হুইট্‌বির দরজায় রাখিয়াই পলায়ন করিয়াছিল, এ যে সেই লোক! আমি উহাকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোটরের পশ্চাতস্থিত সেই লাল আলোর গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন ; মোটরখানি একটা বাঁকের কাছে আসিয়া মোড় ঘুরিয়া অন্য দিকে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গ্রে প্যান্থার কি কারণে জখম হইয়াছিল এইবার তাহা জানিতে পারিব ; তবে আমাদের ঐ জোয়ান বন্ধুটি প্রমাণগুলি ওখান হইতে নিঃশেষে কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। চল, অগ্রসর হইয়া দেখি যদি কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি।"

মোটরখানি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাস্তার ধারেই একটা বেড়া ছিল। মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতি জ্বালিয়া পথের উপর হইতে বেড়ার ধার পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলেন, বেড়ার উপর একটা

কাঠের 'পায়' পড়িয়া আছে; তাহার একপ্রান্তে একটি ইস্পাতের মোটা তা বাঁধা আছে, অত্যন্ত শক্ত তার। মিঃ ব্লেক আঙ্গুল দিয়া তাহা স্মিথকে দেখাইয়া বলিলেন, "এখন বুঝিতে পারিয়াছ?"

স্মিথ সেই দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কর্ত্তা, কিছুই বুঝি পারি নাই!"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া সেই স্থানের বেড়া ফাঁক করিয়া ভিত প্রবেশ করিলেন। মাঠের ভিতর খানিকটা জমি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফসল আবা জন্য চাষ করা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই জমি বিজলি-বাতির আলো দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে চলিয়া অবশেষে একস্থা তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন; এবং মাটীর কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃত্তি স্থিত কি একটা জিনিস পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই জিনিস ট টুকরা ক্যাম্বিস; তাহা দুইখণ্ড বংশদণ্ডে আবদ্ধ ছিল। তেমন কোন অসাধা জিনিস না হইলেও তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, স্মিথ অবা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এখনও কিছুই ঠাহর কর পারিতেছ না? আমার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার কারণ—এই জি একখান ঘুড়িতে আবদ্ধ ছিল, আর যাহা হইতে সার্চ্চলাইটের আলোক বি হইতেছিল, তাহাই ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল।"

স্মিথ বলিল, "সেই সঙ্গে বোমাও ছিল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য বোমাগুলি ছাড়া হইয়াছি তাহা আপনা হইতেই (automatically) ঠিক সময়ে পড়িতে পারে তাহা ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সেই ক্যাম্বিশের টুকরা পরীক্ষা করিতে করিতে স্মিথকে বলি "স্মিথ, তুমি বলিতেছিলে যে জোয়ানটা আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলিয়া মিঃ হুইট্‌বির ঘরের দরজায় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহাকেই তুমি ঐ মো খানির চালক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ, আর মিঃ হুইট্‌বি বলিতেছিলেন তা

সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকিলেও সে যে মিঃ ওয়েল্‌কমের কোন বন্ধু, এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, লোকটা নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে এই অঞ্চলেই থাকিতে হইবে। তাহার গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, যেন সে তোমার অজ্ঞাতসারে স্থানান্তরে সরিয়া পড়িতে না পারে।"

স্মিথ বলিল, "সে কাজ খুব পারিব কর্ত্তা! কিন্তু আপনি? আপনি অতঃপর কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেল, "আমি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব। এখন হুজুগের প্রকৃত কারণ গবর্মেণ্টের গোচর করা আবশ্যক। তাহার পর যদি গবর্মেণ্ট আমাকে অনুরোধ করেন তাহা হইলে যাহারা দেশের লোকের মনে এই রকম মিথ্যা আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব।"

স্মিথ বলিল, "দেশের লোককে এইভাবে ভয় দেখাইয়া তাহাদের লাভ কি কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন আর যাহারা এই খেলা খেলিতেছে তাহারা ত জানেই। সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া বেকুবের নষ্টামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বেকুব এই জন্য বলিতেছি যে, কোন বুদ্ধিমান বা বিবেচক লোক এরকম একটা উড়ো ফ্যাসাদ লইয়া মাথা ঘামাইত না; তবে ইহার মূলে কোন গভীর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন নাই, একথাও আমি এখন জোর করিয়া বলিতে পারি না। যাহা হউক, তুমি এখনই গিয়া মিঃ ওয়েল্‌কমের বাড়ী পাহারা দিতে আরম্ভ কর। যদি উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে তবে আমাকে বাড়ীর ঠিকানায় সংবাদ দিবে। যদি আমি আমার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করি তাহা হইলে তোমাকে সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিব।"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি মিঃ হুইট্‌বির বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল এই সকল রহস্য মিঃ হুইট্‌বির সুবিদিত; যাহারা কামান বন্দুকের কার-

থানার মালিক, যুদ্ধের হুজুগ উঠিলে তাহাদের কারবারের যথেষ্ট সুবিধা হইবে ; এবং এই রকম হুজুগ চারি দিকে প্রচারিত হওয়ায় মিঃ হুইট্‌বির স্বার্থ আছে, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথের নিকট বিদায় লইলে স্মিথ অন্য পথে জেস্ ওয়েল্‌কমের বাগানবাড়ীর দিকে চলিল। সেখান হইতে ওয়েল্‌কমের বাগানবাড়ীর দূরত্ব অধিক নহে। স্মিথ আশা করিয়াছিল সে ওয়েল্‌কমের বাড়ীর কাছে গিয়া পূর্ব্বোক্ত মোটরখানি দেখিতে পাইবে, কিন্তু তাহার এই আশা পূর্ণ হইল না। তবে সেই দিন অপরাহ্ণে বৃষ্টি হওয়ায় সে ওয়েল্‌কমের বাগানবাড়ীর সন্নিহিত পথ পরীক্ষা করিতে মোটরগাড়ীর চাকার দাগ দেখিতে পাইল। সেই সকল দাগের মধ্যে একটি দাগ এতই সুস্পষ্ট যে, তাহার অনুমান হইল মোটরখানি অল্পকাল পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া আস্তাবলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

স্মিথ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটি আলোকিত বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় হঠাৎ সেই অট্টালিকার সদর দরজা খুলিয়া গেল, এবং গৃহমধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকে অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী বহু দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। স্মিথ ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পাশে সরিয়া গিয়া একটা ফুলগাছের অন্তরালে লুকাইল।

দুইজন লোক খোলা দরজা দিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের একজন তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট পালোয়ান অর্থাৎ নিক ষ্টিয়ার ; দ্বিতীয় ব্যক্তিই যে জেস্ ওয়েল্‌কম, ইহাই তাহার অনুমান হইল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহারা দু'জনে যে সকল কথা বলিতে লাগিল স্মিথ তাহা প্রায় সমস্তই শুনিতে পাইল ; কিন্তু সকল কথা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

জেস্ ওয়েল্‌কম নিক ষ্টিয়ারকে বলিল, "দেখ নিক, তুমি ঠিক জানিও ইহা ভিন্ন অন্য উপায় কিছুই নাই। যদি লোকটা বাঁচিয়া উঠে, তাহা

হইলে আমাদিগকে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। জাল ত সকল সময় এক ফিকির খাটে না। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাল সকালেই হুইট্‌বির নিকট সকল কথা জানিতে পারিব।"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "অন্য দিকের জোগাড়যন্ত্রের ভার ত তুমি নিজেই গ্রহণ করিবে?"

ওয়েল্‌কম বলিল, "নিশ্চয়ই।"

অতঃপর তাহারা নিম্নস্বরে যে দুই একটি কথা বলিল, তাহা স্মিথ শুনিতে পাইল না। ওয়েল্‌কম গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল, নিক ষ্টিয়ার বারান্দা হইতে নামিয়া স্মিথের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। স্মিথ সতর্ক না থাকিলে তখনই ধরা পড়িয়া যাইত! নিক ষ্টিয়ার প্রস্থান করিলে স্মিথ তাড়াতাড়ি সতর্ক ভাবে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

* * * *

ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর ভবনস্থিত মন্ত্রণা-কক্ষে আবার গুপ্ত মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। সেদিন সেখানে প্রধান মন্ত্রী লর্ড ট্রেহাম, সমর সচিব, কর্ণেল হেলি, এবং রবার্ট ব্লেক উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ব্লেকের ললাটের ক্ষত তখনও সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় নাই, হাতের বেদনাও ছিল। তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর; কিন্তু চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র ছিল না।

প্রধান মন্ত্রী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার তদন্ত-ফল জানিতে পারিয়া আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমরা সংবাদপত্র-সম্পাদকদের জানাইব—এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণের সংবাদে দেশের সর্ব্ব সাধারণ উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইয়াছে—তাহা নিতান্তই অকারণ; উহা কোন কৌতুকপ্রিয় দুষ্টবুদ্ধি লোকের তামাসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বাজে হুজুগে বিচলিত হইবার কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আপনি কি এই ব্যাপারটা বাজে হুজুগ বলিয়াই উড়াইয়া দিতে চান? ইহার মূলে কাহারও কোন দুরভিসন্ধি, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির গুপ্ত সঙ্কল্প থাকিতে পারে, ইহা আপনি কি করিয়া অস্বীকার করিবেন?"

লর্ড ট্রেহাম বলিলেন, "না, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি না; হয় ত এই ব্যাপারের মূলে সেইরূপ কিছু আছে। কিন্তু আমাদিগকে সকল দিক ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে মিঃ ব্লেক! আপনি ত জানেন বহুদিন হইতেই আমরা আমাদের প্রতিবেশী শক্তিপুঞ্জের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ আছি। আমাদের মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়—সে দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি আছে; কিন্তু এই হুজুগ সৃষ্টির পর আমাদের কোন কোন প্রতিবেশী আমাদের দেশের সংবাদ পত্রগুলির প্রগল্‌ভ মন্তব্যে অপমান বোধ করিয়াছে; এমন কি, দুইটি দেশ হইতে অসন্তোষেরও আভাস পাইয়াছি; ইহা কেবল হুজুগ-পেয়ারা কাগজওয়ালাদের অসংযত উক্তির ফল। তাহারা স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়া যে সকল অসার কথা বলে, তাহাতে তাহাদের স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতি-প্রীতি অপেক্ষা মূঢ়তাই প্রকাশিত হয়। এই জন্য আমি এই ব্যাপারটা চাপা দিতে চাই। হয় ত আপনি মনে করিবেন—ইহা আমাদের দুর্ব্বলতার নিদর্শন; আমরা কিল খাইয়া কিল চুরি করিতেছি! কিন্তু আপনি যদি দূরদর্শী কুট রাজনীতিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন আমি যে পন্থা অবলম্বনীয় মনে করিতেছি, চারি দিকের অবস্থা বিবেচনায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আপনার আর কোন কর্ত্তব্য নাই? এইরূপ আতঙ্ক সৃষ্টির কারণ কি, তাহার সন্ধান লওয়া আপনি অনাবশ্যক মনে করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির করিলেন, এবং তাহা খুলিয়া কয়েক ছত্র মোটা মোটা লেখার প্রতি প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বড় বড় হরফে এইরূপ লেখা ছিল,—

রহস্যপূর্ণ খ-পোতের আবির্ভাব!

ইউরোপ-খণ্ডে দারুণ উত্তেজনা।

গবর্মেণ্ট কি সামরিক সরঞ্জাম বর্দ্ধিত করিবেন?

'সেয়ারে'র বাজারে হুলস্থুল!

মিঃ ব্লেক আরও দেখাইলেন—এই হুজুগের ফলে কামান বন্দুক-নির্ম্মাতা মেসার্স হুইট্‌বি এণ্ড ফরেষ্ট কোম্পানীর কারবারের সেয়ারের দর আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে! কেবল তাহাই নহে; আগ্নেয়াস্ত্রের কয়েকটি বিদেশী কারখানাও এই হুজুগে সেয়ারের বাজারে যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ইংরাজ তাঁহার বাসভূমি অধিকতর সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবেন ইহা বুঝিতে পারিয়া, ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যেও 'সাজ-সাজ' রব উত্থিত হইবে; তাহারাও আত্মরক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে আরম্ভ করিবে। তাহারা অনায়াসেই বলিতে পারিবে, "হে বৃষ! তোমার সিং-নাড়া দেখিয়া আমরাও কোমর বাঁধিতেছি; আমরাই বা কোন্ ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকি?"

মিঃ ব্লেক প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "দুরভিসন্ধিতে যাহারা এই ভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে—তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া কি আপনি উচিত মনে করেন না? এই হুজুগের ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। প্রত্যেক ইংরাজ চিৎকার করিয়া বলিবে—আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র আমাদের নাই, (we are underarmed), আর সেই ধুয়া শুনিয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতিও তাহার প্রতিধ্বনি করিবে, এবং সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া একটা বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হইবে!

"কেবল তাহাই নহে, আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, ইউরোপের একটি প্রবল শক্তি আমাদের টুঁটি চাপিয়া-ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আছে

(with hands ready for our throats), আমাদের উপনিবেশগুলির দিকেও তাহারা লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহারা সামান্য একটা ছল পাইলেই যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হইবে। একটা মিথ্যা হুজুগের জন্য যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে তহো অপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এ অবস্থায় যাহারা এই হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে অধিকতর অপকারের জন্য সম্ভবতঃ নূতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে—তাহারা কি বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিবে?"

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবেই এই কথাগুলি বলিলেন; কিন্তু তাহার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিলেন, "যদি সেই সকল বদ লোক পুনর্ব্বার জনসাধারণের আতঙ্ক বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের দমনের একটা ব্যবস্থা করা হয় ত আবশ্যক হইবে; কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ঘুমন্ত কুকুরগুলাকে খোঁচা-খুঁচি না করাই ভাল (but until then let sleeping dogs lie)।"

মিঃ ব্লেক শুষ্ক হাস্যে প্রধান মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাহা দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আপনার গ্রে প্যান্থারখানা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে, আপনাকে যথেষ্ট সময় নষ্টও করিতে হইয়াছে; এজন্য আপনি ক্ষতি-পূরণের টাকা ও পারিশ্রমিক অবশ্যই পাইবেন।"

প্রধাণ মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সরোষে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার ধূসর চক্ষু-তারকা হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল! তিনি দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এই অনুগ্রহ আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি। আমি ডিটেক্‌টিভ, একথা সত্য; কিন্তু আমি যে জননী ব্রুটেনিয়ার সন্তানও, একথা আপনি কেন ভুলিয়া যাইতেছেন? স্বদেশের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; আপনি তাহাতে উদাসীন থাকিলেও আমার কর্ত্তব্য আমি বিস্মৃত হইব না। রাজকার্য্যে আপনাদের সাহায্য করিবার জন্য আমাকে যে এই একবার মাত্রই আহ্বান করা হইয়াছিল এরূপ নহে; ইহার পূর্ব্বেও গুরুতর দায়িত্বভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছিল, এবং কোন্ বারই আমি

অকৃতকার্য্য হই নাই। আমি জানি পুরস্কারস্বরূপ গবমেণ্ট আমাকে খেতাব দিতে, বা আমার নামের পশ্চাতে প্রগল্‌ভতাব্যঞ্জক কতকগুলি অক্ষরের লেজুড় (some silly little letters to tack after my name) আটিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু আমি প্রত্যেক বারই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছি। একটি মাত্র পুরস্কার আমি প্রার্থনীয় মনে করি—তাহা আমার মাতৃভূমির কল্যাণ। তাহারই জন্য আমি কোন দিন চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হই নাই ; অম্লান বদনে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছি। আর আজ আপনাকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতেছি, যে সকল নরাধম একটা যুদ্ধ বাধাইবার কু-মতলবে এই ভাবে মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে,—তাহারা যদি এখনও প্রতিনিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি যে প্রার্থনা করিলাম, তাহা আপনি মঞ্জুর করুন বা না করুন, আমি নিজের দায়িত্বে তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিব।"

প্রধান মন্ত্রী ভ্রূভঙ্গি করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক ! আপনি কাহার সহিত কথা কহিতেছেন তাহা ভুলিয়া শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন !"

মিঃ ব্লেক সতেজে বলিলেন, "আমার স্বদেশের প্রতিনিধির সহিত কথা কহিতেছি, ইহা আমি বিস্মৃত হই নাই। যদি আমি আপনাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়াই থাকি তাহা আমার নিদারুণ অন্তর্ব্বেদনার অভিব্যক্তি মাত্র, আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নহে ; ইহার অধিক আর কিছুই আমার বলিবার নাই।" মিঃ ব্লেক প্রধান নন্ত্রীর উত্তরের জন্য মুহূর্ত্ত মত্রে অপেক্ষা না করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে আক্রমণ

লণ্ডনের প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, কেণ্ট জেলার উপকণ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী আছে, তাহার নাম হিল্‌ডাউন। পল্লীখানি এতই দরিদ্র যে, সেখানে অট্টালিকা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রামের তিন মাইলের মধ্যে কোন রেল-ষ্টেশন নাই। দূরে যে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি আছে—সেই ষ্টেশনে কোন ট্রেণ থামিলে কদাচিৎ দুই একটি আরোহীকে নামিতে বা উঠিতে দেখা যায়!

নিক ষ্টিয়ার জেস্ ওয়েল্‌কমের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে স্মিথ তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, এ কথা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। স্মিথ নিক ষ্টিয়ারের অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে এই গ্রামে উপস্থিত হইল। স্নেলগ্রোভ ত্যাগ করিবার সময় রাত্রি গভীর হইয়াছিল, তাহার উপর কয়েক পশলা বৃষ্টি! স্মিথ প্রথমে মনে করিয়াছিল জেস্ ওয়েল্‌কমের সেই পলাতক বন্ধুটি স্নেলগ্রোভ হইতে হয় লণ্ডনে যাইবে, না হয় সন্নিহিত কোন পল্লীতে সেই রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহার এই অনুমান সত্য হয় নাই।

নিক ষ্টিয়ার যেমন জোয়ান, তাহার চলিবার শক্তিও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। পথে বাহির হইয়া সে এত জোরে চলিতে লাগিল যে, স্মিথ অতি কষ্টে তাহার অনুসরণে সমর্থ হইল। নিক ষ্টিয়ার অতি প্রত্যুষে পথের অদূরবর্ত্তী একটা গোলা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিল; স্মিথ সেই গোলাবাড়ীর প্রায় একশত হাত দূরে একটা গাছের আড়ালে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

অবশেষে বেলা আটটার সময় নিক ষ্টিয়ার সেই গোলাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল; স্মিথও দূরে থাকিয়া তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া

চলিতে চলিতে পূর্ব্বোক্ত হিল-ডাউন পল্লীতে উপস্থিত হইল। তাহার পর তিন দিনের মধ্যে নিক ষ্টিয়ার স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে সেই গ্রামের একটি পান্থনিবাসে বাসা লইয়াছিল। সেই পান্থনিবাসের অদূরে একটি বৃদ্ধার কুটীর ছিল ; স্মিথ সেখানে গিয়া বৃদ্ধার আশ্রয় প্রার্থনা করিল। ভবঘুরে বিদেশী যুবককে আশ্রয় দিতে বৃদ্ধা প্রথমে সম্মত হয় নাই, এমন কি, তাহাকে ছদ্ম-বেশী ফেরারী আসামী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল ; কিন্তু স্মিথ মিষ্ট কথায় লোকের মন ভুলাইতে পারিত, বৃদ্ধা সেই 'পিতৃ মাতৃহীন অসহায়' যুবকের দুঃখকষ্টের কথা শুনিয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। স্মিথ তাহার যে ঘরে আশ্রয় পাইল, সেই ঘরের জানালা দিয়া পূর্ব্বোক্ত পান্থনিবাসটি স্পষ্ট রূপেই দেখিতে পাওয়া যাইত।

স্মিথের একটা বড় অসুবিধা হইল। হিল-ডাউন অতি ক্ষুদ্র পল্লী, গ্রামের লোক সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ; এরূপ গ্রামে কোন নূতন লোক আসিলে তাহার প্রতি গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়াই থাকিতে পায়ে না, এবং তাহার পরিচয় জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হয় ; আর তাহার কথা লইয়া নিষ্কর্ম্মা গ্রামবাসীদের আলোচনাও চলে। বিশেষতঃ, এইরূপ স্থলে কেহ কাহারও অনুসরণ করিলে পদে পদে ধরা পড়িবারও সম্ভাবনা থাকে। তবে স্মিথের সৌভাগ্য যে, নিক ষ্টিয়ার দিবা ভাগে প্রায়ই তাহার বাসা হইতে বাহির হইত না ; এজন্য স্মিথেরও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার দরকার হইত না।

নিক ষ্টিয়ার দিবা ভাগে গৃহত্যাগ না করিলে ও প্রতিরাত্রেই ভ্রমণে বাহির হইত। সে কোথায় যায়—ইহার সন্ধান লইয়া স্মিথ জানিতে পারিলে—গ্রামপ্রান্তে একটি লোকের বাস ভবনই তাহার গন্তব্য স্থান। এই লোকটির গতিবিধির প্রতি নিক ষ্টিয়ারেব লক্ষ্য দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য স্মিথের অত্যন্ত আগ্রহ হইল। স্মিথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল সেই ভদ্রলোকটি প্রত্যহ রাত্রি আটটার সময় গৃহত্যাগ করিয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেল-ষ্টেশনে যাইতেন এবং রাত্রি ন-টার ট্রেণে উঠিয়া লণ্ডনের দিকে যাত্রা করিতেন।

স্মিথ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, ভদ্রলোকটির নাম মিঃ মর্গান স্যাড্‌লার।

'ওয়ার্লডস্ নিউজ' নামক যে প্রসিদ্ধ দৈনিকখানি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়, তিনি তাহার প্রধান সম্পাদক। সংবাদপত্রের সম্পাদকের উপর নিক ষ্টিয়ারের দৃষ্টি রাখিবার কারণ কি—স্মিথ সহজে তাহা স্থির করিতে পারিল না।

স্মিথ হিল-ডাউনে পৌছিবার পর তৃতীয় দিন রাত্রে তাহার বাসকক্ষের জানালার ধারে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত পান্থ-নিবাসের দরজার দিকে চাহিয়া ছিল; সেই সময় সে দেখিতে পাইল কয়েকজন লোক সেখানে পানাহার করিয়া চলিয়া গেল, এবং একখানি মোটর লরি লণ্ডনের কভেণ্ট গার্ডেনে মাল লইয়া যাইতে যাইতে সেই হোটেলের দরজায় থামিল; তাহার পর গাড়োয়ান কিছু খাইয়া লইবার জন্য গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। এরূপ দৃশ্য সে প্রত্যহই দেখিতে পাইত বলিয়া তাহা সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। গাড়োয়ান গাড়ী-খানি লইয়া প্রস্থান করিবার কয়েক মিনিট পরেই নিক ষ্টিয়ার হোটেল হইতে চট্ করিয়া বাহির হইয়া কোন দিকে না চাহিয়া ব্যস্ত ভাবে চলিতে আরম্ভ করিল; স্মিথ হোটেলের বারান্দার আলোকে—তাহাকে ঘর হইতে নামিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া টুপি মাথায় দিল, এবং তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে অধিকদূর যাইবার পূর্ব্বেই দেখিল নিক ষ্টিয়ার হোটেলের পাশ দিয়া যাইবার সময় সেই দিকের একটা কুঠুরীর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিল, এবং মুক্ত বাতায়ন দিয়া দীপালোক পথে আসিয়া পড়ায়, সেই আলোকে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। তাহার পর সে তাহার কোটের দক্ষিণ পকেটের উপর হাত দিয়া কি টিপিয়া দেখিল; তাহার মুখে উৎকণ্ঠার ভাব পরিস্ফুট! স্মিথের আশা হইল উহার অনুসরণ করিলে কিছু নূতন খবর মিলিতে পারে।

নিক ষ্টিয়ার যে পত্রখানি পাঠ করিতেছিল তাহার লেফাপার উপর প্যারিসের ডাকমোহর ছিল; সেই পত্রের কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—"কাল রাত্রেই স্যাড্লারকে পথ হইতে সরাইতে হইবে। হোজ্ এণ্ড ওয়েসেল্ (Holtz and welsel) সংক্রান্ত জনরব পরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অতঃপর আফিসের কার্য্যভার যাহার উপর ন্যস্ত হইবে, সে ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে

সাহস করিবে না। দরকার হইলে আমি এই জনরবের সমর্থন করিতে পারিব। তুমি স্যাড্‌লার সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিন্ত করিবে। 'সেয়ার' সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা আমি এখানে বসিয়াই করিতে পারিব।"

নিক ষ্টিয়ার গম্ভীর ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইল; স্মিথ দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহার ধারণা হইল নিক ষ্টিয়ার মর্গান স্যাড্‌লারের সন্ধানেই বাহির হইয়াছে।

স্মিথের এই ধারণা যে মিথ্যা নহে ইহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কারণ নিক ষ্টিয়ার স্যাড্‌লারের বাড়ার দিকেই অগ্রসর হইল; কিন্তু নিক ষ্টিয়ারের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া স্মিথের বিশ্বাস হইল সে কোন কুমতলবেই স্যাড্‌লারের বাড়ীর দিকে যাইতেছে। দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে সেইরূপ মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকাররাত্রিই প্রশস্ত; এবং নিক ষ্টিয়ারের প্রকৃত পরিচয় তাহার জানা না থাকিলেও সে যে অন্যায় কর্ম্মে অভ্যস্ত, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

ক্রমে মিঃ মর্গান স্যাড্‌লারের অট্টালিকার দীপালোক স্মিথের দৃষ্টিগোচর হইল। সে দূর হইতে দেখিল নক্ষত্রালোকের ন্যায় তাহা মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। নিক ষ্টিয়ার সেই আলোকিত কক্ষের নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার তাহার পকেটের উপর হাত দিয়া পকেটের জিনিসটি টিপিয়া দেখিল। সে যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহা তাহার অপ্রীতিকর হইলেও প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ছিল না! জেস্‌ ওয়েল্‌কমের নিকট সে মাথা বিক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল—ওয়েল্‌কমের অবাধ্য হইলে সে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে চূর্ণ করিতে পারে—ইহা নিক্‌ ষ্টিয়ারের অজ্ঞাত ছিল না। সে জেস্‌ ওয়েলকমের কর্ত্তৃত্বে জ্বালাতন হইয়া কতবার মনে করিয়াছে গোপনে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে; কিন্তু নররক্তে হস্ত কলুষিত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। নিজের মুক্তির জন্যও যে কাজ করিতে তাহার আপত্তি ছিল—জেস্‌ ওয়েল্‌কমের আদেশে সেই পৈশাচিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইলে তাহার মঙ্গল নাই বুঝিয়া নিক ষ্টিয়ার ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতি পদক্ষেপে তাহার সেই অধীরতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

স্মিথ অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সেই আলোকের নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটে আসায় দীপালোক বেশ উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল; সেই আলোকে ঘড়ি দেখিবার জন্য স্মিথ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিল, কারণ সে সময় আজ কালের মত পকেটের ঘড়ি হাতের কব্জিতে বাঁধিবার 'ফ্যাসান' সংক্রামক হইয়া উঠে নাই। —স্মিথ দেখিল রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা।

স্মিথ জানিত মিঃ স্যাড্‌লার প্রত্যহ এই সময়েই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে যাত্রা করেন, এবং ন-টার সময় যে ট্রেণ লণ্ডনের দিকে যায় সেই ট্রেণের একটা কামরায় উঠিয়া বসেন। তাঁহার আফিসের কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকে; তিনি যথাসময়ে আফিসে গিয়া, পরদিন প্রত্যুষে যে কাগজ প্রকাশিত হইবার কথা—তাহার জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতি লিখিয়া তাহা ছাপিবার ব্যবস্থা করেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে সংবাদ পত্রের শক্তি অসাধারণ; বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রগুলির সম্পাদকগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সামান্য নহে। তাঁহারা দেশের জনসাধারণকে স্বমতাবলম্বী করিয়া ইচ্ছামত পরিচালিত করেন। কিন্তু সম্পাদকগণের সকলেই যে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বা সকলেই স্বদেশানুরাগকে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ অপেক্ষা অধিকতর সমর্থন যোগ্য মনে করেন, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এই সকল সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের সংখ্যা কোন দেশেই বিরল নহে!

* * * *

মিঃ স্যাড্‌লার সেই অট্টালিকায় সস্ত্রীক বাস করিতেন। স্বামীর আফিসে যাইবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া মিসেস্ স্যাড্‌লার তাঁহার সহিত হলঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার আফিসের কোটটি ব্রস্ করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন; মিঃ স্যাড্‌লারকে গমনোন্মুখ দেখিয়া মিসেস্ স্যাড্‌লার তাঁহার ওষ্ঠে বিদায় চুম্বন দান করিলেন। মিঃ স্যাড্‌লার প্রিয়তমা পত্নীর নিকট সেই রাত্রির মত বিদায় গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া তাঁহার বিরহ-শঙ্কাকুল নেত্রে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন! মিসেস্ স্যাড্‌লার একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। তাঁহার এই কাতরতা লক্ষ্য করিয়া মিঃ স্যাড্‌লার প্রেমোদ্বেলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে প্রিয়তমে! আজ তোমার এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন?"

মিসেস্ স্যাড্‌লার অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আজ আমার মন হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না; তবে কেমন করিয়া তোমাকে তাহার কারণ বুঝাইব? তুমি এই অন্ধকার রাত্রে একাকী মাঠের ভিতর দিয়া ষ্টেশনে যাইতেছে—এ জন্য আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে। একে ঘোর অন্ধকার, তাহার উপর গাঢ় মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছে! এ অঞ্চলে চোর ডাকাতের ত অভাব নাই; পথের মধ্যে তোমাকে কেহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তোমার ঘড়ি চেন, টাকার থলি কাড়িয়া লইতে পারে না কি? বিপদ ঘটিতে অধিক বিলম্ব হয় না।"

মিঃ স্যাড্‌লার হাসিয়া বলিলেন, "পাগল আর কি? আজই যেন আমি এই প্রথম লণ্ডনে যাইতেছি! প্রত্যহই ত এই সময়ে একা ষ্টেশনে যাই।"

মিসেস্ স্যাড্‌লার বলিলেন, "তা যাও বটে, কিন্তু এ রকম দুর্যোগ মাথায় করিয়া কবে গিয়াছ? না, আজ আর হাঁটিয়া গিয়া কাজ নাই; তুমি টন্‌টম্‌খানা লইয়া যাও।"

মিঃ স্যাড্‌লার কেবল যে পাকা সম্পাদক, এবং লেখনী-চালনায় নির্ভীক ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহার দেহে শক্তি ও মনে সাহসেরও অভাব ছিল না। অনেক সম্পাদক আছেন—তাঁহাদের লেখনী-মুখেই তেজ ও সাহস ফুটিয়া বাহির হয়; কিন্তু দেহে না আছে শক্তি, মনে না আছে সাহস, কাপুরুষের অগ্রগণ্য। মিঃ স্যাড্‌লার সেরূপ অপদার্থ ছিলেন না; কিন্তু স্ত্রীর বিচলিত ভাব দেখিয়া তিনি একটু কাতর হইলেন। তথাপি কেহ তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিলে তাঁহার জিদ বাড়িয়া যাইত; এই জন্য তিনি মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, টম্‌টম্‌ লইয়া যাইবার দরকার নাই; আমি হাঁটিয়াই ষ্টেশনে যাইব। ভারি ত পথ, তার জন্য আবার একখান গাড়ী! ছোঃ"

ট্রেণের সময় হইয়া আসিল দেখিয়া মিঃ স্যাড্‌লার আর কোন কথা না বলিয়া

পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী বারান্দায় দাঁড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মিঃ স্যাড্‌লার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। মিসেস্ স্যাড্‌লার অন্যান্য দিনও তাঁহার স্বামীকে এই ভাবে যাইতে দেখেন ; কিন্তু স্বামী অন্ধকারে অদৃশ্য হইবার পর সে দিন তাঁহার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পূর্ব্বে কোনও দিন সেরূপ হয় নাই !

মিঃ স্যাড্‌লারের বাড়ীর অদূরে একটা তেমাথা রাস্তা ছিল,—তাহারই একটা রাস্তা সোজা রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। মিঃ স্যাড্‌লার সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। এই পথটি সঙ্কীর্ণ। পথের দুই পাশে গভীর নয়ঞ্জুলি ছিল, তাহা লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা। বৃষ্টির জলে পথটি বিলক্ষণ পিচ্ছিল হইয়াছিল ; অসতর্ক ভাবে পদক্ষেপণ করিলে পা হড়্‌কাইয়া একেবারে নয়ঞ্জুলি-দাখিল হইবার সম্ভাবনা থাকায় মিঃ স্যাড্‌লার সতর্ক ভাবে চলিতে লাগিলেন।

নিক ষ্টিয়ার নয়ঞ্জুলির ভিতর বসিয়া মিঃ স্যাড্‌লারের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তাঁহাকে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নয়ঞ্জুলির ভিতর দিয়া, ঘাসের আড়ালে লুকাইয়া কিছু দূর চলিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।—স্মিথ আরও একটু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের উভয়ের পশ্চাতে চলিল। মিঃ স্যাড্‌লার বা স্মিথের মনে কোনরূপ সন্দেহ বা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা স্থান পাইল না।

ক্রমে এক মাইল পথ অতিক্রম্ করিয়া মিঃ স্যাড্‌লার একটা পরিত্যক্ত গোলাবাড়ীর আড়ত ঘরের নিকট উপস্থিত হইলেন। নিক ষ্টিয়ার তখন তাঁহার দশ বার গজ পশ্চাতে ছিল ; সে একটু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত শক্ত পদার্থটি বাহির করিল ! তাহা একটি লোহার গোলা ; গোলার উপর একটি লোহার আংটা ছিল, সেই আংটায় কয়েক হাত লম্বা সুদৃঢ় শনের দড়ি বাঁধা !

মিঃ স্যাড্‌লার পথপ্রান্তবর্ত্তী আড়ত ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে চুরুটের আধারটি বাহির করিলেন, এবং একটি চুরুট লইয়া মুখে গুঁজিলেন, তাহার পর তাহা ধরাইয়া লইবার জন্য দেশলাই জ্বালিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে নিক ষ্টিয়ার

এক লাফে তাঁহার আরও কাছে আসিয়া দেশলাইয়ের আলোকের সাহায্যে তাঁহার মাথাটি দেখিয়া লইল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত আন্দোলিত হইল, এবং রজ্জু বদ্ধ সেই লৌহ গোলক সবেগে মিঃ স্যাড্‌লালের মাথায় পড়িল। মাথায় টুপি না থাকিলে সেই অব্যর্থ আঘাতে মস্তিষ্ক চূর্ণ হইত ; কিন্তু টুপি তাঁহার মাথা রক্ষা করিতে পারিলেও প্রচণ্ড আঘাতে তাহা মাথায় বসিয়া গেল, এবং মিঃ মর্গান স্যাড্‌লার আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

স্মিথ নিক্ ষ্টিয়ারের দশবার গজ পশ্চাতে ছিল। সে চক্ষুর নিমেষে ষ্টিয়ারের পৈশাচিক অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেও তাহাতে বাধা দেওয়ার সুযোগ পাইল না। সে মিঃ স্যাড্‌লারকে আহত হইয়া পড়িতে দেখিয়া আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কাজটা যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতা পূর্ণ হইল, তাহা সে হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ! সে জীবনে যে সকল গুরুতর ভ্রম করিয়াছিল, এইটি তাহাদের অন্যতম। সে বুঝিয়াছিল নিক ষ্টিয়ারের নিকট সে মশা মাত্র ! ষ্টিয়ারের একটি চপেটাঘাতও তাহার সহ্য করিবার শক্তি নাই, এবং ষ্টিয়ার ইচ্ছা করিলে তাহার গলা টিপিয়া সেইখানে হত্যা করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করা অসাধ্য ; কিন্তু ইহা বুঝিয়াও স্মিথ ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সে একলাফে ষ্টিয়ারের পিঠে উঠিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

নিক ষ্টিয়ার এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার আশঙ্কা হইল পুলিশ গোপনে তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার পৈশাচিক অনুষ্ঠান দেখিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার নিস্তার নাই ; জেস্ ওয়েল্‌কম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।—সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং দুর্দ্দান্ত অশ্ব যেমন তাহার পৃষ্ঠাস্থিত আরোহীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সেই ভাবে সে তাহার গলা হইতে স্মিথের হাত দুইখানি অবলীলা-ক্রমে ছাড়াইয়া লইয়া, তাহার উভয় বাহু ধরিয়া মাথা ডিঙ্গাইয়া তিন হাত দূরে নিক্ষেপ করিল। সে কাত হইয়া রাস্তার উপর পড়িল ; বাঁ কাঁধটা সবেগে মাটীতে পড়ায় স্মিথের মনে হইল, তাহার সেই অঙ্গটা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে !

নিক ষ্টিয়ার তাহার হাতের গোলাটার দড়ি আন্দোলিত করিয়া, তদ্বারা স্মিথের মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় সে নক্ষত্রালোকে দেখিল—তাহার আততায়ী বালক মাত্র, সে উঠিয়া—দ্বিতীয় বার তাহাকে আক্রমণ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; এজন্য গোলাটা স্মিথের মাথায় না পড়িয়া মাটীতে পড়িল।

স্মিথ কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া বসিল ; কিন্তু তখনও তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। তাহাকে বসিতে দেখিয়া নিক ষ্টিয়ার বলিল, "ওহে বালক, তোমার সাহসের পরিচয় পাইয়া খুসী হইয়াছি। তুমি যে বাঁচিয়া আছ ইহাই তোমার পরম সৌভাগ্য। যাহা হউক, শিশুহত্যা করিতে আমার আগ্রহ নাই; যদি চেঁচামেচি না কর, তাহা হইলে এ যাত্রা তুমি বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যে ধাঁ করিয়া সরিয়া পড়িবে, তা হইবে না। যদি ভাল চাও ত আমার সঙ্গে চল; কয়েক ঘণ্টা পরে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব, তখন—"

স্মিথ নিক ষ্টিয়ারের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া বলিল, "ওরে শয়তান, ওরে রাস্কেল ! তুই এই ভদ্রলোককে খুন করিয়াছিস ; আমি তোকে পুলিশে না দিয়া ছাড়িয়া দিব মনে করিয়াছিস্ ? তোর নিশ্চয়ই ফাঁসি হইবে।" —সে টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া নিক ষ্টিয়ারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

নিক ষ্টিয়ার হাসিয়া বলিল, "মরিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন হে বাপু? আমি যে তোমার মত এক ডজন পতঙ্গকে কড়ে আঙ্গুলে বাঁধিয়া নাগর দোলায় পাক খাওয়াইতে পারি। সরিয়া যাও, মশা মারিয়া হাত কাল করিব না।"

স্মিথ তাহার কথায় ভীত না হইয়া তাহার বুকের উপর ঘুসি তুলিল, কিন্তু সেই ঘুসি নিক ষ্টিয়ারের বুকে পড়িবার পূর্ব্বেই সে স্মিথের মাথায় একটি চপেটাঘাত করিল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ পথের উপর ঘুরিয়া পড়িল, তাহার মনে হইল মাথাটা ঘাড় হইতে খসিয়া পড়িয়াছে !

স্মিথকে অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, নিক ষ্টিয়ারের আশঙ্কা হইল তাহার চপেটাঘাতেই বোধ হয় যুবক পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে ! সে স্মিথের দেহ

পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, চপেটাঘাত সাংঘাতিক হয় নাই ; সে তখন আশ্বস্ত হইল। মনে মনে বলিল, "ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই উহার চেতনা হইবে।"

অনন্তর নিক ষ্টিয়ার মিঃ স্যাড্‌লারের নিকটে গিয়া তাঁহার নিষ্পন্দ দেহ পরীক্ষা করিল, এবং তাঁহার চেতনাসঞ্চারের চেষ্টা না করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, তদ্বারা তাঁহার মুখ, ও দড়ি দিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিল ; তাহার পর তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেই পরিত্যক্ত গোলাবাড়ীর একখানি ঘরে প্রবেশ করিল। সেই ঘরের মেঝেতে সে কতকগুলি খড় বিছাইয়া তাহার উপর মূর্চ্ছিত সম্পাদককে শয়ন করাইল, তাহার পর সে পথে ফিরিয়া আসিল।

সে স্মিথের নিকট আসিয়া দেখিল তখনও তাহার চেতনা-সঞ্চার হয় নাই ; সে ক্ষণকাল স্মিথের মুখের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কি বীর পুরুষের কাজই করিয়াছি !—কে জানিত একদিন আমি শয়তানেরও অধম হইব ? ধিক্ আমার জীবনে !"

নিক ষ্টিয়ার দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, কিন্তু সে আর হিল ডাউনের দিকে ফিরিল না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ওয়ার্লডস্ নিউজ'—আফিসে

'ওয়ার্ল্ড্স্ নিউজ' লণ্ডনের প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রগুলির অন্যতম; এরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ও শক্তিশালী সংবাদ পত্র সে সময় ইংলণ্ডে অতি অল্পই ছিল। একটি বাড়ীতে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইত না বলিয়া তাহার ছাপাখানা ও আফিস বিভিন্ন বাড়ীতে স্থাপিত ছিল, একটি ফ্লীট ষ্ট্রীটে, অন্যটি ষ্ট্রাণ্ডে। যে ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঞ্জিনগুলি সংস্থাপিত ছিল; তাহার কিছুদূরে ইহার অধ্যক্ষের আফিস। সম্পাদকেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, একদল দিবাভাগে কাজ করিতেন; তাঁহাদিগকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত। নৈশ সম্পাদকেরা রাত্রিকালে আফিসে উপস্থিত থাকিয়া, কাগজ বাহির করিতেন। প্রায় সারা রাত্রিই ঘস্-ঘস্ শব্দে 'মেসিন' চলিত, এবং প্রভাতের পূর্ব্বেই লক্ষাধিক কাগজ ছাপা হইয়া দেশ বিদেশের সংবাদ-পিপাসু পাঠকগণের নিকট সমগ্র জগতের নূতন সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইত। প্রতি রাত্রে লক্ষ লক্ষ কাগজ ছাপিয়া নিয়মিত সময়ে তাহা বিলির বন্দোবস্ত করা যে কিরূপ বিরাট ব্যাপার, তাহা আমাদের ধারণা করিবারও শক্তি নাই!

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ দৈনিকগুলির মত একজন প্রধান সম্পাদক ও তাঁহার অধীনে কয়েকজন সহকারী থাকিলেই 'ওয়ার্ল্ড্স্ নিউজে'র সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। এক একটি বিভাগের ভার এক এক জন সম্পাদকের হস্তে ন্যস্ত থাকিত; তাঁহারা কতকগুলি সহকারী সম্পাদকের সাহায্যে সেই সকল বিভাগের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের সকলের উপর কার্য্য নির্ব্বাহক সম্পাদক (Managing Editor), সকল দায়িত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। রাত্রে তাঁহাদের

সকলকেই আফিসে উপস্থিত থাকিয়া দৈনন্দিন কার্য্য শেষ করিতে হইত। কিন্তু দীর্ঘকাল কাজ কর্ম্মের প্রচলিত ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া দেখা গিয়াছিল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রধান অর্থাৎ কার্য্যনির্ব্বাহক সম্পাদকের আফিসে আসিবার দরকার হইত না। তাঁহাকে যে সকল কাজ করিতে হইত, তাহা রাত্রি দশটার পর আরম্ভ হইত। এই জন্য রবিবার ও অন্যান্য ছুটীর দিন ভিন্ন প্রত্যহই তিনি রাত্রি দশটার সময় আফিসে আসিতেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না।

কিন্তু যে রাত্রে তিনি নিক ষ্টিয়ার কর্ত্তৃক পথিমধ্যে আহত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গোলাবাড়ীতে অজ্ঞানাভিভূত ভাবে পড়িয়া রহিলেন, সেই রাত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল, এ কথা বলাই বাহুল্য। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, তখনও তাঁহার দেখা নাই! বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদকেরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; তাঁহার 'কাপি'র অভাবে মুদ্রাকর কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাগজ বাহির করিবার ভার তাঁহার প্রধান সহকারী আলেক ম্যাসনের উপর ন্যস্ত ছিল। আলেক ম্যাসন অপরিণত বয়স্ক যুবক হইলেও সংবাদ-পত্র সম্পাদনে অনেক বহুদর্শী প্রবীন সম্পাদক অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য মিঃ স্যাড্‌লার তাঁহাকেই এই দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আলেক কাগজ ছাপিবার আদেশ দানের পূর্ব্বে ফর্ম্মাগুলি আগাগোড়া দেখিয়া লইলেন; এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হয়—এরূপ কোন গুরুতর প্রসঙ্গ নাই দেখিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন 'উড়ো জাহাজ' হইতে বোমা পড়িবার হুজুগ লইয়া দেশের ভিতর তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় কোন রাত্রে মিঃ স্যাড্‌লার আফিসে অনুপস্থিত থাকিলে, এবং তাঁহার উপর কাগজ বাহির করিবার ভার পড়িলে আলেককে চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হইত; তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাগজ ছাপিবার আদেশ দিতে সাহস করিতেন না। কারণ সে সময় যদি এই আন্দোলন-সংক্রান্ত কোন অসংযত বা অসঙ্গত মন্তব্য কাগজে

প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে দেশ বিদেশের সংবাদপত্রে তাহার প্রতিকূলে তীব্র মন্তব্য. প্রকাশের আশঙ্কা থাকিত, এবং কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইত! সৌভাগ্যক্রমে উক্ত দুর্ঘটনার দিন কাগজে সেরূপ কোন প্রসঙ্গের আলোচনা ছিল না।

তথাপি আলেক ম্যাসন রাত্রি এগারটার পরও প্রধান সম্পাদক মিঃ মর্গান স্যাড্‌লারকে আফিসে অনুপস্থিত দেখিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাঁহার পল্লীভবনে টেলিফোন করিলেন। টেলিফোনে উত্তর আসিল, মিঃ স্যাড্‌লার গৃহে নাই, তিনি যথাসময়ে লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছেন! মিসেস্ স্যাড্‌লারই টেলিফোনে উত্তর দিলেন; তিনি যে তাঁহার স্বামীর জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার বিচলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আলেক তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু আলেক তখন কাগজের ছাপার বন্দোবস্ত লইয়াই বিব্রত, মিসেস্ স্যাড্‌লারকে অধিক কথা বলিবার তাঁহার অবসর হইল না। মিসেস্ স্যাড্‌লার অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আলেককে তাড়াতাড়ি টেলিফোন ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল।

আলেক ম্যাসন মিঃ স্যাড্‌লারের অনুপস্থিতির কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিলেন মিঃ স্যাড্‌লার ট্রেণের ভিতর, না হয় ট্রেণ হইতে নামিয়া আফিসে আসিবার সময় কোন বিপদে পড়িয়াছেন! আলেক মিঃ স্যাড্‌লারকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার খোঁজ খবর লইবার সময় পাইলেন না, কাগজখানি যাহাতে ঠিক সময় 'মেসিনে' তুলিয়া ছাপা আরম্ভ করিতে পারা যায় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল।

রাত্রি বারটার সময় 'ওয়ার্ল্ড্‌স্ নিউজে'র 'স্তম্ভ'গুলি যথানিয়মে সাজাইয়া লওয়া হইল। এই সময় লণ্ডনের কোন বিচারালয়ে একটা রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের বিচার আরম্ভ হইয়াছিল; এই মামলা খুঁটি-নাটি সকল বিবরণ পাঠের জন্য জনসাধারণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিবরণটি প্রকাশের উপর কাগজের নগদ বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিতেছিল বলিয়া মামলার দ্বিতীয় দিনের

'রিপোর্ট' সবিস্তারে প্রকাশ্য স্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সেয়ারের বাজারে তখন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল বলিয়া এই বিষয়টিও প্রকাশ্য স্থানে সংস্থাপিত হইয়া হইয়াছিল।

মিঃ স্যাড্‌লালের অনুপস্থিতির জন্য আলেক ম্যাসন তাঁহারই চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। কাজ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে তিনি অন্যমনস্ক হইতেছিলেন; ক্রমাগতই তাঁহার মনে হইতেছিল—মিঃ স্যাড্‌লার নিশ্চয়ই কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছেন; কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে? তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধব্যক্তির বিপদের সংবাদ কেহ না কেহ তাঁহার আফিসে পাঠাইয়া দিত; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কেহ কোনও সংবাদ দিল না—ইহারই বা কারণ কি?

মিঃ আলেক ম্যাসন একটা নীল পেন্সিল দাঁতে কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া 'ওয়ার্লডস্ নিউজে'র প্রুফগুলি উল্টাইয়া দেখিতেছেন, এমন সময় 'বৈদেশিক সংবাদ' বিভাগের সহকারী সম্পাদক মেয়ার্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আলেক পেন্সিলটা হাতে লইয়া বলিলেন, "কোন নূতন খবর আছে না কি?"

মেয়ার্স একখানি চিঠির কাগজ আলেকের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা দেখুন দেখি!"

কাগজে এইরূপ লেখা ছিল:—"ফ্রান্স ও জর্ম্মানী প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, এই জনরব প্রচারিত হইয়াছে। জনরব সত্য হইলে ইউরোপের রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সন্ধান লইয়া প্রকৃত সংবাদ পরে জানাইতেছি—ডালবার্ট।"

আলেকজান্দার ডালবার্ট 'ওয়ার্লডস্ নিউজে'র, প্যারিসস্থ সংবাদদাতা। আমাদের দেশের 'সংবাদদাতা'দের মত তিনি 'অনাহারী' সংবাদদাতা নহেন, বেতনভোগী কর্ম্মচারী; এবং এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যে বেতন দেওয়া হইত, আমাদের দেশের 'পঁচিশ ত্রিশ হাজারী' সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদের বেতন অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক! প্যারিসে তাঁহার রীতিমত

আফিস আছে। তাঁহার অধীনে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য চরও বিস্তর! মঁসিয়ে ডালবার্ট বহুদর্শী ও বিশ্বস্ত সংবাদদাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রেরিত সংবাদে ভুলচুক থাকিত না। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কখনও অপদস্থ হইতে হয় নাই। বিশেষতঃ এই সংবাদটি এরূপ গুরুতর যে, তাহা উপেক্ষা করাও অসম্ভব। উহা বাজে জনরব বলিয়া বিশ্বাস করিলে ডালবার্টের ন্যায় দায়িত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট সংবাদদাতা উহা পাঠাইতেন না। 'ওয়ার্লডস্ নিউজে' প্রকাশিত সংবাদের উপর ইউরোপের সকল দেশের লোকের যথেষ্ট আস্থা ছিল; বাজে হুজুগ ভাবিয়া কেহই তাহা অগ্রাহ্য করিত না।

মেয়ার্স বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

আলেক ম্যাসন চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "সমস্যার বিষয় বটে! কর্ত্তা উপস্থিত থাকিলে এত বড় একটা ঝুঁকি আমার ঘাড়ে পড়িত না। তিনি এখনও যদি আসিতেন তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া যাইতাম। যদি এই জনরব সত্য হয়—তাহা হইলে আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক হইবে—তা বুঝিতেই পারিতেছ! আমরা যে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব—এ চিন্তা অসহ্য; অথচ তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার!"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে মিঃ হুইট্‌বি ও তাঁহার সুন্দরী কন্যা নেটার কথা আলেকের মনে পড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, যদি এই জনরব সত্য হয়—তাহা হইলে মিঃ হুইট্‌বির ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে; অল্প দিনেই তিনি লক্ষপতি হইবেন। তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহারও ভাগ্য প্রসন্ন হইবে। বোমাবিভ্রাটের হুজুগে হুইট্‌বি এণ্ড ফরেক্টর কারবারের সেয়ারের মুল্য হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল; হুজুগটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় যদিও সেই স্রোতে বাধা পড়িয়াছিল—কিন্তু তখনও তাঁহাদের 'সেয়ারে'র বাজার তেমন মন্দা পড়ে নাই; কারণ তখন পর্য্যন্ত জনসাধারণ সেই হুজুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কিন্তু কেবল 'জনরবে' নির্ভর করিয়া এতবড় গুরুতর সংবাদ প্রকাশ করা কি

সঙ্গত হইবে? প্রধান সম্পাদক অনুপস্থিত, এবং দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর; এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি—এই কথা আলেক চিন্তা করিতেছেন এমন সময় মিঃ মেয়ার্সের একটি কেরানী আর একখানি কাগজ লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। আলেক সেই কাগজখানি তাহার নিকট হইতে লইয়া পাঠ করিলেন, "জনরব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত সংবাদ অবিলম্বে পাঠাইতেছি,—ডালবার্ট।"

মেয়ার্স আলেক ম্যাসনের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেলিগ্রামখানি পাঠ করিলেন; তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ, জনরব সত্য; এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এ সংবাদে সমর আফিসে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে; আর কামান বন্দুকের কারখানাওয়ালারা সেখানে ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে।"

আলেক ম্যাসন দেওয়ালস্থিত ঘড়ির দিকে চাহিলেন; রাত্রি একটা বাজিতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি! নিরুদ্দিষ্ট সম্পাদকের সন্ধানে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কাগজ ছাপিবার আদেশ না দিয়া আর ত ফেলিয়া রাখিবার উপায় নাই! রাত্রি তিনটার সময় কাগজ বাহির করাই চাই, তা তাহাতে এই চিত্তপ্রমাথী সংবাদ প্রকাশিত হউক বা না হউক!

আলেক ম্যাসন বলিলেন, "সংবাদটা ডালবার্ট বোধ হয় গোপনে সংগ্রহ করিয়াছেন, তা না হইলে সাধারণ এজেন্সী মারফতই উহা পাওয়া যাইত।"

মেয়ার্স বলিলেন, "সে কথা ঠিক; ডালবার্ট বাহাদুর আদ্‌মী! সকলের আগে এই সংবাদ বাহির করিতে পারিলে আমাদেরই জয় জয়কার। এ বড় অল্প ভাগ্যের কথা নয়!"

আলেক বলিলেন, "বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে ঠিক আজই বড় কর্ত্তা অনুপস্থিত!

মেয়ার্স বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু আর ইতস্ততঃ করিয়া ফল নাই। সংবাদটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থলে বাহির করা যাউক। সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ এক 'কলম' করিলেই চলিবে; তবে শিরোনামাটা তেমন আতঙ্কজনক না করাই ভাল।

আলেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; আর বিলম্ব করা হইবে না।"

প্রবন্ধ লেখার সময় সংবাদ' পাওয়া গেল, জর্ম্মানীর সুবিখ্যাত কামানওয়ালা

হোজ এণ্ড উইংসেল• কোম্পানী তাহাদের কারখানায় জর্ম্মান গবর্মেণ্টের বরাতি কামান নির্ম্মাণের জন্য দুই হাজার অতিরিক্ত মিস্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছে! এই কোম্পানী যে জর্ম্মান গবর্মেণ্টের সাহায্য-ভোগী, (subsidised by the state) এবং জর্ম্মানীর সমর বিভাগের আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণে তাহাদেরই একচেটে অধিকার (monopoly), ইহা ইউরোপে সর্ব্বজন-বিদিত।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে আলেক ম্যাসন মনে করিলেন, 'ওয়ার্লড্‌স্ নিউজে'র পরিচালক দ্বয়ের (directors) অন্ততঃ একজনকেও টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবেন - তিনি নিজের দায়িত্বে এই গুরুতর সংবাদ প্রকাশ করিতে পারেন কি না; কিন্তু তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন দুইটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই! কিন্তু ততরাত্রে তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে তাঁহার সাহস হইল না; বিশেষতঃ তাঁহার ধারণা হইল, যে সংবাদ প্রকাশে কাগজের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও গৌরববৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে—সেরূপ সংবাদ প্রকাশে তাঁহাদের আপত্তি হইবার কোন কারণ নাই, বরং এই দায়িত্বভার গ্রহণে তাঁহার কুণ্ঠার পরিচয় পাইলে তাঁহারা হয় ত তাঁহাকে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদের অযোগ্যই মনে করিবেন। এই সংবাদ পরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার কৈফিয়ৎ দেওয়ারও পথ ছিল। মিঃ ডালবার্টের ন্যায় বহুদর্শী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, বিচক্ষণ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না।

মনে মনে এই সকল আলোচনা করিয়া মিঃ আলেক ম্যাসন তাঁহার প্রবন্ধটি 'ওয়ার্লড্‌স্ নিউজের' প্রথম পৃষ্ঠায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ্য স্থানে সাজাইয়া কাগজ 'মেসিনে' তুলিবার অনুমতি দিলেন। ফর্ম্মা মেসিনে 'ঢালা' হইলে তিনি মেসিন ঘরে গিয়া তাহার একটি প্রুফ লইয়া আফিসে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন, মিঃ মেয়ার্স তাঁহার প্রতীক্ষায় তখন পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া আছেন। আলোক অবসন্ন ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া, প্রুফটা মেয়ার্সের হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রবন্ধটা সাবধানে পড়িয়া দেখ; বড়ই গুরুতর বিষয়, যদি কোনও অংশের পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে হয়—তবে এখনও

সময় আছে। এই প্রুফের উপর আমি ছাপিবার অনুমতি দিলে কাগজ ছাপা আরম্ভ হইবে। রাত্রি তিনটা বাজে, চারিটার সময় কাগজ বাহির করিতেই হইবে; অন্যান্য দিন ইহার অনেক পূর্ব্বেই কাগজ বাহির হইয়া যায়।"

মেয়ার্স সেই প্রবন্ধের প্রুফটি পাঠ করিতে লাগিলেন; মোটা মোটা অক্ষরে তাহার প্রথম তিন ছত্র এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল :—

আগ্নেয়াস্ত্র-নির্ম্মাণে জর্ম্মানীর বিপুল উদ্যম!

ফ্রান্সও বদ্ধপরিকর!

নিদ্রাতুর ইংলণ্ড শীঘ্র জাগো!

এই তিন ছত্রের নীচে মূল প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; তাহাতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—এই বিপুল অস্ত্র-সংগ্রহের উদ্দেশ্য যুদ্ধের আয়োজন! ইংলণ্ড এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উদাসীন থাকায় উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় ইংরাজ জাতিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; এবং নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত প্রাধান্যে, তাহার পৃথিবী-ব্যাপী উপনিবেশ ও রাজ্যে, সমুদ্রে সমুদ্রে তাহার অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব এবং তাহার বিপুল বিভবে ঈর্ষান্বিত হইয়া জর্ম্মানী যুদ্ধের জন্য গোপনে বিশাল আয়োজন করিতেছে! জর্ম্মান সম্রাট দ্বিতীয় নেপোলিয়ান হইবার জন্য সচেষ্ট। ইংলণ্ড নেপোলিয়ানকে চূর্ণ করিয়াছিল; সুতরাং যাহাতে সেই ঘটনার পুনরবতারণা না হয়, এজন্য জর্ম্মান সম্রাট সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডকে চূর্ণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প; কিন্তু ফ্রান্স তাঁহার এই উচ্চাভিলাষের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান; এইজন্য ফ্রান্সেরই বিরুদ্ধে তাহার এই যুদ্ধ সজ্জা!

অন্যান্য ইংরাজের ন্যায় মিঃ মেয়ার্সের হৃদয়েও স্বদেশপ্রেম ছিল, স্বদেশের প্রতি জনসাধারণের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় রচিত এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, "প্রবন্ধের

একছত্রও পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই ; প্রুফে যাহা আছে—তাহাই ছাপিবার আদেশ দেওয়া হউক।”

মিঃ মেয়ার্সের কথা শেষ হইতে না হইতে টেলিফোনে ঝন্-ঝন্ শব্দ আরম্ভ হইল! আলেক ম্যাসন তৎক্ষণাৎ ‘রিসিভার’ তুলিয়া লইয়া সাড়া দিতেই ‘প্রিণ্টার’ জক ম্যাক্‌ওয়ের হুঙ্কার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ওয়ার্লডস্ নিউজের বৃদ্ধ প্রিণ্টার বিরক্তিভরে বলিলেন, “আর কতক্ষণ ‘মেসিন’ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিব? সকালে কাগজ বিলি হয়—ইহা কি আপনার ইচ্ছা নহে? বড়-কর্ত্তা না আসাতেই দেখিতেছি এত বিশৃঙ্খলা!”

মিঃ আলেক ম্যাসন প্রিণ্টারের তাড়া খাইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন, এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘড়ির দিকে চাহিয়া মেয়ার্সকে বলিলেন, “ছাপিবার আদেশ দিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রিণ্টারের কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইয়াছে। সে জানে না এ বিলম্ব আমার ইচ্ছাকৃত গাফিলি নহে ; কিন্তু আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই, ছাপা আরম্ভ করা যাউক। এই প্রবন্ধ-প্রকাশের ফল সকালেই জানিতে পারিব। দেশের লোক হয় একবাক্যে আমার প্রশংসা ঘোষণা করিবে, আমাকে কাঁধে তুলিয়া নাচিতে চাহিবে : না হয় আমার প্রতি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হইবে, চাকরী বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিবে! কাল আমার জীবনের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা!”

* * * *

চেতনা-সঞ্চার হইলে স্মিথ সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল কেহ কখন তাহার মাথার ভিতর এক সঙ্গে দশ বারটা সূচ বিঁধাইয়া দিয়াছে! সে দুই হাতে কপাল ও মাথা টিপিতে লাগিল। সে চারি দিকে চাহিয়া জনপ্রাণীও দেখিতে পাইল না ; মাথার যন্ত্রণায় সে উঠিতে না পারিয়া কয়েক মিনিট দুই হাতে মাথা টিপিয়া-ধরিয়া নির্জ্জন পথের ধারে বসিয়া রহিল। তখন তাহার চিন্তা করিবারও শক্তি ছিল না! সুশীতল নৈশ সমীরণপ্রবাহে তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল ; সকল কথাই তাহার মনে পড়িল। সে পাশের দিকে চাহিয়া কিছু দূরে পূর্ব্বোক্ত গোলাবাড়ী-সংলগ্ন একখানি খড়ের ঘর দেখিতে পাইল। তাহার মাথার যন্ত্রণা

সম্পূর্ণ প্রশমিত না হইলেও সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বিজলি-বাতির আলোকে দেখিল রাত্রি দুইটা বাজিতে অধিক বিলম্ব নাই!—সে বুঝিতে পারিল তাহার আততায়ী পালোয়ানটার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে তাহাকে দীর্ঘকাল বেহুঁস হইয়া পথিপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল!

মিঃ স্যাড্‌লার আহত হইয়া যেখানে ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন, স্মিথ তাড়াতাড়ি সেই স্থানে সরিয়া গিয়া সেই স্থানটি পরীক্ষা করিল; কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না! একটা চাম্‌চিকে কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার মাথা স্পর্শ করিয়া অদৃশ্য হইল; স্মিথ সেই স্পর্শে চম্‌কিয়া উঠিল। মিঃ স্যাড্‌লার কোথায় গিয়াছেন তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। তিনি জীবিত আছেন, কি তাঁহাকে মৃত দেখিয়া তাঁহার আততায়ী তাঁহাকে কোন জঙ্গলের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সে বিজলি-বাতি জ্বালিয়া নিকটে কোন বনজঙ্গল দেখিতে পাইল না। মিঃ স্যাড্‌লার যেখানে পড়িয়াছিলেন, বিজলি-বাতির সাহায্যে সে সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিল ভিজে মাটীর উপর রক্তের দাগ রহিয়াছে! মিঃ স্যাড্‌লারের রক্তপাত হইয়াছিল—এ বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাঁহার আততায়ী যদি তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে মাটীতে তাঁহার দেহের ঘর্ষণের দাগ থাকিত; কিন্তু সে সেরূপ কোন দাগ দেখিতে পাইল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল নিক ষ্টিয়ার মিঃ ব্লেককে অচেতন অবস্থায় ঘাড়ে তুলিয়া মিঃ হুইট্‌বির গৃহদ্বার পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া গিয়াছিল; সুতরাং মিঃ স্যাড্‌লারকেও সেই ভাবে তুলিয়া লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহাকে লইয়া সে কোন্ দিকে গিয়াছে?

অদূরে পরিত্যক্ত গোলাবাড়ী দেখিয়া, প্রথমে সেই স্থানে গিয়া মিঃ স্যাড্‌লারকে খুঁজিয়া দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। সে সেই দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু গোলাবাড়ী পর্য্যন্ত যে পথ ছিল—তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত বলিয়া সেই পথে সে পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না। কিন্তু সেই পথ ছাড়াইয়া, গোলাবাড়ীর আঙ্গিনায় বৃষ্টির জন্য যে কাদা হইয়াছিল, সেই কাদার উপর জুতার দাগ সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল,

উহা মাথা-সরু আমেরিকান বুটের চিহ্ন! নিক ষ্টিয়ারের পায়ে ঐ প্রকার আমেরিকান বুট ছিল—ইহা স্মিথ পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল; সুতরাং উহা নিক ষ্টিয়ারের পদচিহ্ন বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। সে সেই পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া অদূরবর্ত্তী খড়ের ঘরের নিকট উপস্থিত হইল। নিক ষ্টিয়ার সেই ঘরেই তৃণশয্যার উপর মিঃ স্যাডলারকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

স্মিথ উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই বিজলি-বাতির আলোকে তৃণশয্যাশায়ী রজ্জুবদ্ধ মৃতপ্রায় সম্পাদককে দেখিতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া-পড়িয়া প্রথমে তাঁহার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল; এবং পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—দেহে তখনও প্রাণ আছে। স্মিথ পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তপদের বন্ধন ছিন্ন করিল। সে দেখিল তাঁহার মাথার আঘাত গুরুতর হইলেও সাংঘাতিক হয় নাই; ক্ষতমুখ হইতে রক্তপাতও বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার চেতনাসঞ্চারের বিলম্ব থাকিলেও জীবনের আশঙ্কা নাই বলিয়াই স্মিথের ধারণা হইল। সে বিজলি-বাতির আলোকে তাঁহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "পালোয়ানটা কি উদ্দেশ্যে ইঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল?—মুক্তাখচিত স্কার্ফ-পিনটি মূল্যবান, কিন্তু তাহা সে অপহরণ করে নাই; সোনার ঘড়ি চেন পকেটেই আছে—তাহাও সে স্পর্শ করে নাই! তাহার চুরি করিবার মতলব থাকিলে এ সকল জিনিস রাখিয়া যাইত না। বিশেষতঃ, তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তাহাকে ইতর তস্কর বলিয়াও সন্দেহ হয় না। আর ইঁহার এই সকল জিনিস চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই সে যে এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত তাঁহার সন্ধান লইয়া বেড়াইয়াছে - ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য। তবে সে এ কাজ করিল কেন?—নিশ্চয়ই তাহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য কি?"

স্মিথের হঠাৎ মনে পড়িল মিঃ মর্গান স্যাড্‌লার লণ্ডনের একখানি প্রধান দৈনিক সংবাদ-পত্রের কর্ণধার; সেই পত্রিকার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ইংলণ্ডে তাহার প্রতিষ্ঠা অসাধারণ। মিঃ স্যাড্‌লার যাহাতে তাঁহার আফিসে গিয়া কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে না পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য সে এই পন্থা অবলম্বন

করে নাই ত?—তাঁহার আফিসে যাওয়া বন্ধ করিয়া নিক ষ্টিয়ারের কি স্বার্থসিদ্ধি হইবে, ইহা অনুমান করিতে না পারিলেও—মিঃ ব্লেককে অবিলম্বে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে তাহার অনুমাত্র সংশয় রহিল না।

স্মিথ মনে মনে বলিল, "রাত্রি দুটো বাজিয়া গিয়াছে, এখন তাড়াতাড়ি কি উপায়ে কর্ত্তাকে এ সংবাদ জানাইব? কিন্তু এই রাত্রেই তাঁহাকে এই গুরুতর সংবাদ দিতে না পারিলে হয় ত এরকম কোনও ক্ষতি হইবে—যাহা পূর্ণ করা ভবিষ্যতে অসম্ভব হইবে।"

প্রত্যূষে পাঁচটার সময় লণ্ডনগামী একখানি ট্রেণ ছিল বটে, কিন্তু সেই ট্রেণের প্রতীক্ষায় থাকিলে তৎপূর্ব্বেই পরদিনের 'ওয়ার্লডস্ নিউজে' লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশ দেশান্তরে বাহির হইয়া পড়িবে। প্রভাতের কাগজ রাত্রিশেষে ছাপা হয় ইহাও স্মিথের অজ্ঞাত ছিল না। কাগজ ছাপা হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেককে স্যাড্‌লারের বিপদের সংবাদ জানাইবার জন্য স্মিথ অধীর হইয়া উঠিল।

স্মিথ জানিত রেলষ্টেশনের সন্নিকটে যে হোটেল ছিল, সেই হোটেলের মালিকের কয়েকটি ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াগুলি ভাড়া খাটাইয়া তাহার কিছু কিছু উপার্জ্জন হইত। স্মিথ ভাবিল হোটেলওয়ালার একটা ঘোড়া ভাড়া লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে একঘণ্টার মধ্যেই সে লণ্ডনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইতে পারিবে। সেখানে পৌঁছিয়া যদি সে ট্যাক্সি ভাড়া পায় তাহা হইলে রাত্রি চারিটার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেককে এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে পারিবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্মিথ মিঃ স্যাড্‌লারকে সেই স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াই ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইতে লাগিল। সেই স্থান হইতে হোটেলের দূরত্ব প্রায় এক মাইল; সে দশ বার মিনিটের মধ্যেই হোটেলে উপস্থিত হইল। সে হোটেলওয়ালাকে ডাকিয়া তুলিতে যাইবে, এমন সময় তাহার মনে হইল, লোকটার ঘুম ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইতে পারে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ঘোড়া ভাড়া দিতে রাজি না হইতেও পারে, বিশেষতঃ হোটেলওয়ালার সহিত তাহার তেমন জানাশুনাও ছিল না। যদি সে বিশ্বাস করিয়া ঘোড়া

ছাড়িয়া দিতে না চায়, বা কাহাকেও জামিন দিয়া যাইতে বলে—তাহা হইলেই ত তাহার চেষ্টা বিফল হইবে।—এই সকল ভাবিয়া সে হোটেলওয়ালার অজ্ঞাতসারে তাহার ঘোড়া ভাড়া লওয়াই সঙ্গত মনে করিল। সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া একটা ঘোড়া বাহির করিল; অতঃপর জিন লাগাম সংগ্রহ করিতেও তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। আস্তাবলের পার্শ্বস্থ কক্ষেই সে তাহা দেখিতে পাইল। সে হৃষ্টচিত্তে ঘোড়া সাজাইয়া তাহার পিঠে বসিল, এবং যথাসম্ভব দ্রুতবেগে লণ্ডনের দিকে ধাবিত হইল। হোটেলওয়ালা তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, সে তাহার ঘোড়া চুরির কথা জানিতে পারিল না। স্মিথ ভাবিল কার্য্যোদ্ধার করিয়া ঘোড়া ফেরত দিবে, এবং হোটেলওয়ালার প্রাপ্য ভাড়ার উপর কিছু বকশিস্ দিলেই তাহার ক্রোধ শান্তি হইবে। স্মিথ জানিত পুলিশে খবর দিয়া হোটেলওয়ালা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

চোদ্দ মাইল পথ একঘণ্টায় অতিক্রম করিবার আশায় স্মিথ পথিমধ্যে এক মিনিটও বিশ্রাম করিল না। নিস্তব্ধ প্রান্তর পথ ঘোড়ার খুরের শব্দে প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রতি চারি মিনিটে স্মিথ এক মাইল পথ পার হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের ক্ষিপ্রতা

প্রথম দশ মাইল স্মিথকে অশ্বারোহণে প্রান্তর-পথ দিয়া চলিতে হইল। অবশিষ্ট চার মাইল সহরতলি দিয়া যাইতে হয় বলিয়া স্মিথের আশঙ্কা হইল হয় ত কোন কন্‌ষ্টেবল সন্দেহ প্রযুক্ত পথিমধ্যে তাহার গতিরোধ করিতে পারে। ক্রমে সে অসমতল পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া ওয়েষ্ট-উইকহাম পল্লীতে উপস্থিত হইল, এবং সেখান হইতে বাম দিকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। সে ইচ্ছা করিলে দক্ষিণ পাশের রাস্তা ধরিয়া বেকেনহাম পল্লীর ভিতর দিয়াও গন্তব্য-স্থানে যাইতে পারিত, সেই রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত সোজা; কিন্তু বাম দিকের রাস্তা বেশ নির্জ্জন বলিয়া, একটু ঘুরো হইলেও সেই রাস্তাই সে অবলম্বন করিল। পুলিশ তাহার গতিরোধ করিয়া তাহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হইবে। অনর্থক বিলম্বও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে সোজা পথ ত্যাগ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই স্মিথ লোকালয়ে প্রবেশ করিল, পথের দুই ধারে শ্রমিকগণের কুটীর। কোন কোন কুটীরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল, এবং রাজপথে দীপালোক দেখা যাইতেছিল। স্মিথ ততরাত্রেও কোন কোন কুটীর হইতে বালক বালিকার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল। স্মিথের পরিশ্রান্ত অশ্ব সেই সকল কুটীরের পাশ দিয়া খটাখট্ শব্দে তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। আরও কিছুদূর গিয়া হঠাৎ স্মিথ শুনিতে পাইল, কে একজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "থাম!"

স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সে একটা কন্‌ষ্টেবল। স্মিথ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঝড়ের মত বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল।

ইহাতে পাহারাওয়ালা সাহেবের বড় রাগ হইল, সে স্মিথের গতিরোধের জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল ; কিন্তু সে তাহার সম্মুখে আসিয়া বাধা দেওয়ার পূর্ব্বেই স্মিথ বহুদূরে চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে স্মিথ এমার্সএণ্ড নামক পল্লীতে প্রবেশ করিল। এই পল্লীখানি পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, ইহার পাশেই রেলের রাস্তা ; এক সেই রাস্তার ধারে মার্কোনীর বেতার-টেলিগ্রাফের কল-ঘর। সে রেলে পুল পার হইয়া একটি নিস্তব্ধ পল্লীর ভিতর দিয়া প্রায় এক মাইল চলিল। এই পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ সুদীর্ঘ পপ্লার তরু। তাহাদের শাখা পল্লবে ছায়ায় পথটি সমাচ্ছন্ন ; বিশেষতঃ অসমতল পার্ব্বত্য পথ বলিয়া স্মিথকে একটু ধীরে চলিতে হইল। এই পথের প্রান্তভাগে একটি পাহারাওয়ালা সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পাহারাওয়ালা তাহার হাতের লণ্ঠন উচু করিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিল, এবং পরিশ্রান্ত অশ্বের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বিস্মিত হইল ; কিন্তু সে স্মিথকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই স্মিথ তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে চলিয়া গেল।

স্মিথ ক্রিষ্টাল-প্যালেস্ হিল পার হইয়া বরবেজ রোডে প্রবেশ করিল। এই পথের পাশেই ক্রিকেট ও টেনিস খেলিবার মাঠ। মাঠে প্রবেশ করিবার জন্য ফটক ছিল। স্মিথ পথ ছাড়িয়া সেই ফটক দিয়া খেলিবার মাঠে উপস্থিত হইল। মাঠের ভিতর কয়েকখানি চালা ছিল ; যাহারা খেলা দেখিতে আসিত, তাহারা রৌদ্র বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য এই সকল চালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। স্মিথ ঘোড়া হইতে নামিয়া এইখানি চালায় ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া রাখিল, তাহার পর হার্ণিহিল নামক রেল-ষ্টেশনের নিকট গিয়া একখানি ট্যাক্সি দেখিতে পাইল। সে তখন এতই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না। সে ট্যাক্সির দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে জড়িতস্বরে বলিল, "আমাকে বেকার ষ্ট্রীটে শীঘ্র পৌঁছাইয়া দাও, বকশিস মিলিবে।"

ট্যাক্সিওয়ালা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ভাড়ার টাকা জোটে না, বক্‌সিশ! তফাৎ!"

স্মিথ তাহার হুমকীতে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বলিল, "ভাড়া দিতে পারিব না তোমাকে কে বলিল? কত চাও শুনি।"

ট্যাক্সিওয়ালা আঙ্গুল তুলিয়া বলিল, "এক সভ্‌রিণ।"

স্মিথ দ্বিরুক্তি না করিয়া একটি সভারেণ বাহির করিয়া ট্যাক্সিওয়ালার হাতে দিল; সে তাহার গাড়ীর আলোকে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "না, মেকি নয়! আচ্ছা, উঠিতে পারেন হুজুর!"

স্মিথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াই শ্রান্তিভরে চক্ষু মুদিত করিল; দুইএক মিনিটের মধ্যেই তাহার ঘুম আসিল। ট্যাক্সিওয়ালা বেঁকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া ট্যাক্সির বাতায়নে করাঘাত করায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে গাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া মিঃ ব্লেকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে যে চাবি ছিল তাহা দিয়া দ্বার খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক তখন তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; ততরাত্রেও তিনি শয়ন করেন নাই; তাঁহার হৃদয় সহস্র চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। দীর্ঘকাল স্মিথের কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দ্বার খুলিবার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেই তিনি চমকিয়া উঠিয়া সম্মুখে চাহিলেন; স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না!

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বার জালানা খুলিয়া দিলেন; তাহার পর স্মিথের মাথার কাছে বসিয়া-পড়িয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "স্মিথ!"—তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাহার গলার বোতাম খুলিয়া দিলেন।

তাঁহার আহ্বানে স্মিথ চক্ষু মেলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল;

তাহার পর ক্ষীণ স্বরে বলিল, মিঃ "মর্গান স্যাড্‌লারের বড়ই বিপদ, কর্ত্তা! আমি—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন কোন কথা বলিবার দরকার নাই স্মিথ! তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ, স্থিরভাবে বিশ্রাম কর। যাহা বলিবার আছে পরে বলিও।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এখনই—এই মুহূর্ত্তেই যে সে কথা বলা দরকার কর্ত্তা! এই জন্যই প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া যত শীঘ্র পারিলাম বাড়ী আসিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা হউক, তোমার জীবন আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান।"

স্মিথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমার জীবন অপেক্ষা আপনার কাজ আমার নিকট অধিক মূল্যবান; সেই কাজ আপনি পণ্ড করিবেন না কর্ত্তা! আমি সংক্ষেপে সকল কথা বলি শুনুন।"

নিক ষ্টিয়ারের অনুসরণ করিবার পর হইতে তাহার গৃহ-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্তই সে মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। তাহার বিস্ময়কর কাহিনী শুনিতে শুনিতে কৌতূহলে মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কথা শেষ করিয়া স্মিথ বলিল, "এ সকল কি কর্ত্তা? জেস্ ওয়েল্‌কমের সঙ্গীটা মিঃ স্যাড্‌লারকে ওভাবে আহত করিয়া নির্জ্জন গোলাবাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িল কেন?"

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন।" তাহার পর তিনি ব্যগ্রভাবে ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি 'ওয়ার্লডস্ নিউজে'র আফিসে চলিলাম, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না, তুমি তোমার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিলেন। স্মিথের ইচ্ছা ছিল তাঁহার সঙ্গে যায়, কিন্তু তখন তাহার নড়িবারও শক্তি ছিল না।

* * * * *

মিঃ আলেক ম্যাসন 'ওয়ার্ল্ড্স্ নিউজে'র প্রধান সম্পাদক মিঃ মর্গান স্যাড্লারের আফিসে চিন্তাকুল চিত্তে তখনও সম্পাদকীয় চেয়ারে বসিয়াছিলেন। মিঃ স্যাড্লারের কি বিপদ ঘটিল, কিরূপে তাঁহার সন্ধান হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার উপর তাঁহার রচিত উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধটি পরদিন সকালে প্রকাশিত হইলে তাহার কি ফল হইবে বুঝিতে না পারায় তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হইল যদি তাঁহার প্রিয়তমা নেটার পিতার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, যদি মিঃ হুইট্বির আবিষ্কৃত নূতন কামানগুলি গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে—

হঠাৎ দ্বাররক্ষী সেই কক্ষে প্রবেশ করায় তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। প্রহরী তাঁহাকে বলিল, "একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।"

আলেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এমন অসময়ে কোন্ ভদ্রলোক কি মতলবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে?—সে তাহার নাম বলিয়াছে কি?"

প্রহরী বলিল, "হাঁ; তাঁহার নাম রবার্ট ব্লেক।"

আলেক ম্যাসন তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "সুবিখ্যাত ডিটেক্টিভ রবার্ট ব্লেক? তবে কি মিঃ স্যাড্লারের নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার জন্য—যাও, শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া এস।"

দুই মিনিটের মধ্যেই মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ আলেক ম্যাসন তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "মিঃ ম্যাসন, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম, কারণ আমার বিশ্বাস 'ওয়ার্ল্ডস্ নিউজে'র প্রধান সম্পাদক মিঃ মর্গান স্যাড্লারের অনুপস্থিতির জন্য সম্পাদকীয় দায়িত্বভার আপনার হস্তেই ন্যস্ত আছে।"

আলেক ম্যাসন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মিঃ স্যাড্লারের কি বিপদ ঘটিয়াছে তাহা কি আপনি জানিতে পারিয়াছেন? তিনি জীবিত আছেন, কি—"

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিনি জীবিত আছেন। এ সংবাদ যখন জানি—তখন তাঁহার কি হইয়াছে তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে, ইহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু এখন সে সকল কথা লইয়া আলোচনা করিবার অবসর হইবে না। সে সব কথা পরে শুনিবেন, আগে বলুন আজ রাত্রে আপনার আফিসে আর কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে কি না?"

মিঃ আলেক ম্যাসন মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখে কথা সরিল না।

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব করিবেন না মহাশয়! এক একটি মুহূর্ত্ত কিরূপ মূল্যবান তাহা আপনি বোধ হয় ধারণা করিতে পারেন নাই! আপনি কি আরও কিছু জানিবার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছেন?—তবে শুনুন, আজ রাত্রে মিঃ স্যাড্‌লারের আফিসে আসা জোর করিয়া বন্ধ রাখা হইয়াছে! ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে—সেই কারণ আমি জানিতে চাই।"

মিঃ আলেক ম্যাসনের নূতন প্রবন্ধটির প্রুফ তখনও তাঁহার টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল। তিনি তাহা তুলিয়া লইয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "এই প্রবন্ধটা পড়িয়া দেখুন।"—তিনি ঘামিয়া উঠিলেন, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক প্রবন্ধটির শিরোনামায় দৃষ্টিপাত করিয়াই ঘড়ির দিকে চাহিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল নিদাঘাপরাহ্ণের মেঘের ন্যায় গম্ভীর! তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ আলেক ম্যাসন আতঙ্কে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। মিঃ ব্লেক দেখিলেন চারিটা বাজিতে আর দুই মিনিট মাত্র বাকি আছে! নীচে 'মেসিন' হইতে 'ঘস্-ঘস্' শব্দ উত্থিত হইতেছিল; সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন প্রভাতের 'ওয়ার্লডস্ নিউজে'র ছাপা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! ইঞ্জিনের পরিচালন-বেগে সমস্ত ঘর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

মিঃ ব্লেক রুদ্ধ নিশ্বাসে স্বদেশের অশান্তি-উৎপাদক সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে

লাগিলেন; তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, মুখ অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ আলেক ম্যাসন অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কিন্তু ও প্রবন্ধ আমি অনেক বিবেচনার পর ছাপিতে দিয়াছি। প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা মিথ্যা—ইহা আপনি কিরূপে সপ্রমাণ করিবেন? না, ইহা মিথ্যা নহে—সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের প্যারিসের সংবাদদাতার নিকট হইতে আজ রাত্রেই এই জরুরি সংবাদ পাইয়াছি। এই সংবাদ তিনি গোপনে সংগ্রহ করিয়াছেন; অন্য কোন দৈনিক-সম্পাদক এখনও ইহা জানিতে পারেন নাই। আমাদের প্যারিসস্থ সংবাদ-দাতার দায়িত্বজ্ঞানে আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। তাঁহার প্রেরিত সংবাদে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার প্রবন্ধ পড়িলাম। আপনার বা আপনার সংবাদ-দাতার দায়িত্বজ্ঞানে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি জানেন না যে, আপনাদের প্রধান সম্পাদক মিঃ স্যাড্‌লারকে আজ রাত্রে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে; 'উড়োজাহাজ' হইতে পল্লী অঞ্চলে বোমা-বর্ষণের গুজব রটনা করা যাহার কাজ, ইহাও তাহারই কীর্ত্তি! তাহার দলের কোন লোক প্যারিসে আছে, এরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণেরও অভাব নাই। এমন কি, তাহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য প্যারিসে আমার কোন কর্ম্মচারীকে আদেশ করিয়াছিলাম। উহারা আমাদের দেশের লোকের আতঙ্কবৃদ্ধির জন্য আর একটা নূতন ষড়যন্ত্র করিয়াছে; এবং এ দেশের জনসাধারণ ভয় পাইয়া প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য যাহাতে গবর্মেণ্টকে বাধ্য করে' তাহারই একটা ফন্দী বাহির করিয়াছে—ইহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? তাহারা বুঝিয়াছে এই জনরব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা হুজুগমাত্র, ইহা সপ্রমাণ হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না বটে, কিন্তু যে কয়দিন বিলম্ব হইবে সেই সময়ের মধ্যেই বড় বড় কামান বন্দুক-নির্ম্মাতা কোম্পানী গুলির কারবারের সেয়ারের দর হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠিবে, এবং সেই সুযোগে তাহারা ইতিমধ্যেই বিলক্ষণ গুছাইয়া লইতে পারিবে—ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে। এই হুজুগের সাহায্যে কেহ কেহ বড়

রকম একটা দাঁও মারিবার ফন্দী করিয়াছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইয়া ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন, এবং আলেক ম্যাসনকে বলিলেন, “এখন সময় কত তাহা দেখিয়াছেন কি? আপনি এই মুহূর্ত্তেই ইঞ্জিন বন্ধ করিবার আদেশ করুন।”

আলেক ম্যাসন রুমাল দিয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছিয়া ফেলিলেন; তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন, হঠাৎ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল জাগ্রত অবস্থাতেই তিনি অতি উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন! কিন্তু তিনি ভুল করিয়া থাকিলেও, মিঃ স্যাড্‌লার সেই রাত্রে আফিসে উপস্থিত থাকিলেও যে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক যাহা বলিলেন তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। প্রভাতে ‘ওয়ার্লডস্ নিউজে’ তাঁহার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে সর্ব্ব সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে; সমাজে তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না, এবং ‘ওয়ার্লডস নিউজে’র সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে! ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদ-পত্র সমূহপর্য্যন্ত ‘ওয়ার্লডস নিউজ’কে অবজ্ঞা-ভরে ধিক্কার দান করিবে, অনেকে রঙ্গদার ছবি আঁকিয়া দেশ দেশান্তরে তাহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবে; এই সকল চিন্তায় তিনি আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেককে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “আপনি আমার সঙ্গে ম্যাক্‌ওয়ের কাছে চলুন।”

মিঃ আলেক ম্যাসন মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ইঞ্জিনের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মিঃ ব্লেক একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বিশাল ‘মেসিন’ বিদ্যুদ্বেগে পরিচালিত হইতেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজের গাঁট খুলিয়া ‘ওয়ার্লড্‌স্ নিউজ’ ছাপিবার কাগজ স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষাধিক কাগজ ছাপা হইয়া মেসিনের সাহায্যেই পত্রাঙ্ক অনুসারে ভাঁজ হইয়া যাইবে। অনেক আগে কাগজ ছাপা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিরাট ব্যাপার!

মিঃ ব্লেক আলেক ম্যাসনের সহিত ইঞ্জিন-ঘরের পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ

করিলেন ; পিণ্টার যক ম্যাক্‌ওয়ে তাঁহার চেয়ারে বসিয়া, সদ্যোপ্রকাশিত সম্পূর্ণ কাগজখানি হাতে লইয়া চশমার ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে বহুদর্শী লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রিণ্টার। তিনি অল্পবয়সে সামান্য 'কম্পোজিটার' হইয়া ছাপাখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ; নিজের ক্ষমতায় এখন তিনি লণ্ডনের এই মহা-প্রতিষ্ঠাপন্ন শক্তিশালী দৈনিকের প্রধান মুদ্রাকর ! লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের এই বিস্তীর্ণ কারবারের একটি বিভাগের তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা।

মিঃ ম্যাসন সহ ব্লেককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি মিঃ ম্যসনকে বলিলেন, "আপনি কি হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছেন মিঃ ম্যাসন ? যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, তাহার উপর সারারাত্রি জাগরণ ! অসুস্থ হইবেন—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

আলেক ম্যাসন সে কথার জবাব না দিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে মেসিন বন্ধ করুন।"

মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "মেসিন বন্ধ করিব কি ? আপনার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি ? এ রকম অদ্ভূত কথাও ত কখন শুনি নাই ! মেসিন বন্দ করিব !"

মিঃ আলেক ম্যাসন বলিলেন, "হাঁ, ইঞ্জিন থামাইতে বলুন। আমি পাগলের মত কোন কথা বলি নাই ; কাগজ আর ছাঁপা হইবে না। কাগজের জন্য আমি খানিক আগে যে 'লীডার' টা লিখিয়া দিয়াছি, তাহা লেখা ভুল হইয়াছে। এ রকম ভয়ঙ্কর ভুল জীবনে কখনও করি নাই। সেই প্রবন্ধ কাগজে বাহির হইবে না। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছেন, উনি লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। উঁহার নিকট সকল কথা শুনিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন কথা সম্পূর্ণ সঙ্গত।"

মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি ভরে বলিলেন, "এ রকম অসম্ভব কথা ত কখনও শুনি নাই ! এখন কাগজ-ছাপা বন্ধ করিবার ফল কিরূপ ভয়ানক হইবে, কিরূপ সঙ্গীন বিপদে পড়িতে হইবে, কি ভীষণ বিভ্রাট উপস্থিত হইবে,

তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন ?—অন্য ক্ষতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই যে ত্রিশ চল্লিশ হাজার কাগজ ছাপা হইয়া গিয়াছে, তাহা সমস্তই ত নষ্ট করিতে হইবে! শত শত পাউণ্ড জলে পড়িবে। এই খরচের জন্য দায়ী হইবে কে ? কোম্পানী এই ক্ষতিস্বীকার করিতে সম্মত হইবে কি ? আমিই বা কি কৈফিয়ৎ দিব ?"

মিঃ ম্যাসন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আপনাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, সকল দায়িত্ব আমার। আপনি এই মুহূর্ত্তে আমার আদেশ পালন করুন। ঐ প্রবন্ধটা ফর্ম্মা হইতে উঠাইয়া দিয়া, উহা কম্পোজ হইবার পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ দিয়া ফর্ম্মা প্রস্তুত হইয়াছিল, তদ্বারা স্থান পূরণ করিয়া নূতন করিয়া কাগজ ছাপা হইবে। যে কয়েক হাজার ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহাদের এক কাপিও যেন প্রেসের বাহিরে না যায়।"

মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা ত বুঝিলাম, কিন্তু ঠিক সময়ে যে কাগজ বাহির হইবে না তার উপায় কি ? ঠিক সময়ে কাগজ বাহির করিবার দায়িত্ব যে আমার !"

মিঃ আলেক ম্যাসন বলিলেন, "আমাদের ভ্রমে বা গাফিলীতে বিলম্ব হইলে আপনি দায়ী নহেন। আপনি কেন ভুয়ো তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন? মিনিটে মিনিটে যত কাগজ ছাপা হইতেছে—সেই পরিমাণ টাকা জলে পড়িতেছে! আমার আদেশ অগ্রাহ্য করায় যে ক্ষতি হইবে—সে দায়িত্ব আপনার ইহা স্মরণ রাখিবেন। ছাপা কাগজ সমস্তই নষ্ট করা ভিন্ন কোন উপায় নাই।"

মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে বলিলেন, "কিন্তু আপনার সে অধিকার কোথায়? প্রধান সম্পাদক অনুপস্থিত, তাঁহার অভাবে আপনারই উপর কাজের ভার আছে। আপনি আপনার কাজ করিয়াছেন, আমি আপনার লিখিত আদেশে কাগজ ছাপিতেছি; এখন সেই আদেশ নাকচ করিয়া ছাপা বন্ধ করিবার অধিকার আপনার নাই। আমি কাগজ ছাপিবার শেষ আদেশ পাইয়াছি, তদনুসারে ছাপা শেষ করিব।"

মিঃ আলেক ম্যাসন অধীর ভাবে বলিলেন, "আপনি ছাপা বন্ধ রাখিতে অসম্মত ?"

মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আপনি ত হাতের তীর ছাড়িয়াই দিয়াছেন, তাহা ফিরাইবার শক্তি আপনার নাই। আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিব ; কর্ত্তৃপক্ষ সে জন্য আমাকে অপরাধী করিতে পারিবেন না। আপনার যদি বিবেচনার ত্রুটি হইয়া থাকে— সেজন্য আমার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিবে না।"

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন ; এতক্ষণ পরে তিনি মিঃ আলেক ম্যাসনকে বলিলেন, "মিঃ ম্যাসন, বুঝিয়াছি উনি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবেন না ; অনর্থক তর্ক বিতর্কে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। চলুন আমরা বাহিরে যাই ; আর কি উপায় আছে তাহাই স্থির করিতে হইবে।"

মিঃ ম্যাসন মিঃ ব্লেকের সহিত প্রিণ্টারের আফিস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাথার ভিতর তখন ঝড় বহিতেছিল! তিনি বুঝিতে পারিলেন পরদিন প্রভাতে তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না, তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠা সমস্তই নষ্ট হইবে ; এতবড় সম্মানিত পত্রিকা দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিশ্বাসের অযোগ্য, হুজুগে কাগজের দলে নামিয়া যাইবে, সমগ্র সভ্য জগতে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে ; সম্পাদকমণ্ডলীতে তাঁহারও প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। সর্ব্বনাশ হইল! তিনি ডুবিলেন ; সব গেল! তাঁহার রক্ষার কোন উপায় নাই। তিনি স্বহস্তে তাঁহার সমাধি-গহ্বর খনন করিয়াছেন। নাই,—কোন উপায় নাই!

পাশেই ইঞ্জিন-ঘর। মিঃ ব্লেক আলেক ম্যাসনকে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন ; সহসা শব্দে ইঞ্জিন্ বিদ্যুদ্বেগে চলিতেছিল। সেই কক্ষে যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক ইঞ্জিনের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার কলগুলি দেখিতে লাগিলেন ; হঠাৎ তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; তিনি দেখিলেন, ইঞ্জিনের পাশেই একটি শাঁড়াশী পড়িয়া আছে—তাহা ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের প্যাঁচ খুলিবার শাঁড়াসী। কিন্তু মিঃ আলেক ম্যাসন তাঁহার মতলব বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে সেই শাঁড়াসীটা তুলিয়া লইলেন, তদ্দ্বারা ইঞ্জিনের অভ্যন্তরস্থিত একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ চোঙ্ ঘুরাইয়া আল্‌গা করিয়া দিলেন! মুহূর্ত্তমধ্যে ঘস্ ঘস্ করিয়া একটা শব্দ

হইল ; সঙ্গে সঙ্গে অতবড় প্রকাণ্ড ইঞ্জিন একদম্ অচল ! ইঞ্জিন প্রেস্ সমস্তই নিস্তব্ধ !

ইঞ্জিন-ঘরে তখন মিস্ত্রীরা কাজ করিতেছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক যে এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিবেন, বা করিতে পারেন—তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেকের সেই অদ্ভুত কাজ তাহাদের চোখের উপরেই সংঘটিত হইলেও, কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিল না ! ইঞ্জিন, মেসিন অচল হইলে সকলে স্তম্ভিত ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা তাহাদের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না !

মুহূর্ত্ত পরে প্রিন্টার মিঃ ম্যাক্ওয়ে উন্মাদের মত ইঞ্জিন-ঘরে দৌড়াইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন মিস্ত্রী উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ঐ ভদ্রলোকটি জোর করিয়া ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন !"

মিঃ ম্যাকওয়ে ক্রোধে লাল হইয়া ঘুসি উঠাইয়া মিঃ ব্লেকের নিকট অগ্রসর হইলেন, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে খুন করিব। কোন্ সাহসে তুমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ঘুসি প্রচণ্ড বেগে মিঃ ব্লেকের মুখের উপর আসিয়া পড়িল ; কিন্তু তাহা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না ! মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে প্রিন্টারের মুষ্টিবদ্ধ হাত এক হাতে ধরিয়া ফেলিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হস্তে তাঁহার একখানি পা শূন্যে তুলিলেন ; তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেই বৃদ্ধ প্রিন্টার ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন !

মিঃ ব্লেক প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "কিছু মনে করিবেন না, মিঃ ম্যাক্ওয়ে ! আত্মরক্ষার জন্যই আপনার শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। বৃদ্ধ মানুষ, বড়ই বিচলিত হইয়াছেন ; একটু বিশ্রাম করুন। আপনি উঠিবার চেষ্টা করিবেন না, সে চেষ্টা করিলে আপনাকে হয় ত ইঞ্জিনের ভিতর গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে হইবে !"

ইঞ্জিনের মিস্ত্রী শ্রমজীবী প্রভৃতি অনেকে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল ; যেন

তাহারা পঠের পুতুল! এক প্রাণীও মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল না। সম্পাদককে মিঃ ব্লেকের পক্ষে দেখিয়া তাহারা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

প্রিণ্টার লোকটি কিছু ভীরু। মিঃ ব্লেক তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন ভাবিয়া তিনি ধরাশয্যা ত্যাগ করিতে সাহস করিলেন না। চাকরী করিতে আসিয়া ইঞ্জিনের ভিতর পড়িয়া ছাতু হইতে তাঁহার আপত্তি ছিল। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "পুলিশ, শীঘ্র পুলিশ ডাক। বল, ইঞ্জিন-ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে।"

কালিমাখা একটা লোক মিঃ ম্যাক্‌ওয়ের আদেশে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সে পুলিশ ডাকিতে যাইতেছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন, এবং তাহাকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিলেন। কিন্তু আর একজন তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘুসি বাগাইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে সরিয়া আসিলেন। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন না, তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনি পুলিশ ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছেন। বেশ, পুলিশ আসুক। আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা অবৈধ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করি না। আমি আপনাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছি, অসুবিধাও ঘটাইয়াছি; কিন্তু আপনাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতেছি। আপনাদের ক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। এমন কি, কাগজ ছাপিতে যে বিলম্ব হইল, আপনাদের সে আক্ষেপও দূর হইবে।"

আলেক ম্যাসন বলিলেন, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না!"

দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, ইঞ্জিনের একজন মিস্ত্রী একজন পুলিশ-সার্জ্জেন সঙ্গে লইয়া সেই দিকে আসিতেছে।

মিঃ ব্লেক আলেক ম্যাসনকে বলিলেন, "আপনি সার্জ্জেনটাকে বলুন

ভ্রমক্রমে তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল ; গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে, সে ফিরিয়া যাইতে পারে। মিঃ ম্যাক্‌ওয়ে, আপনি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আপনার মিস্ত্রীকে ইঞ্জিনের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে বলুন ; আর আপনার যে 'কম্পোজিটার' সর্ব্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি নির্ভুল ভাবে 'কম্পোজ' করিতে পারে, তাহাকে একটি নূতন প্রবন্ধের 'কম্পোজ' আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করুন।"

মিঃ ব্লেক আর সেখানে না দাঁড়াইয়া মিঃ ম্যাক্‌ওয়ের আফিসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ম্যাসন ও ম্যাক্‌ওয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, মিঃ ব্লেক একখানি চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কি ভাবিতেছেন !

মিঃ ম্যাসন বলিলেন, "আপনার মতলব কি, বুঝিতে পারি নাই !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কি রেখাক্ষরে (shorthand) লিখিবার অভ্যাস আছে ?"

মিঃ ম্যাসন বলিলেন, "নিশ্চয়ই। সংবাদ পত্রের সম্পাদককে উহা শিখিতেই হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যে প্রবন্ধ লিখাইয়া দিতে চাই তাহা আপনি লিখিয়া লউন ; কাগজ কলম লইয়া বসুন।"

মিঃ ম্যাসন কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রবন্ধটার নাম লিখুন, 'বারকুমের হত্যারহস্য ভেদ।'

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ ম্যাসন ও ম্যাক্‌ওয়ে উভয়েই বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেক যে এত বড় গুরুতর হত্যাকাণ্ডের দুর্ভেদ্য রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ! এই হত্যাকাণ্ড কি গভীর রহস্য জালে বিজড়িত তাহা জানিবার জন্য ইংলণ্ডের জনসাধারণ অনেক দিন হইতে ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কোন সংবাদ পত্রই সাধারণের কৌতূহল দূর করিতে পারে নাই। রহস্য ভেদ হইল না ভাবিয়া সকলেই হতাশভাবে ইহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

মিঃ ম্যাসন বলিলেন, "এই দুর্ভেদ্য হত্যারহস্য সম্বন্ধে সকল কথা আপনি জানেন না কি ? জনসাধারণের ধারণা, পুলিশ হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, রহস্য ভেদের কোন সম্ভাবনা নাই !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ জনসাধারণের, এমন কি, সংবাদ পত্র-সম্পাদকদেরও এইরূপই ধারণা হইয়াছে বটে ! কিন্তু আমি প্রথম হইতেই এই হত্যারহস্যের তদন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম ; যে দুই একটি বিচ্ছিন্ন সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, তাহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি রহস্যভেদে সমর্থ হইলেও বাহাদুরীটা সমস্তই পুলিশকে দিয়াছি ; তাহারা যে আমার সাহায্যেই কৃতকার্য্য হইয়াছে ইহা কাহাকেও জানিতে দিই নাই।

সমগ্র ইংলণ্ড যে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব তাহা সর্ব্ব প্রথমে 'ওয়ার্লড্‌স্ নিউজে' প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া মিঃ ম্যাসন ও ম্যাক্‌ওয়ে উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। মিঃ ব্লেক কি কৌশলে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরোধেই পুলিশ সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। মিঃ ব্লেক সেই সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিতসংবাদ সর্ব্বপ্রথমে 'ওয়ার্লড্‌স্ নিউজে'ই প্রকাশ করিতেছেন।

মিঃ ম্যাসন বলিলেন, "আপনি মহাবিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদের বিস্ময়াবহ বিবরণ প্রকাশিত হইলে আমাদের সকল ক্ষতি পূরণ হইবে। আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

মিঃ ব্লেক যাহা যাহা বলিলেন মিঃ ম্যাসন রেখাক্ষরের সাহায্যে তাহা করিয়া দ্রুত লিখিয়া লইলেন ; তাহার পর তাহা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া, পাণ্ডুলিপি দুইজন কম্পোজিটারকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি কম্পোজ করিয়া প্রুফ্ তুলিয়া দিল। মিঃ ব্লেক প্রুফ দেখিয়া দিলে সেই প্রবন্ধটি প্রধান প্রবন্ধরূপে 'ওয়ার্লডস্ নিউজে' ছাপা হইতে লাগিল। যে সকল কাগজ পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল তাহা নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া মিঃ ব্লেক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিক ষ্টিয়ারের অনুসরণ

মিঃ ব্লেক 'ওয়ার্লড্‌স্ নিউজের' আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া বিশ্রামের অবসর পাইলেন না; পরদিন প্রভাতেই তিনি তাঁহার দ্রুতগামী মোটরে লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। স্মিথ ও টাইগার তাঁহার সঙ্গে চলিল। স্মিথ তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না পারিলেও তাহার আগ্রহ দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে পরিলেন না।

মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন মিঃ মরগান স্যাড্‌লার আহত অবস্থায় যে গোলাবাড়ীতে পড়িয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া সন্ধান লইলেই নিক ষ্টিয়ার কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে তাহা জানিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাহার সেই চেষ্টা সফল না হয়—তাহা হইলে তিনি অবিরম্বে প্যারিসে যাত্রা করিবেন। কারণ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন জেল্ ওয়েল্‌কম পূর্ব্বেই প্যারিসে পলায়ন করিয়াছে। জেস্ ওয়েল্‌কমকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাঁহার যে পরিশ্রম বা অর্থব্যয় হইবে—কেহ যে তাঁহার সেই ক্ষতি পূরণ করিবে—তাহার আশা ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যদি তিনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ ষড়যন্ত্রের পথ বন্ধ করিতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির যথেষ্ট উপকার করা হইবে; তাহাই তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার।

মিঃ ব্লেকের মোটর দ্রুতবেগে লণ্ডনের সহরতলি অতিক্রম করিল। বার চৌদ্দ মাইল পথ পার হইতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই তিনি পূর্ব্বোক্ত গোলাবাড়ীর নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন।

স্মিথ বলিল, "তাঁহাকে ঐ দিকের একটা খালি ঘরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক মোটর হইতে নামিয়া স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট কুটীরের দিকে চলিলেন ; কর্দ্দমের উপর যে সকল পদচিহ্ন ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা এই সকল পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্তু মিঃ স্যাড্‌লার এখনও সেখানে আছেন, কি সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন—তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে।"

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, পরমূহূর্ত্তেই মিঃ স্যাড্‌লারের পর্ণশয্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখিলেন মিঃ স্যাড্‌লার সেই কক্ষের ভিজে মেঝেতে বিচালীর উপর পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছেন ; তাহার চক্ষু মুদিত, মুখ ম্লান ও বিবর্ণ। মিঃ ব্লেক তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন ; তাহার পর চোখের পাতা তুলিয়া চক্ষুর তারা দেখিলেন।

অনন্তর তিনি স্মিথকে বলিলেন, "মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, মস্তিষ্কের প্রদাহ বোধ হয় হ্রাস হয় নাই ; অবিলম্বে একজন ভাল ডাক্তারের হাতে উঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু সেখানে মিঃ স্যাড্‌লালের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইবার আশা নাই বুঝিয়া মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন ; তাহার পর মিঃ স্যাড্‌লারকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মোটরের কাছে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ স্যাড্‌লারকে মোটরে স্থাপিত করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "উঁহাকে লইয়া ইঁহার বাড়ীতে রাখিয়া এস, যদি গ্রামের পথে কোন ডাক্তারের সন্ধান পাও—তবে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে। কেহ তোমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলে আমার পরিচয় দিয়া বলিবে আমিই উঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। আমি পুলিশে সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিব ; তুমি যত শীঘ্র সম্ভব গাড়ী লইয়া চলিয়া আসিবে।"

স্মিথ বলিল, "আমার অধিক বিলম্ব হইবে না, এ বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যে পালোয়ানটা কাল রাত্রে আমাদের জখম করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে

তাহার দেখা পাইলে বড়ই খুসী হইব। আমার মাথার ভিতর এখনও টন্-টন্ করিতেছে—উঃ,লোকটার হাত যেন লোহার হুরমুস্! মরদ বটে!"—সে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া মিঃ স্যাড্‌লারকে লইয়া তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিল। টাইগার গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক পথে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বরাত্রের দুর্ঘটনার স্থানটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল মিঃ স্যাড্‌লারের মস্তকের আঘাত আর একটু গুরুতর হইলে সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইত।

সাধারণের চক্ষুতে চারিদিক দেখিলে উল্লেখযোগ্য কিছুই নজরে পড়িত না; কিন্তু মিঃ ব্লেকের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সহিত অন্য লোকের দৃষ্টিশক্তির তুলনা চলে না। মিঃ ব্লেক প্রথমে গ্রাম্য প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, যতদূর দৃষ্টি চলে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ধরণীর শ্যামল অঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত, সমীরণ হিল্লোলে শস্যশীর্ষ আন্দোলিত হইতেছিল, দূরে দূরে ধূসর বৃক্ষশ্রেণী আকাশের ক্রোড়ে মিশিয়া কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন শৈলশ্রেণীর সানুদেশের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই শ্যামায়মান প্রান্তরের মধ্যস্থলে গোলাবাড়ীটা যেন চক্ষুর পীড়া উৎপাদন করিতেছিল, যেন তাহা প্রকৃতি দেবীর সুন্দর দেহের উপর একটা দুষ্ট ব্রণ!—এরূপ শান্তি ও শোভার নয়ন-মনোমোহন লীলাকুঞ্জের অভ্যন্তরে এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড সংসাধনের সুযোগ পাওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। প্রকৃতির শোভা দর্শনে তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইলেও সেখানে পূর্ব্ব রাত্রে মিঃ স্যাড্‌লার ও স্মিথের প্রতি অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ক্ষোভে ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইল। কর্ত্তব্যানুরোধে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইলেও তাঁহার হৃদয় শিশুর হৃদয়ের ন্যায় কোমল ছিল—তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে বহুবার পাইয়াছি। তিনি জীবনের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া, আরাম বিরাম, ভোগ-বিলাস তুচ্ছ করিয়া, গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তি অগ্রাহ্য করিয়া, কি আশায়, কোন্ লোভে প্রতিনিয়ত মহাপাপিষ্ঠ ঘৃণিত, নরপিশাচগণের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইছেন, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না! সমস্ত জীবনটাই অতিশয় ব্যর্থ বলিয়া তাঁহার মনে হইত। তাঁহার

ক্ষুধিত, তৃষিত, ক্লান্ত হৃদয় নিদারুণ অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যভরে হাহাকার করিয়া উঠিত।

মিঃ ব্লেক কিছু কালের জন্য অন্যমনস্ক হইলেন; কিন্তু তখনই তিনি মানসিক অবসাদ পরিহার করিয়া, অদূরে কর্দ্দমের উপর যে সকল পদচিহ্ন ছিল—তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জুতার কয়েকটি চিহ্ন দেখিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "লোকটা নিশ্চয়ই আমেরিকান; অসাধারণ জোয়ান বটে! মর্থান স্যাড্‌লার লোকটা বিলক্ষণ ভারি, তাঁহাকে মোটর পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া যাইতে আমার হাঁপ লাগিয়াছিল; কিন্তু কাদার উপর তাহার জুতার দাগ দেখিয়া বুঝিতেছি—সে ভার-বোধ না করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কাদার উপর তাহার পায়ের চাপ একটু বেশী পড়ে নাই! লোকটা যে বেশ লম্বা—তাহা পদচিহ্নের ব্যবধানের দূরত্ব দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

দুর্ঘটনার স্থান হইতে গোলাবাড়ীর পূর্ব্বোক্ত কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত তিনি পদচিহ্নগুলির অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "টাইগারকে লইয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার সাহায্যে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। প্যারিসে যাইবার পূর্ব্বে বোধ হয় লণ্ডনে ফিরিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু আর একটা কথা; লোকটা দুর্জ্জন বটে, তবে নরপিশাচ বলিয়া ধারণা হয় না। সে মিঃ স্যাড্‌লারকে ইচ্ছা করিলেই হত্যা করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার আফিসে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল; সম্ভবতঃ জেস্ ওয়েল্‌কমের ইঙ্গিতেই সে এরূপ করিয়াছিল। স্মিথকেও সে হত্যা করে নাই; তাহাকে অনুসরণে নিবৃত্ত করিবার জন্য যাহা করা অপরিহার্য্য মনে করিয়াছিল—কেবল সেই টুকুই করিয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছি নরহত্যায় তাহার অনুরাগ নাই। স্মিথকে পথের ধারে ফেলিয়া যাওয়াতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রভাতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া কেহ তাহার প্রাণরক্ষা করে ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না; কারণ সে বুঝিয়াছিল সে যাহা করিয়াছে তাহাতেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে; কাগজ ছাপা হইয়া বাহির হইয়া যাইবে—কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

আমার বিশ্বাস আজ সকালের 'ওয়ার্লডস্ নিউজ' পাঠ করিয়া জেস্ ওয়েল্‌কম বড়ই হতাশ হইয়া পড়িবে। প্যারিসের টেলিগ্রাম আজ কাগজে বাহির হইল না, সেই প্রসঙ্গে কিছুই আলোচিত হইল না, দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না। এই ভাবে নিরাশ হইয়া সে তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য আর কোন পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি সে খুব কম দামে হুইট্‌বি এণ্ড ফরেষ্ট কোম্পানীর কামান বন্দুকের কারবারের বিস্তর 'সেয়ার' কিনিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য, এজন্য তাহাকে অপরাধী করা যায় না; কিন্তু আমেরিকার পুলিশ যে কয়জন অপরাধীর অত্যাচারে অস্থির হইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, তথাপি তাহাদের সন্ধান করিতে পারে নাই, এই দুই জন কি সেই দলের লোক? আমেরিকায় বাস করা অতঃপর নিরাপদ নহে বুঝিয়া তাহারাই আমাদের দেশে উপদ্রব করিতে আসিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের সদুত্তর স্থির করিতে পারিলেন না।—আমেরিকা হইতে ফেরারী আসামীগণের বিরুদ্ধে যে হুলিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রেরিত হইয়াছিল—তাহাতে লেখা ছিল তাহাদের দলের একজন লোক প্রকাণ্ড পালোয়ান; তাহার দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ, এবং তাহার অসাধারণ শক্তি! কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির দৈহিক বিশেষত্বের কোন পরিচয় সেই হুলিয়া হইতে জানিতে পারা যায় নাই; সে যে অসাধারণ বুদ্ধিমান, এবং তাহার বুদ্ধিতেই তাহার অনুচরবর্গ পরিচালিত হইতেছে—ইহারও কোন প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই।"

স্মিথের কণ্ঠস্বরে তাহার চিন্তাস্রোত সহসা অবরুদ্ধ হইল; স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনার আদেশ পালন করিয়া আসিলাম, এখানকার একটা পুলিশ সার্জেণ্ট আমাকে ভয়ঙ্কর জেরা আরম্ভ করিয়াছিল; তাহার সন্দেহ মিঃ স্যাড্‌লারের আততায়ীর সঙ্গে আপনার যোগ আছে! নতুবা আপনি লণ্ডন হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিবেন কেন? লোকটা এতই বুদ্ধিমান যে সে আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলেও বিস্ময়ের কারণ নাই!"

মিঃ ব্লেক টাইগারের শিকল ধরিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলেন, স্মিথকে বলি

লেন, "তুমি মোটর লইয়া ধীরে ধীরে আমার অনুসরণ কর! আমি টাইগারকে সঙ্গে লইয়া গিয়া একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, টাইগার সেই গুণ্ডাটার অনুসরণ করিতে পারে কি না। যদি আমরা অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে প্রথমে লণ্ডনে ফিরিব, তাহার পর প্যারিসে যাত্রা করা যাইবে।"

টাইগার কাদার উপর নাক গুঁজিয়া নিক ষ্টিয়ারের পদচিহ্নের ঘ্রাণ গ্রহণ করিল, তাহার পর নিক ষ্টিয়ার যে দিকে গিয়াছিল সেই দিকে চলিতে লাগিল; মিঃ ব্লেক তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, স্মিথ মোটর লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

প্রায় পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, কতকগুলি গাছের নিকট গিয়া টাইগার হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া তিনটি পোড়া চুরুটের গোড়া, এবং কতকগুলি পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই স্থানে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া চুরুটের দগ্ধাবশিষ্ট অংশগুলি কুড়াইয়া লইলেন এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "লোকটা এই পর্য্যন্ত আসিয়া কোন্ দিকে যাইবে তাহাই বোধ হয় ভাবিতেছিল, এবং এই বিলম্বের জন্য সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল!"

স্মিথ গাড়ীতে বসিয়া থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "সে যে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই চুরুটগুলি সে খুব তাড়াতাড়ি ও অন্যমনস্ক ভাবে টানিয়াছিল। চুরুটগুলি পুড়িয়া কিরূপ অসমান ভাবে ক্ষয় হইয়াছে দেখিতেছ না? তাহার পর দেশলাইয়ের যে সকল পোড়া কাঠি মাটীতে পড়িয়া আছে—উহা সংখ্যায় পনেরটার কম নয়! সে অধীর ভাবে পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখিবার জন্যই এতগুলি কাঠি পোড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। বিলম্বজনিত অধীরতার জন্য বারংবার ঘড়ি দেখিতে না হইলে এতগুলি কাঠি পুড়িত না।"

স্মিথ বলিল, "কাল রাত্রে খুব জোরে বাতাস বহিতেছিল, সেই জন্য বোধ হয় তাহার দেশলাইয়ের কাঠিগুলি পুনঃ পুনঃ নিবিয়া গিয়াছিল; তাই চুরুট ধরাইতে যতগুলি কাঠি খরচ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অনুমান সত্য নহে স্মিথ! এত দিন আমার সঙ্গে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছ—তথাপি তোমার পর্য্যবেক্ষণের শক্তি হইল না, ইহা বড়ই লজ্জার কথা! যদি তোমার সে শক্তি থাকিত তাহা হইলে তুমি লক্ষ্য করিতে প্রত্যেক কাঠিই প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়াছে, যখন হাতে আগুনের তাত লাগিয়াছে তখনই সে কাঠির গোড়াটুকু ফেলিয়া দিয়াছে। কাঠিগুলি বাতাসে নিবিলে তাহাদের আসাটুকু মাত্র জ্বলিয়া নিবিয়া যাইত, অতটুকু গোড়া পড়িয়া থাকিত না। তিনটি চুরুট ধরাইতেও, অতগুলি কাঠি খরচ হইত না। বিষয়টি অতি সামান্য বটে, কিন্তু ফৌজদারী অপরাধের তদন্তের সময় এই সকল সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়াই বড় বড় রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ বড়ই অপদস্থ হইল; সে মুখ ভার করিয়া গাড়ী লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন টাইগার অন্য সকল পথ ছাড়িয়া অবশেষে লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হইতেছে! ইহা দেখিয়া স্মিথও অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কারণ তাহার আততায়ী লণ্ডনে গিয়াছে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে স্থান পায় নাই। সেই পথের অদূরে রেলপথ ছিল, এবং রেলের ষ্টেশনগুলির ব্যাবধানও অধিক নহে; বিশেষতঃ, প্রত্যহ প্রত্যূষে একখানি ট্রেণ দুধের গাড়ী (milk van) লইয়া দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক ষ্টেশনে থামে। গুণ্ডাটা অনায়াসেই সেই ট্রেণে লণ্ডনে যাইতে পারিত, তাহা না করিয়া তাহার পদব্রজে লণ্ডনে যাইবার কারণ কি?

অনেক চিন্তার পর স্মিথ অনুমান করিল পথিমধ্যে কোন পল্লীতে কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার কথা ছিল বলিয়াই নিক ষ্টিয়ার হাঁটা-পথে লণ্ডনে গিয়াছে। কিন্তু মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল তাহার গন্তব্যস্থান প্যারিস। সে জেস্ ওয়েলকমের সহিত দেখা করিবার জন্য নিশ্চয়ই প্যারিসে গিয়াছে। চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে প্যারিসগামী ট্রেণ ধরিবার জন্য তাহার তাড়াতাড়ি চলিবার প্রয়োজন না থাকায় সে লণ্ডনগামী ট্রেণে উঠিবার চেষ্টা করে নাই। বিশেষতঃ, ট্রেণে চাপিলে ধরা পড়িবারও কতকটা আশঙ্কা ছিল; কিন্তু জনবিরল প্রান্তর-পথে সে আশঙ্কা ছিল না। মিঃ ব্লেক পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেও গাড়ীতে

উঠিলেন না, তিনি টাইগারের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন ; ক্রমে তাঁহারা হর্ণহিল পার হইলেন।

সেই সময় সেই পথ দিয়া অনেক লোক চলিতেছিল, অনেকেই কার্য্যোপলক্ষে লণ্ডনে যাইতেছিল। তাহারা চলিতে চলিতে সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া রহিল ; টাইগারের ন্যায় প্রকাণ্ড কুকুর সঙ্গে থাকাতেই তাঁহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল কুকুরটা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বলিয়াই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

টাইগার ক্রমে ওয়াটারলু ব্রীজ পার হইয়া নদীতীরস্থ পথ দিয়া চলিতে লাগিল। সে যে সেই ভীড়ের ভিতর দিয়াও গন্ধের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইল, ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে।

অতঃপর মিঃ ব্লেক আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। স্মিথ জনতা ভেদ করিয়া তেমন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে না পারায় অনেকদূর পিছাইয়া পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ; অবশেষে স্মিথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "টাইগারকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বাড়ী যাও ; দশটার সময় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার বোধ হয় একটু ভুল হইল, আপনার উদ্দেশ্য চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা করি।"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, "আমার ভুল সংশোধনের জন্য তোমার যে বেজায় আগ্রহ হে বাপু!—আমার কথার প্রতিবাদ না করিয়া, যাহা বলিলাম তাহাই করিবে।"

মিঃ ব্লেকের কথায় স্মিথের মনে বড় আঘাত লাগিল। সে জানিত, মিঃ ব্লেক প্যারিসে যাইবেন, এবং প্যারিসে যাইতে হইলে চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনেই ট্রেণে উঠিতে হয় ; তথাপি মিঃ ব্লেক ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন কেন—তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ; তাঁহার কঠোর মন্তব্য শুনিয়া সে তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না।

মিঃ ব্লেক ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে প্রতারিত করিলেন। ইহার একটু কারণ ছিল। নিক কার্টার দুঃসাহসী ও দুর্দ্দান্ত দস্যু, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ ছিল না; বিশেষতঃ তাহার দেহে অসুরের মত বল! তাহার মত পালোয়ান ইংলণ্ডে একজনও ছিল কি না সন্দেহ। মিঃ ব্লেক সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তিনি একাকী গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; কিন্তু তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিলে স্মিথ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবে না; তিনি একাকী গিয়া বিপদে পড়িতে পারেন ভাবিয়া স্মিথ তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্যে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিবে, এবং তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে তাহার ক্ষোভ ও অভিমানের সীমা থাকিবে না। সুতরাং তাহার হাত এড়াইয়া একাকী প্যারিসে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিলেন। স্মিথ তাঁহার সহিত দেখা করিতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে যাইবে; সেই সুযোগে তিনি চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া প্যারিসগামী ট্রেণে উঠিয়া বসিবেন।

স্মিথ আর কোন কথা না বলিয়া, টাইগারকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বিরস বদনে বাড়ীর দিকে চলিল।

মিঃ ব্লেক টাইগারকে স্মিথের সঙ্গে বাড়ী পাঠাইলেও নিক ষ্টিয়ার যে চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনেই উপস্থিত হইয়াছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। তাঁহার আশা হইল চেয়ারিংক্রশে তিনি তাহার গতিবিধির সন্ধান পাইবেন, এবং প্যারিসে গিয়া তাহাকে ও জেস্ ওয়েল্‌কমকে ধরিতে পারিবেন।

মিঃ ব্লেক চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ট্রেণ ছাড়িবার তখনও আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তিনি একটা হোটেলে গিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া লইলেন। আহারের সময় একজন ভদ্রলোক 'ওয়ার্লডস্ নিউজে' প্রকাশিত পূর্ব্ববর্ণিত 'বারকুম-হত্যা রহস্যভেদের' আলোচনা করিতে করিতে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "রবার্ট ব্লেক এই রহস্যভেদে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন; তবে পুলিশ তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য না করিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; তবে কে এই রহস্যভেদ করিয়াছে

তাহা জানিতে না পারিলেও সাধারণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। হত্যাকারী যে ধরা পড়িয়াছে, ইহাই প্রধান কথা।”

ট্রেণ ছাড়িবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক প্যারিসের টিকিটখানি পকেটে ফেলিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিক ষ্টিয়ারের সন্ধান পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হইল, সে সেই ট্রেণেই প্যারিসে যাইতেছে; কারণ প্যারিসে যাইবার উহাই প্রথম ট্রেণ। এই ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে সে প্যারিসে যাত্রা করিবার সুযোগ পায় নাই।

মিঃ ব্লেক প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অধিকাংশ যাত্রীই ট্রেণে উঠিয়া বসিয়াছে। সেদিন সেই ট্রেণের যাত্রীসংখ্যা তেমন অধিক ছিল না। মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি ট্রেণের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু নিক ষ্টিয়ার ঠিক কোন্ গাড়ীতে উঠিয়াছে বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি একখানি গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা ধুমপায়ীদের গাড়ী নহে; এজন্য সেখান হইতে সরিয়া গিয়া পাশের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখিলেন সেই কামরায় একজনমাত্র আরোহী বসিয়া আছে। লোকটি এক কোণে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিল; কিন্তু কাগজখানি সে এ ভাবে সম্মুখে ধরিয়াছিল যে মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক সেই কামরায় উঠিয়া সেই আরোহীটির সম্মুখের আসনে বসিয়া পড়িলেন। তিনি আড়চোখে চাহিয়া লোকটিকে দেখিতে লাগিলেন; তিনি বুঝিলেন লোকটি সাধারণ ইংরাজদের অপেক্ষা দীর্ঘকায়। তাহার হাত দু'খানির রঙ দেখিয়া তাঁহার অনুমান হইল তাহার রৌদ্রে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাস আছে; কিন্তু তাহার জুতার দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক সেই দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না; তাহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌতূহলের কারণ হইল! তাহার পায়ে মুখ-সরু অপ্রশস্ত আমেরিকান বুট ছিল। জুতার বিস্তারের তুলনায় তাহা অধিক লম্বা। জুতাতে ধুলা কাদার চিহ্নমাত্র ছিল না; বোধ হইল অল্পকাল পূর্ব্বে তাহা ব্রস্ করাইয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু লোকটা তাহার এক

পা হঠাৎ উচু করিয়া অন্য হাঁটুর উপর তাহা তুলিয়া বসায় মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইলেন জুতার নীচে কাদা লাগিয়া আছে !

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত গোলাবাড়ীর সম্মুখে কাদার উপর জুতার যে চিহ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই সকল পদচিহ্নের বিশেষত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল সেই সকল চিহ্ন এই লোকটারই পায়ের জুতার চিহ্ন। গ্রে প্যান্থার সহ তিনি ভূপতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়া ছিলেন, এই মাকিণটাই তাহার কারণ ; সে-ই মিঃ স্যাড্‌লার ও স্মিথকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে গুরুতর আহত করিয়াছিল,—এই সকল কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁহার মনে নিদারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু খবরের কাগজখানি সে মুখের উপর ধরিয়া থাকায় তিনি তখন পর্য্যন্ত তাহার মুখ দেখিবার সুযোগ পাইলেন না। তাহার মুখ দেখিতে পাইলেই তিনি তাহার প্রকৃতির কতকটা পরিচয় পাইতেন, কারণ মুখ দেখিয়া মানুষ চিনিবার তাঁহার অসাধরণ শক্তি ছিল।

ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইল। গার্ড 'হুইশ্‌ল' দিল। মিঃ ব্লেকের সহযাত্রী সেই সময় খবরের কাগজখানি তাহার মুখের উপর হইতে একটু সরাইয়া লইল। সেই সুযোগে মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু মুখ দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ! তিনি ভাবিয়াছিলেন তাহার মুখে মহাপাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর নরপিশাচের মুখের স্বাভাবিক বিশেষত্ব দেখিতে পাইবেন—কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহার মুখে যে ভাবের বিকাশ দেখিলেন—কোন নরহন্তা মহাপাপিষ্ঠের মুখে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইলেও তাহাতে সহৃদয়তা ও কোমলতার অভাব ছিল না। তাহার চক্ষুতে বিশ্বাসঘাতকতা বা ক্রূরতার চিহ্নমাত্র ছিল না ; সেই চক্ষু দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল এ লোককে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। তাহার চক্ষুতে অবসাদ ও বিষাদের ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। বস্তুতঃ লোকটা যে বদলোক, তাহার মুখ দেখিয়া এ ধারণা মিঃ ব্লেকের মনে স্থান পাইল না। তথাপি সে যে নরপিশাচ জেস ওয়েল্‌কমের কুকর্ম্মের সহযোগী, এ বিষয়েও তিনি সন্দেহ করিতে পারিলেন

না। মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন "আমার বিশ্বাস ছিল—মুখ দেখিয়া মানুষ চিনিতে পারি ; তবে কি আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক ?"

মিঃ ব্লেক সে সময় এই সকল চিন্তায় অভিভূত না হইলে দেখিতে পাইতেন তাঁহার সহযাত্রী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিয়াছিল। সে একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সেই সময় মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিলে বুঝিতে পারিতেন দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেও সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণে সমর্থ হইয়াছে।

নিক ষ্টিয়ার লণ্ডনে আসিয়াই প্রভাতের 'ওয়ার্ল্ড্স্ 'নিউজ' পাঠ করিয়াছিল, এবং জানিতে পারিয়াছিল জেস্ ওয়েল্কমের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে !—কিন্তু জেস্ ওয়েল্কমের সহিত পূর্ব্বে তাহার যে কথা হইয়াছিল—তাহার অন্যথা করিতে সাহস না হওয়াতেই সে সেই ট্রেণে ফকষ্টোনে যাত্রা করিয়াছিল।

পূর্ব্ব-রাত্রে নিক ষ্টিয়ার মিঃ মরগান স্যাড্লারকে সাংঘাতিক আঘাত করিবার পর হইতে তাহার মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ; তাহার মনে হইতেছিল, জীবনে সে অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছে, কিন্তু নরহত্যা দ্বারা কখন হস্ত কলুষিত করে নাই। যদি তাহার আক্রমণে মিঃ স্যাড্লারের মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার ফল অত্যন্ত গুরুতর হইবে, এবং ধরা পড়িলে ইংরাজের আইনে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে। তাহার মনে তখন অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল।

নিক ষ্টিয়ার যে সময় জেস্ ওয়েল্কমের সহিত আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করে, সেই সময় জেস্ওয়েল্কম তাহাকে বলিয়াছিল, ইংলণ্ডে গিয়া তাহাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই ; কারণ ইংলণ্ডের পুলিশ মার্কিণ পুলিশের ন্যায় সুদক্ষ নহে ; তবে ইংলণ্ডে একজন ডিটেক্টিভ আছে, তাহার নাম রবার্ট ব্লেক, তাহাকে প্রতারিত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে ! জেস্ ওয়েল্কম মিঃ ব্লেকের ও স্মিথের 'ফটো' সংগ্রহ করিয়া তাহা নিক ষ্টিয়ারকে দিয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছিল। সেই ফটো এত বার সে

দেখিয়াছিল সে মিঃ ব্লেক ও স্মিথের চেহারা তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা তাহার ভুলিবার সম্ভাবনা ছিল না।

গাড়ীর ভিতর মিঃ ব্লেককে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া নিক ষ্টিয়ার শিহরিয়া উঠিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল এই ব্যক্তিই রবার্ট ব্লেক, তিনি তাহার অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যেই সেই গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাহার সন্দেহ হইল; পূর্ব্ব-রাত্রে সে যে যুবককে প্রহারে অজ্ঞান করিয়াছিল সে মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

পূর্ব্ব হইতেই নিক ষ্টিয়ারের সঙ্কল্প ছিল সে আর জেস্ ওয়েল্‌কমের আদেশ পালন করিবে না, তাহার সংস্রব ত্যাগ করিবে; কিন্তু জেস্ ওয়েল্‌কমের আশ্রয় ত্যাগ করিলে বা তাহার অবাধ্য হইলে পাছে ধরা পড়িতে হয় এই ভয়ে সে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করে নাই। মিঃ ব্লেককে ট্রেণের ভিতর সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার ধারণা হইল—আর তাহার রক্ষা নাই: মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন!

নিক ষ্টিয়ার স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিল! এই কলঙ্কাঙ্কিত পাপমলিন জীবনের পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সে কি ছিল, তাহার হৃদয় কিরূপ পবিত্র ছিল, তাহা মনে পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্বদেশে ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্তভাগে তাহার বৃদ্ধা জননী দীর্ঘকাল তাহাকে না দেখিয়া কি কষ্টে কাল যাপন করিতেছে—তাহা স্মরণ হওয়ায় কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুকের ভিতর টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, আর নয়, এবার এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে, জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিবে।

মিঃ ব্লেকের মনও চিন্তাশূন্য ছিল না; তিনিও তাঁহার অসুবিধার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই লোকটাই ফেরারী আসামী বটে, কিন্তু তাহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করা সঙ্গত হইবে কি? তিনি ফক্‌ষ্টোনে উপস্থিত হইয়া তাহার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার

করিলেই মূল আসামী তাঁহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া সরিয়া পড়িবে! অথচ জেম্‌স্ ওয়েল্‌কমকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। আবার যদি তিনি উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করেন তাহা হইলে ইহারা দুইজনেই অন্তর্দ্ধান করিতে পারে।

মিঃ ব্লেক কোনও গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার সময় চক্ষু মুদিত করিতেন। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন তাঁহার সহযাত্রী নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টিতে কি কাতরতা, কি মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তিনি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অবনত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা হইল, সে তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্তই হউক, আর মর্ম্মাহতই হউক, তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ না করিয়া সে আত্মসমর্পণ করিবে না।

নিক ষ্টিয়ার তাঁহাকে যে কিরূপে চিনিতে পারিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পূর্ব্বে সে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অরণ্যপ্রান্ত হইতে বহিয়া লইয়া গিয়া মিঃ হুইট্‌বির গৃহদ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনিই যে সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক, ইহা ত সে জানিত না। তাহার পরও সে কোন দিন তাঁহাকে চিনিয়া রাখিবার সুযোগ পায় নাই; তবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলেও মিঃ ব্লেক স্থির করিলেন অবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন।

অতঃপর ট্রেণখানি একটি সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিল; অন্ধকারপূর্ণ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিবার সময় ট্রেণে আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইল। ট্রেণ সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইবার পর আলোক নির্ব্বাপিত করা হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, নিক ষ্টিয়ার শিকারী বিড়ালের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া এক একবার উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিতেছে; যেন সে তাঁহাকে আক্রমণের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিরাট দেহ, প্রকাণ্ড বক্ষঃস্থল, সুদৃঢ় মাংসপেশী দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে

তাঁহার আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি সতর্কভাবে বসিয়া রহিলেন।

ট্রেণ আর একটি সুড়ঙ্গও অতিক্রম করিল; কিন্তু তাহা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিবার সময় তাহাতে পুনর্ব্বার দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় নিক ষ্টিয়ার মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল না। ট্রেণ পুনর্ব্বার মুক্ত প্রান্তরের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেক জানিতেন তাঁহাদিগকে শীঘ্রই আরও কয়েকটি সুড়ঙ্গ পার হইতে হইবে। সেই সকল সুড়ঙ্গের কোন কোনটি ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাদের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ট্রেণে বাতি দেওয়া হয় না।

সুতরাং সেই অল্প সময়ের জন্য ট্রেণের ভিতর নিবিড় অন্ধকার অপরিহার্য্য।

মিঃ ব্লেক একটা চুরুট ধরাইয়া, লইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার সহযাত্রীর মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি না থাকিলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন সে নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছে!

পরমুহূর্ত্তে ট্রেণখানি পুনর্ব্বার একটা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেকের চুরুটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; তিনি যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন সেই বেঞ্চিতে হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা লাগায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা খসিয়া পড়িল! কিন্তু সুড়ঙ্গটি ক্ষুদ্র; দেখিতে দেখিতে ট্রেণখানি তাহার বাহিরে আসিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন আমেরিকানটা উঠিয়া গিয়া দ্বারে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছে। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পিস্তলটা তাহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত করিলেন। ট্রেণ তখন পূর্ণবেগে ছুটিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য স্থির!

মিঃ ব্লেক নিক ষ্টিয়ারকে বিহ্বল ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া নিরস স্বরে বলিলেন, "নিক ষ্টিয়ার, আমি তোমার মতলব বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলাম।"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "তুমি তোমার হাতের ঐ সাংঘাতিক অস্ত্রটা পকেটে ফেলিলেও ক্ষতি নাই। আমি তোমার সঙ্গে কোনও রকম চালাকি করিব না, আমার এই অঙ্গীকারে তুমি অনায়াসে—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "অঙ্গীকার! তোমার অঙ্গীকারের কোন মূল্য আছে ইহাই আমাকে বিশ্বাস করিতে বল?"

নিক ষ্টিয়ার কোন কথা বলিল না; কিন্তু মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহার চক্ষু যেন বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে; লজ্জায় সে মস্তক অবনত করিল! মিঃ ব্লেক তাহার মুখে নিষ্ঠুর অপরাধীর স্পর্দ্ধিত ভাব, বা নির্ম্মম পৈশাচিকতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পিস্তলটা পকেটে ফেলিলেন; সঙ্ক্ষেপে বলিলেন, "আমি তোমার অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিলাম।"

নিক ষ্টিয়ার অদূরবর্ত্তী বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কিন্তু তুমি কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসিয়াছ তাহা জানিলে এ ভাবে আমার অনুসরণ করিতে না। প্রমাণ চাও?" সে পকেট হইতে একটি রৌপ্য মুদ্রা বাহির করিল, এবং দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া এরূপ জোরে চাপ দিল যে, তাহা বাঁকিয়া অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করিল! তাহার পর সে তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "যদি ইহা টানিয়া সোজা করিতে না পার তাহা হইলে তুমি আমাকে স্পর্শ করিবারও অযোগ্য।"

মিঃ ব্লেক সেই রৌপ্য মুদ্রাটি হাতে লইয়া জোরে চাড় দিতেই তাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। মিঃ ব্লেক তাহা নিক ষ্টিয়ারকে ফেরত দিয়া বলিলেন, "ইহাতে বল অপেক্ষা কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উহা সোজা করিতে অধিক বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই। আমরা আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ফকষ্টোনে পৌছিব। তৎপূর্ব্বেই তোমার সঙ্গে দুই একটা কাজের কথা শেষ করিতে চাই।"

নিক ষ্টিয়ার সবিস্ময়ে বলিল, "কাজের কথা! আমার সঙ্গে? আমি অঙ্গীকার করিয়াছি পলায়নের চেষ্টা করিব না; সুতরাং ফকষ্টোনে পৌছিয়া তুমি আমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিতে পারিবে—এ সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এ অবস্থায় তোমার আর কি কাজের কথা থাকিতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক কোমল স্বরে বলিলেন, "আমি যে পুলিশ কর্ম্মচারী নহি, এ কথা বোধ হয় তোমার স্মরণ নাই? আমার মত অবস্থায় পড়িলে অর্থাৎ তোমাকে

কায়দায় পাইলে তাহারা তোমাকে গ্রেপ্তার না করিয়া ছাড়িত না, ইহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। কিন্তু আমার প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকম ; আমি সুযোগ পাইলে কেবল যে অপরাধীকে গ্রেপ্তারই করি এরূপ নহে, যাহারা পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সম্ভব হইলে আমি তাহাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধারও করিয়া থাকি। যাহারা স্বেচ্ছায় কুপথে যায় নাই, শয়তানের কবলে পড়িয়া বাধ্য হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে, এবং সেজন্য অনুতপ্ত, আমি তাহাদিগকে জেলে না পুরিয়া তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করি ; তাহারা অবশিষ্ট জীবন সাধুভাবে কাটাইতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করি।—পুলিশের সহিত আমার এইটুকু প্রভেদ।"

নিক ষ্টিয়ার আবেগ-বিহ্বল স্বরে বলিল, "আমি কি সেরূপ সুযোগ পাইতে পারি ? আমাকে কি তাহার যোগ্য মনে করেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তুমি তাহার যোগ্য ; এবং আমি তোমাকে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।"

নিক ষ্টিয়ারের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল ; কিন্তু কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার ন্যায় অপরাধীকে কেহ ক্ষমা করিতে পারে ইহা সে পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই ! দণ্ড যেখানে নিষ্ফল, ক্ষমা সেখানে অব্যর্থ,—ইহা ধারণা করা সকলের সাধ্য নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্যারিসে

নিক ষ্টিয়ার উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না ; তাহার বুকের ভিতর তখন যে তুফান বহিতেছিল—তাহা সংযত করা তাহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাব!

নিক ষ্টিয়ার হঠাৎ জোরে মাথা তুলিল, তাহার পর পূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার এই অনুগ্রহ অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব। আমার বিশ্বাস, আপনার অনুগ্রহ লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাকে কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে।"

নিক ষ্টিয়ার আবেগ ভরে বলিল, "আপনি কোন্ সর্ত্তে আমাকে ছাড়িয়া দিবেন তাহা আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। জেস্ ওয়েল্‌কমকে যদি আমি ধরাইয়া দিতে সম্মত হই, তাহা হইলেই আমি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব; কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি যদি আমাকে এইরূপ বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা সত্য নহে। আমি ততদূর ইতর নহি। আমি পুলিশের হাতে না পড়ি এ জন্য আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে; স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে আমি যত শীঘ্র পারি স্বদেশে প্রস্থান করিব, এ কথাও সত্য। আমি জানি ওয়েল্‌কম শয়তানের অধম; কিন্তু আমি তাহার কুকর্ম্মের সহযোগী, তাহার পাপার্জ্জিত অর্থের অংশীদার। আমি তাহাকে ধরাইয়া দিয়া নিরাপদ হইতে চাহি না; আমার তাহা অসাধ্য।"—নিক ষ্টিয়ারের মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে তোমার

ধারণাও সত্য নহে; কারণ তুমি যে ঠিক এই কথা বলিবে—ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, তাহা তুমি ধারণা করিতে পার নাই। যদি তুমি আমার করল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জেস্ ওয়েল্‌কমকে ধরাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্তিলাভের অযোগ্য মনে করিতাম, তোমার সে আশা পূর্ণ হইত না।"

নিক ষ্টিয়ার বলিল, "তবে আর এমন কি সর্ত্ত থাকিতে পারে—যে সর্ত্তে আপনি আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া লাভজনক মনে করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বোধ হয় মনে কর স্বার্থ ভিন্ন মানুষ কোন কাজ করে না! কেবল স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষ মাত্রেরই চরম লক্ষ্য? মনুষ্যজীবনের কি মহত্তর উদ্দেশ্য কিছুই নাই? কিন্তু সে কথা থাক। তোমার আত্মকাহিনী শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে; সেই কথা তোমার নিকট শুনিতে চাই। আমি বুঝিয়াছি পাপের প্রতি তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ নাই; তবে তুমি কি জন্য অধঃপতনের পথ অবলম্বন করিয়াছ? কেন নিজের জীবন এ ভাবে নষ্ট করিতেছ?"

নিক ষ্টিয়ার হতাশ ভাবে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "নিয়তি! আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই ইচ্ছা করিয়া নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়াছি।"—সে হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছায় নহে; তবে তুমি নিজের বুদ্ধির দোষ দিতেছ, ইহা অসঙ্গত না হইতেও পারে। তোমার আত্মকাহিনী বল।"

নিক ষ্টিয়ার অবনত মস্তকে নীরব রহিল। ট্রেণখানি মহাশব্দে আর একটি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিল; কিন্তু সুড়ঙ্গে প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাতে আলো দেওয়া হইল না।

মিঃ ব্লেক অন্ধকারে থাকিলেও তিনি আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন নিক ষ্টিয়ার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে না।

মিঃ ব্লেক নিক ষ্টিয়ারকে নীরব দেখিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "তুমি আমাকে

সে সকল কথা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইতেছ? আমি ত তোমাকে অভয় দান করিয়াছি। তবে যদি তোমার আশঙ্কা হইয়া থাকে আমি কৌশলে তোমার নিকট জেস্ ওয়েলকমের সন্ধান জানিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে তোমার সেরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অকারণ। আমি তোমার সাহায্য না লইয়াও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।"

নিক ষ্টিয়ার দুই এক মিনিট কি ভাবিয়া তাহার বাল্যজীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরব লাভ, অদ্বিতীয় ব্যায়াম-বীর বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মজীবনে সাফল্য লাভের জন্য তাহার প্রবল উচ্চাভিলাষ প্রভৃতির কথা আলোচনা করিয়া সে কিরূপে নর পিশাচ জেস্ ওয়েল্‌কমের কবলে পড়িয়া তাহার ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিল আবেগ-কম্পিত স্বরে সেই সকল কথা মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। তাহার বৃদ্ধা জননীর মর্ম্ম-বেদনার কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

আত্মকাহিনী শেষ করিয়া নিক ষ্টিয়ার বলিল, "ইহাই আমার কলঙ্কলাঞ্ছিত, হীনতা মণ্ডিত ব্যর্থ জীবনের শোচনীয় ইতিহাস! আমার শৈশবের যৌবনের সকল আশার, সকল আকাঙ্ক্ষার কি লজ্জাজনক পরিণাম! আমার অভাগিনী বৃদ্ধা জননী ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কোন বন্ধন নাই; কিন্তু যখন আমার মনে হয়, আমার জন্যই মা-আমার তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে নিদারুণ মনস্তাপ পাইতেছেন, তখন আমি ক্ষোভে দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ি; আমার চোখের জলে হৃদয়ের সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না।"—নিক ষ্টিয়ার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল; অনর্গল অশ্রুপ্রবাহে তাহার করতল সিক্ত হইল।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "তুমি অকপট চিত্তে তোমার জীবনের কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছ। তোমার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নাই। আমি জেস্ ওয়েল্‌কমকে তাহার শয়তানীর উপযুক্ত প্রতিফল দানের ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে তোমার মায়ের নিকট পাঠাইব। তোমার বয়স অল্প, তুমি জীবনের গতি:পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে। মনুষ্য-

চরিত্রে যদি আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকে তাহা হইলে সেই অভিজ্ঞতা বলে আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি তোমার নবজীবনের ব্রত নিষ্ফল হইবে না ; তুমি বিধাতার প্রসন্নতা লাভ করিবে।”

নিক ষ্টিয়ার মাথা তুলিয়া আবেগ ভরে বলিল, “সুযোগ পাইলে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। শুনিয়াছি পরমেশ্বর চিরকরুণাময় ; হয় ত তিনি এই মহা-পাপিষ্ঠকেও দয়া করিবেন। আমরা ত শীঘ্রই ফকষ্টোনে উপস্থিত হইব,তাহার পর?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেখানে কোথাও বাসা লইবে ; যথাসময়ে আমি তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব। সেখানে আমার অধিক বিলম্ব না হওয়াই সম্ভব।”

নিক ষ্টিয়ার বলিল, “আপনি কি আশা করেন প্যারিসে গিয়া ওয়েল্‌কমকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে ; তাহার ন্যায় নরপিশাচ ভদ্রলোকের মুখোস মুখে আঁটিয়া চিরদিন সমাজের শোণিত শোষণ করিবে, ইহা অসহ্য। সে পথ বন্ধ করিতেই হইবে।”

নিক ষ্টিয়ার বলিল, “হাঁ, সে সমাজের সুখ শান্তির কণ্টকস্বরূপ। যতদিন সে জীবিত থাকিবে, তাহার পৈশাচিক অত্যাচার নিবারিত হইবে না। আমার কতবার ইচ্ছা হইয়াছে তাহাকে হত্যা করিয়া আমি তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করি, দেশের একটা জঞ্জাল দূর হউক ; কিন্তু নররক্তে আমি হস্ত কলুষিত করিতে পারি নাই। ততদূর সাহসও হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু পৃথিবীতে তাহার মত নরপিশাচের অভাব নাই ; যদি তাহারা সকলেই চির-নির্ব্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী যে অচল হইয়া পড়িবে! পৃথিবীতে ধার্ম্মিক ভিন্ন অন্য লোক থাকিবে না, পাপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে—ইহাই বিধাতার বিধান হইলে আমাদের গোয়েন্দাগিরি করিতে হইত না। ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইত। আমরা ফকষ্টোনে আসিয়া পড়িয়াছি ; তুমি কোথায় বাসা লইবে ?—আমার মনে হয় তুমি গ্র্যাণ্ড ইম্‌পিরিয়াল হোটেলে বাসা লইলেই ভাল হয় ; সেখানে আমি তোমার কাছে খবর পাঠাইব।”

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া থামিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কামরা হইতে নামিয়া পড়িলেন। সেদিন ট্রেণখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে ফকৃষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিল। ষ্টীমার ছাড়িতে অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি ষ্টীমারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কয়েক মিনিট পরেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল; এবং দেখিতে দেখিতে তাহা বন্দর অতিক্রম করিল।

মিঃ ব্লেক ষ্টীমারের ডেকে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল।—তিনি ভাবিলেন নিক ষ্টিয়ারকে বিশ্বাস করিয়া তিনি কি ভাল করিলেন? তাহার অনুতাপ যদি ক্ষণস্থায়ী হয়? জেস্ ওয়েল্‌কমের সঙ্গে মিশিয়া সে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে; উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইলে যদি সেই প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারে? সে তাঁহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যদি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, এবং জেস্ ওয়েল্‌কমকে তাড়াতাড়ি একখান টেলিগ্রাম পাঠাইয়া সতর্ক করে—তাহা হইলে ত তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে! জেস্ ওয়েল্‌কম হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলে পুনর্ব্বার তাহার সন্ধান পাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন নিক ষ্টিয়ার তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না; তাঁহার আশঙ্কা অমূলক। যথাসময়ে ষ্টীমার বলোন বন্দরে ভিড়িলে তিনি ট্রেণে চাপিয়া প্যারিসে যাত্রা করিলেন।

* * * * *

প্যারিসের মণ্টমার্টি পল্লীতে লণ্ডনের সুবিখ্যাত দৈনিক 'ওয়ার্ল্ডস্ নিউজে'র প্যারিসস্থ সংবাদদাতা মসিয়ে ডালবার্টের বাস-ভবন অবস্থিত। এটি তাঁহার নিজের বাড়ী নয়, বাসা। এই বাসায় তিনি বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। দীর্ঘকাল সংবাদপত্রের সেবা করিয়া তাঁহার আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলেও তিনি সেই বাসা ত্যাগ করেন নাই; তবে তিনি পূর্ব্বে দোতালার একটি কুঠুরী ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতেন

এখন দোতালার সকল ঘরই তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। সেই বাড়ীর একতালায় ও তেতালায় কতকগুলি ভাড়াটে থাকিত; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যুবক ছিল, তাহারা যে সকলেই শান্তপ্রকৃতি ও নিরীহ ব্যক্তি, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। অনেকে কলেজে পড়াশুনা করিত, সেখানে মেস করিয়া থাকিত।

মসিয়ে ডালবার্টের প্রকৃতি ধীর ও গম্ভীর, তিনি সহজে বিচলিত হইতেন না; কিন্তু আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন এরূপ কোন গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়াছিল—যে জন্য সকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুসজ্জিত ও সুপ্রশস্ত উপবেশন-কক্ষে অত্যন্ত অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মাথার উপর তেতালার কুঠুরীতে একজন গায়ক কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া সঙ্গীতালাপ আরম্ভ করিয়াছিল; তাহার সেই চীৎকার তিনি যেন বরদাস্ত করিতে না পারিয়া এক একবার আপন মনেই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন।

তাঁহার মনে পড়িল পূর্ব্বরাত্রে তিনি তাঁহার নিজের ঘরে একাকী আহার করিয়া কি একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন! তাহার পর কি কাণ্ড হইয়াছিল তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন তিনি ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কোচের উপর পড়িয়া আছেন; কেবল তাঁহার গলা হইতে কলার ও টাই অপসারিত হইয়াছে!

তেতালায় যে সঙ্গীতালাপ হইতেছিল—তাহা বন্ধ হইয়া গেল; মসিয়ে ডালবার্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল সমাগত-প্রায়। তাঁহার হাতে কতকগুলি জরুরী কাজ ছিল, কাগজপত্রগুলি ডেস্কের উপর স্তূপাকারে পড়িয়া ছিল; কিন্তু তিনি তখন পর্য্যন্ত কোন কাজেই হাত দিতে পারেন নাই! বিভিন্ন দেশে কতকগুলি সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় নাই। আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া মসিয়ে ডালবার্ট

কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, লেখনী অগ্রসর হইল না! দুই এক ছত্র লিখিতেই তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!

তাঁহার কি হইয়াছে! তিনি কি হঠাৎ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন? কোন দস্যু কি পূর্ব্বরাত্রে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল? ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার গৃহকর্ত্রীকে ডাকিবার জন্য বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় টুং টুং শব্দ করিলেন। তাঁহার গৃহকর্ত্রীর নাম মাডাম গরার্ড। স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা; বহুদিন হইতে সে মসিয়ে ডালবার্টের সংসারের ভার লইয়া তাঁহার বাসাতেই বাস করিতেছিল।

মাডাম গরার্ড মিঃ ব্লেকের গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেলেরই ফরাসী-সংস্করণ! তাহার মতই স্থূলোদরী এবং বিপুল নিতম্বা; বয়স তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

মাডাম গরার্ড মসিয়ে ডালবার্টের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কর্ত্তার শরীর এখন একটু ভাল বোধ হইতেছে কি?"

মসিয়ে ডালবার্ট মাথার যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে আমার কি খুব অসুখ হইয়াছিল?"

মাডাম গরার্ড তাহার মনিবের কলার ও নেক-টাইবিহীন গলার দিকে চাহিয়া অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল; তাহার পর বলিল, "কৈ, কাল রাত্রে ত আপনার অসুখ হয় নাই; আমি কাল রাত্রে আপনাকে নিয়মিত সময়ে খাবার আনিয়া দিয়াছিলাম। আজ সকালে আপনার জন্য কাফি ও জলখাবার লইয়া আসিয়া দেখি - আপনি সোফায় পড়িয়া ঘুমাইতেছেন! আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া, আমি আপনার ঘুম না ভাঙ্গাইয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম। বোধ হয় আপনি কাল রাত্রে কোন কাজে বাহিরে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি শেষ হইয়াছিল।"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "না, না, কাল রাত্রে আমি ত ঘরেই ছিলাম;

বোধ হয় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি কি আমার কলার নেক-টাই গলা হইতে খুলিয়া রাখিয়াছিলে ?”

মাডাম গরার্ড বলিল, “কৈ না! আমি সকালে আসিয়া আপনার গলায় কলার নেক-টাই দেখিতে পাই নাই; এখনও আপনাকে সেই পোষাকেই দেখিতেছি !”

মসিয়ে ডালবার্ট চিন্তাকুল ভাবে বলিলেন, “আচ্ছা, এখন তুমি যাইতে পার।”

সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল না; তবে দিবাবসানে তাঁহার মাথার বেদনা অনেকটা কমিয়া গেল। কিন্তু মানসিক অবসাদে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলেন না; শরীরও বড় দুর্ব্বল বোধ হইল। মুক্ত বাতাসে কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইলে শরীর সুস্থ হইতে পারে ভাবিয়া, অবসন্ন দেহ লইয়াই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। কিন্তু পথে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায়, এবং অল্পদূর ঘুরিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় শীঘ্রই বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা সাতটার সময় তাঁহার শরীর এতই অসুস্থ হইল যে, তখনই শয়ন করা আবশ্যক মনে হইল। সে সময় তাঁহার বাসার নীচের তালায় বা তেতালায় কোন গোলমাল ছিল না। তেতালার সেই কালোয়াৎটি ও অন্যান্য বাসাড়েরা তখন বোধ হয় বাহিরে গিয়াছিল। সেই রাত্রে কোন কাজ করিতে তাঁহার আগ্রহ হইল না, বোধ হয় সে শক্তিও ছিল না।

মসিয়ে ডালবার্ট শয়ন করিতে যাইবার জন্য পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত কালোয়াৎটির কণ্ঠ-নিঃসৃত রাগিণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল; মুহূর্ত্ত পরেই একজন লোক দুপ-দাপ শব্দ করিতে করিতে আসিয়া দরজা ঠেলিয়া তাঁহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার বয়স অল্প, চেহারা দেখিয়া কোন কলেজের ফরাসী ছাত্র বলিয়াই মনে হয়। আগন্তুকের পরিচ্ছদের পরিপাট্য ছিল না। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে খুব মাতাল হইয়াছিল। মুখে ঘন দাড়ি গোঁফ। তাহার পা টলিতেছিল।

মসিয়ে ডালবার্টের মন একেই ভাল ছিল না, তাহার উপর একটা মাতালকে জোর করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল; তিনি সক্রোধে বলিলেন, "কে তুমি? কি চাও? আমার বিনা অনুমতিতে কেন ঘরে ঢুকিয়াছ?"

যুবক একবার পানানন্দবিহ্বল নেত্রে মসিয়ে ডালবার্টের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত হস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মসিয়ে ডালবার্ট তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এবং ডেস্কের দেরাজ টানিয়া একটা পিস্তল বাহির করিলেন। তিনি তাহা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই পিস্তলটা আগন্তুকের বুকের উপর উদ্যত করিলেন; কিন্তু তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল।

যুবকটি আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "মসিয়ে ডালবার্ট! আপনার ঐ সাংঘাতিক অস্ত্রটা সরাইয়া রাখুন; আমাকে গুলি করিবার দরকার হইবে না।"

মসিয়ে ডালবার্ট তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যাও, শীঘ্র বাহিরে যাও।"

কিন্তু আগন্তুক তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, এবং পকেট হইতে নামের একখানি কার্ড বাহির করিয়া তাহা মসিয়ে ডালবার্টের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "মসিয়ে ডালবার্ট, আমার বোধ হয় কাল রাত্রিটা আপনার বড় অশান্তিতেই কাটিয়াছিল। আপনি দয়া করিয়া এই কার্ডখানার উপর চোখ বুলাইবেন কি? নামটা একবার পড়িয়াই দেখুন না।"

মসিয়ে ডালবার্ট ডেস্কের উপর হইতে কার্ডখানি তুলিয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু কার্ডের নামটি পড়িয়াই তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি গভীর বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিলেন, এবং বিস্ফারিত নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই মুহূর্ত্তে আগন্তুক যুবকটি একটা বড় অদ্ভুত কাজ করিলেন,—তিনি বাম হস্তে দাড়ি

গোঁফ অপসারিত করিয়া একখানি রুমাল দিয়া তাড়াতাড়ি মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। মাতাল ফরাসী যুবকের মূর্ত্তি যেন কি ইন্দ্রজাল প্রভাবে অন্তর্হিত হইল! তৎপরিবর্ত্তে দাড়ি গোঁপবর্জ্জিত প্রৌঢ় ইংরাজের প্রসন্নমুখে মৃদু হাসি! সে মুখ মাতালের মুখের বিশেষত্ববর্জ্জিত।

মসিয়ে ডালবার্ট কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন? তিনি স্তম্ভিত হৃদয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "মিঃ রবার্ট ব্লেক! আশ্চর্য্য! অসম্ভব আশ্চর্য্য ব্যাপার! না, এ ইন্দ্রজাল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইন্দ্রজাল নয় মসিয়ে ডালবার্ট, আমি সত্যই রবার্ট ব্লেক; আপনাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি। আমি আপনার বিনানুমতিতে ছদ্মবেশে আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য কেহ আমাকে চিনিতে না পারে—এজন্য আমাকে অগত্যা এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আমার এই কৌশল বিফল হয় নাই; আপনার গৃহকর্ত্রী আমাকে আপনার ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া বাধা দিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমি কলেজের ছাত্র—তেতালার মেসে থাকি—আপনার কাছে একটু দরকার আছে। আমার কথা বিশ্বাস করিয়া সে আমাকে এখানে আসিতে দিয়াছে।"

মসিয়ে ডালবার্ট যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনিই রবার্ট ব্লেক! হাঁ, আপনার ফটো দেখিয়াছি—সেই চেহারাই বটে। কিন্তু আপনি সামন্য কোন কারণে প্যারিসে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য; অথচ আপনি বলিলেন, আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন! এ কি রহস্য তাহা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না। আপনি দয়া করিয়া আমার মনের ধাঁধা দূর করুন।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে কয়েকখানি টেলিগ্রামের 'ফাইল' বাহির করিয়া তাহা মসিয়ে ডালবার্টের হাতে দিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, "কাগজগুলি আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

মসিয়ে ডালবার্ট 'ফাইল' খুলিয়া টেলিগ্রামগুলির দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে

আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল! তিনি শূন্য দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই সকল সংবাদ আপনিই ত লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলেন?"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "আমি?—না, আমি ইহার কিছুই পাঠাই নাই। আপনি কি মনে করেন আমি এতই পাগল যে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়াছি? নিশ্চয়ই কোন কুকুর—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "স্থির হউন মসিয়ে ডালবার্ট! আপনি আতঙ্কে অভিভূত হইবেন না, দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নাই; কারণ এ সকল সংবাদ ঠিক সময়ে পৌঁছিলেও ইহা ছাপিতে দেওয়া হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমি যথাসময়ে প্রেসে উপস্থিত হইয়া ছাপা বন্ধ করিতে পারিয়াছিলাম।"

মসিয়ে ডালবার্ট উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া সহর্ষে বলিলেন, "ধন্যবাদ মসিয়ে ব্লেক! আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! আপনি আমার মান ইজ্জৎ বজায় রাখিয়াছেন, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইহার সমস্ত কথাই মিথ্যা; অতি ভয়ঙ্কর মিথ্যা সংবাদ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম; ইহার আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া ধারণা না হইলে আমি নিজের দায়িত্বে প্রেস বন্ধ করিয়া ফর্ম্মা হইতে উহা তুলিয়া ফেলিতাম না। আমি কোন অনিষ্ট ঘটিতে দিই নাই; সুতরাং আপনার আক্ষেপের কারণ নাই। আপনি মন স্থির করুন। অবিলম্বে এই রহস্য-ভেদ করা আবশ্যক, এজন্য আপনার সাহায্য চাই। আপনার সহায়তা ব্যতীত এই জটিল রহস্য ভেদ করা সম্ভব হইবে না। আমি বুঝিতেছি ঔষধ প্রয়োগে আপনাকে অজ্ঞান করা হইয়াছিল; সে কবে, কখন, আর কিরূপেই বা তাহা সম্ভব হইয়াছিল?"

মসিয়ে ডালবার্ট মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "ঔষধ প্রয়োগে আমাকে অজ্ঞান করা হইয়াছিল—এ কথা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন তাহাই আগে শুনিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা আমার অনুমান মাত্র ; আপনি আশ্বস্ত হউন, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া আমাকে অনেক সময় অনেক বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয় ; পরে পরীক্ষা দ্বারা বহুবার প্রতিপন্ন হইয়াছে—সেই সকল অনুমান সত্য। এ ক্ষেত্রেও আমার বিশ্বাস, আমার অনুমান মিথ্যা নহে।"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "আপনার এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সর্ব্বপ্রধান কারণ—আপনার চেহারা। আপনার চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি যেন জীবন্মৃত! অতিরিক্ত মদ্যপান বা সংজ্ঞালোপকারী কোন তীব্র মাদকসেবনে সাধারণতঃ শরীরের যেরূপ অবস্থা হয়, আপনার দেহের অবস্থাও যে সেইরূপ দেখিতেছি! কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি আপনার পান দোষ নাই ; বিশেষতঃ সংবাদপত্র মহলে আপনার যে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান, কোন মাতালের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করাও অসম্ভব। অথচ আপনি প্রকৃতিস্থ থাকিয়া এই সকল অমূলক ও ক্ষতিকর সংবাদ পাঠাইবেন—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। আপনার চেতনা বিলুপ্ত না হইলে আপনি এরূপ সংবাদ পাঠাইতেন, যাহা দ্বারা এই সংবাদগুলির অলীকত্ব সহজেই সপ্রমাণ হইত।"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "আপনার বিশ্লেষণ শক্তি অসাধারণ ; কিন্তু এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে উদ্দেশ্যে চোর চুরি করে, দস্যু লুণ্ঠন করে, জালিয়াৎ চেক জাল করে ;—অর্থোপার্জ্জনই ইহার উদ্দেশ্য। ইউরোপের সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজিত থাকায় কামান-বন্দুকব্যবসায়ী কোম্পানী-গুলির ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাদের সেয়ারের বাজার অত্যন্ত নরম। অনেকের কারখানা প্রায় অচল হইয়া উঠিয়াছে! এ অবস্থায় যদি সংবাদপত্রের সাহায্যে এই জনরব ঘোষণা করিতে পারা যায় যে, ইউরোপের কোন কোন রাজ্য অদম্য উদ্যমে রাশি রাশি কামান বন্দুক সংগ্রহ করিয়া অস্ত্রাগার পূর্ণ করিতেছে, এবং অচিরে একটা মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা লোকনয়নের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে প্রধূমিত হইতেছে—তাহা

হইলে কামান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানাওলাদের অবস্থা কি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয় না? তাহাদের ভাগ্য ফিরিয়া যায় না কি? তাহারা গুছাইয়া লইবার জন্য এই রকম একটা আতঙ্কজনক হুজুগ কিছুদিন বজায় রাখিবার দুরভিসন্ধিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, তাহাতে বিস্ময়ের কি কোন কারণ আছে?"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "হাঁ, আপনার কথা শুনিয়া এই হুজুগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কি উপায়ে এই হুজুগ মিথ্যা জনরব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার ব্যবস্থা পরে হইবে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখন আপনার নিকট সকল কথা জানিতে পারিলে আমি এই দলের গোদাটাকে জব্দ করিতে পারি। সে যে সহজে এই কুকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে—এরূপ আশা করা যায় না। সে নানা উপায়ে তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবার চেষ্টা করিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয় সে এখন ভাবিতেছে মিথ্যা সংবাদগুলা ঠিক সময়ে পাঠাইলেও তাহা মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ না থাকিলে কি জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল না? আমার বিশ্বাস আজ রাত্রেই সে ইহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবে। সংবাদগুলি প্রকাশিত না হওয়ায় সে নিশ্চয়ই অধীর হইয়াছে।"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবে! কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এখানে আসিয়া।"

মসিয়ে ডালবার্ট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমার ঘরে আসিয়া? সেই শয়তান আমার ঘরে আসিলে কুকুরের মত তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আপনি তাহা পারিবেন না, পারুন না পারুন আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, কারণ আমি তাহাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিতে চাই। আপনার যাহা স্মরণ আছে তাহা বলিলেই যথেষ্ট কাজ হইবে।"

মসিয়ে ডালবার্ট অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাবে তাঁহার বিপদের কথা মিঃ ব্লেকের গোচর

করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; তিনি প্যারিসের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন নৈশ ভোজনের পর তাঁহার লেখাপড়ার কাজগুলি শেষ করিবেন। যথাসময়ে তিনি আহার করিতে বসিয়াছিলেন; তাহার পর কি ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ হয় না! প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন তিনি সোফার উপর পড়িয়া আছেন; তাঁহার অঙ্গে ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কলার ও নেক-টাই অদৃশ্য হইয়াছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাত সাফাইয়ের পরিচয় বটে! এখন একটা কথা জানিতে চাই। আপনি যে সকল টেলিগ্রাম সংবাদপত্রের আফিসে পাঠাইবার জন্য লিখিয়া থাকেন তাহা পাঠাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করেন?"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "আমার গৃহকর্ত্রী মিসেস্ গরার্ডের পুত্র আমার কাছে চাকরী করে; সে তাহা টেলিগ্রাফ আফিসে লইয়া যায়। সংবাদগুলি আমি ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাই। কিন্তু সে ইংরাজী জানে না, সুতরাং আমি কি লিখিলাম তাহা সে জানিতে পারে না, এইটুকুই আমার পক্ষে সুবিধার কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি আর কোন লোক আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন টেলিগ্রাম টেলিগ্রাফ আফিসে দিয়া আসে, তাহা হইলে সেখানে কেহ কি সন্দেহ করিতে পারে?"

মসিয়ে ডেলবার্ট বলিলেন, "আমার নাম জাল করিয়া কেহ কোন টেলিগ্রাম পাঠাইলে তাহা নিশ্চয়ই সেখানে ধরা পড়িবে; কারণ আমি সেখানে বলিয়া রাখিয়াছি যে টেলিগ্রাম আমি স্বয়ং লইয়া যাইতে না পারিব তাহা আমার গৃহকর্ত্রীর পুত্রকে দিয়া পাঠাইব,। অন্য কেহ আমার স্বাক্ষরিত টেলিগ্রাম লইয়া যাইলে তাহা জাল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার গৃহকর্ত্রী এবং তাহার পুত্রকে কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

মসিয়ে ডেলবার্ট বলিলেন, "হাঁ। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার গৃহকর্ত্রী কোন গুপ্ত কথা শুনিলে তাহা গোপন করিয়া রাখিতে পারে কি ?"

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, "পারে বলিয়াই আমায় বিশ্বাস। আমি তাহাকে যথেষ্ট বেতন দিয়া থাকি ; আমার কাছে সে সুখেই আছে। আমি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া যদি তাহাকে বিদায় করিয়া দিই তাহা হইলে তাহার অসুবিধা ও কষ্টের সীমা থাকিবে না তাহা সে জানে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে তাহাকে এখানে আসিতে বলুন।"

মসিয়ে ডালবার্টের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া মাডাম গরার্ড গজেন্দ্র গমনে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু সেখানে একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিল। যে মাতাল ছাত্রটি তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, পোষাক দেখিয়া তাহার ধারণা হইল, এ সেই লোক ; কিন্তু তাহার সে দাড়ি গোঁফ কোথায় গেল ? মাডাম ডালবার্ট বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

মসিয়ে ডালবার্ট বোধ হয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন ; তিনি তাহাকে বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন ; ইনি লণ্ডনের একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। গত রাত্রে আমার কি বিপদ ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য ইনি ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছেন। আমার কথা শুনিয়া তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ এ সকল কথা অত্যন্ত গোপনীয় ; এ সম্বন্ধে কোন কথা তুমি কাহাকেও, এমন কি তোমার ছেলে পিয়েরকেও বলিবে না, ইহা তোমাকে বলা বাহুল্য মাত্র।"

মাডাম গরার্ড বলিল, "হাঁ, আমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ কোন গোপনীয় কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ; আমি জানি আমার সে অধিকার নাই।"

মিঃ ব্লেক ফরাসী ভাষায় মাডাম গরার্ডকে বলিলেন, "তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ ; এখন আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার

উত্তর দাও।—গতরাত্রে তোমার ছেলে মসিয়ে ডালবার্টের নিকট হইতে কত-গুলি টেলিগ্রাম লইয়া গিয়াছিল ?”

মাডাম গরার্ড বলিল, “তিনটি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার মনিব নিজে তাহা তাহার হাতে দিয়াছিলেন !”

মাডাম গরার্ড বলিল, “সে কথা কি করিয়া বলিব ? মসিয়ে ডালবার্ট পিয়ের মারফৎ কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া পাঠান, সে ঘরে আসিলে তাহাকে কাছে বসাইয়া কিছু খাইতে দেন, তাহার পর তাহার হাতে সংবাদ দিয়া তাহাকে টেলিগ্রাফ হেড আফিসে পাঠাইয়া থাকেন। এই ভাবেই উনি বরাবর সংবাদ পাঠাইয়া আসিতেছেন ; কিন্তু কাল রাত্রে তাহাকে ঘরে না ডাকিয়া জানালা দিয়া কাগজ এই ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন ; পিয়ের বলিয়াছিল সেই সময় কর্ত্তার গলার আওয়াজ শুনিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছিল তাঁহার মেজাজ তখন ভাল ছিল না ! স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাল রাত্রে তুমি তাঁহার খাবার প্রস্তুত করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছিলে অন্য কোন লোকের কি তাহা স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা ছিল ? যখন তুমি খাবার প্রস্তুত কবিতেছিলে সে সময় কি কোন কারণে পাক-শালা ছাড়িয়া অন্য কোথাও গিয়াছিলে ?”

মাডাম গারার্ড বলিল, “না, খাবার প্রস্তুত করিতে করিতে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও পাকশালার বাহিরে যাই নাই, কর্ত্তার খানা অন্য কাহারও স্পর্শ করিবারও সম্ভাবনাও ছিল না। কেই বা তাহা স্পর্শ করিবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আহারের সময় উনি যে মদ্য পান করেন তাহা ?”

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, “তাহা এই ঘরেই থাকে, আমি বোতলগুলি ঐ আলমারীটা মধ্যে রাখিয়া দিই, আলমারী চাবি দিয়া বন্ধ করা থাকে।”

মিঃ ব্লেক আলমারীটার নিকটে গিয়া তাহার তালা পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কৌশলে খুলিবার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন, “তালা ভাঙ্গিয়া মদ

বাহির করিয়া তাহাতে কোন উগ্র ভেষজ মিশাইয়া রাখা হইয়াছিল—ইহা অনুমান করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না ; সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে কিছু মিশ্রিত করা হইয়াছিল কি না তাহারই তদন্ত করা আবশ্যক। আপনার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতের পর পাকশালা হইতে আনিয়া টেবিলে রাখিবার, অর্থাৎ আপনার আহারে বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল কি না তাহারই সন্ধান লওয়া আবশ্যক। মাডাম গরার্ড, তুমি যখন খাবার লইয়া সিঁড়ি দিয়া দোতালায় আসিতেছিলে সেই সময় কোন উল্লেখযোগ্য কাণ্ড ঘটিয়াছিল কি ?”

মাডাম গরার্ড বলিল, “কৈ না কোন কাণ্ডই ত ঘটে নাই ! আপনি কিরূপ কাণ্ডের কথা বলিতেছেন—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না,—তবে হাঁ, একটা কথা মনে পড়িতেছে বটে ! আমি যখন কর্ত্তার খাবার লইয়া আসি, সেই সময় একজন নূতন ভাড়াটে দৌড়াইয়া সিঁড়ির নীচে যাইতেছিল ; আমার গায়ে তাহার হাতের ধাক্কা লাগায় আমার হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু আমি সাম্‌লাইয়া লইবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি তাহা ধরিয়া ফেলিল ; নতুবা খাবারগুলা নষ্ট হইত !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই নূতন ভাড়াটেটার চেহারা কিরূপ বলিতে পার ?”

মাডাম গরার্ড হাত উচু করিয়া বলিল, “এতটুকু খাট মানুষ, বেশ মোটা সোটা ; আমার চেয়ে তাহার বয়স কম নয়, কিন্তু লোকটা ভারি স্ফূর্ত্তিবাজ ; মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকে, যেন দুঃখ কষ্ট কি অশান্তি তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না।”

মাডাম গরার্ডের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “এই হাসিই তাহার রোগ ! যাহাতে তাহার হাসি বন্ধ হয় শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”—তাহার পর তিনি মাডাম গরার্ডকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার, কিন্তু সাবধান, এ সকল কথা যেন প্রকাশ না হয়।”

মাডাম গরার্ড মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মসিয়ে, আমি পুরুষ

জাতির মত বাচাল নহি। পরের কথা লইয়া আলোচনা করিবার অভ্যাসও আমার নাই। আপনি আমাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক না করিলেও পারিতেন।”

সে হস্তিনীর ন্যায় দুলিতে দুলিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিঃ ব্লেক মসিয়ে ডালবার্টকে বলিলেন, “এ সকল যাহার কীর্ত্তি, সে এই বাড়ীতেই বাসা লইয়াছে। একতালায় তাহার ঘর।”

মসিয়ে ডালবার্ট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “তবে আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? অবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কোন্ অজুহাতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিব? অনুমানে নির্ভর করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, এমন কি সত্য হইলেও, বিনা-প্রমাণে আদালতে তাহা গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে একথাও সত্য যে তাহাকে হাতে হাতে ধরিতে না পারিলে সে বেমালুম চম্পট দান করিবে।”

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, “তবে উপায়? আপনার মতলব কি?”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মলিন পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন; তাহার পর মসিয়ে ডালবার্টকে বলিলেন, “আপনি আমারই সমান লম্বা, আপনার শরীরও আমার শরীরের অপেক্ষা স্থূল বা কৃশ নয়। আপনি কি আজ রাত্রিটা কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে পারিবেন না?”

মসিয়ে ডালবার্ট বলিলেন, “আজ আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে আপনি অনুরোধ না করিলেও আমাকে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিতে হইত; আপনি না আসিলে এতক্ষণ আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম। সে কথা থাক—আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই এখন বলুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনাকে আমার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। সেই মহাপুরুষটি কিরূপ ধূর্ত্ত ও সতর্ক তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; সে নিশ্চয়ই আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। সে যে আমাকে আপনার এখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, এ বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনাকে আমার ছদ্মবেশে বাহিরে যাইতে দেখিলেই সম্ভবতঃ সে আপনার অনুসরণ করিবে; অন্ততঃ এইরূপই আমার বিশ্বাস। যাহাই হউক, আজ সমস্ত রাত্রি আপনাকে বাহিরেই

কাটাইতে হইবে। আপনার অসুস্থ শরীরে কাজটা কঠিন হইবে বটে, কিন্তু অন্য উপায় নাই।”

মসিয়ে ডালবার্ট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, তাহা পারিয়া উঠিব না। আমার শরীরের অবস্থা আজ বড়ই শোচনীয়; আমাকে অবিলম্বে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনাকে কি বাড়ী ছাড়িয়া সমস্ত রাত্রি পথে পথে ঘুরিতে বলিতেছি? আপনি বাহিরে গিয়া বিশ্রাম করিবার স্থান পাইবেন; সেইখানেই রাত্রে বিশ্রাম করিবেন। আমার এরূপ অনুরোধের কারণ এই যে, আজ রাত্রে আমাকে আপনার ঘরেই থাকিতে হইবে; কিন্তু আমি আপনার বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছি, আপনি বাসাতেই আছেন ইহা দেখাইতে হইবে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে এই কৌশল অবলম্বন করিতেই হইবে; অন্য কোন ফিকির খাটিবে না। তবে যদি আপনি আপনার সেই মহাশত্রুকে ধরিতে না চান, তাহা হইলে আপনি আপনার শয়ন-কক্ষে গিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারেন; আমার উপদেশে চলিবার জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না।”

মসিয়ে ডালবার্ট মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দুই এক মিনিট কি ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, “সেই বদ্‌মায়েসটাকে গ্রেপ্তার করাই চাই; আমি আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম, আমি আমার পরিচ্ছদ আপনাকে ছাড়িয়া দিতেছি আপনি ইহা পরিধান করুন।”

মসিয়ে ডালবার্ট গ্রীষ্মরাত্রির ব্যবহারোপযোগী এক ‘সুট’ পাতলা পোষাক (Night summer suit) আনিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা পরিধান করিলেন, এবং মসিয়ে ডালবার্ট তাঁহার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমার পোষাক আপনার শরীরে বেশ মানাইয়াছে, একটু বেখাপ্ দেখাইতেছে না। এখন আপনাকে এক কাজ করিতে হইবে; আমার চেহারা ধারণ করিতে হইবে। আপনার চেহারা বদল করা আমার

পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না। আপনি আলোটার ঠিক সম্মুখে মুখ তুলিয়া বসুন।”

মসিয়ে ডালবার্ট বিনা প্রতিবাদে তাঁহার এই আদেশ পালন করিলেন। তখন মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটা বাক্স বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। সেই বাক্সটি তিনি বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন; উহা অধিকাংশ সময়েই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই বাক্সে রঙ্গ, তুলি, সাবান, গঁদ, বার্ণিশ প্রভৃতি ছদ্মবেশ ধারণের উপযোগী নানা উপকরণ সুকৌশলে সজ্জিত ছিল। মিঃ ব্লেক প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই মসিয়ে ডালবার্টের চেহারা পূর্ব্বোক্ত মাতাল ছাত্রটির চেহারার মত করিয়া দিলেন; এমন কি, তখন তাঁহাকে দেখিলে মাডাম গরার্ডেরও সেই মাতাল ছাত্র বলিয়া ভ্রম হইত! মসিয়ে ডালবার্ট আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হা করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর মিঃ ব্লেক নিজের চেহারা তাঁহার মতই করিয়া লইলেন; চেহারার এরূপ পরিবর্ত্তন যে সম্ভব—না দেখিলে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না! তিনি হাসিয়া বলিলেন, “এই বুড়া বয়সে যুবকের দাড়ি গোঁফে আমি যে ছোকরা হইয়া গিয়াছি মসিয়ে ব্লেক! আপনি আমাকে পাকা মাতাল সাজাইয়াছেন; ধন্য আপনার ক্ষমতা! আর আপনাকে দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য নাই যে, আপনি ‘ওঁয়ার্লডস্ নিউজে’র প্যারিসস্থ সংবাদদাতা মসিয়ে ডালবার্ট নহেন! জালিয়াতেরা লেখা জাল করে, আপনি মানুষের চেহারা জাল করেন; আপনার মত বাহাদুর জালিরাৎ ইউরোপে আর কয়জন আছে জানি না! কিন্তু এই রকম সঙ সাজিয়া পথে বাহির হইতে পারিব না। আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি কি শেষে আমার সকল শ্রম ব্যর্থ করিবেন? কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়—ইহা কি আপনি জানেন না? আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার উপদেশে চলিবার জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না। এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আপনি বাঁকিয়া বসিলে সেই শয়তানটাকে ধরিবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে; ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ সুযোগ পাওয়া যাইবে না।”

মসিয়ে ডালবার্ট আয়নার দিকে কয়েকবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমার ভারি লজ্জা বোধ হইতেছে! কোন ভদ্রলোক কি এতদূর ভণ্ডামী করিতে পারে? কিন্তু সেই রাস্কেলকে যথাযোগ্য শিক্ষা না দিলেও ত চলিতেছে না। আমি কখন বাড়ী ফিরিতে পারিব?"

মিঃ ব্লেক প্রশান্তভাবে বলিলেন, "কাল প্রভাতে। কিন্তু একটা কথা মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার ভুলিলে চলিবে না; সর্ব্বক্ষণ আপনাকে স্মরণ রাখিতে রাখিতে হইবে যে, আপনি একটা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র, মদ খাইয়া বে-এক্তার হইয়া পড়িয়াছেন!"

মসিয়ে ডালবার্টের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তখন আর সঙ্কল্প পরিবর্ত্তনের সময় ছিল না; তিনি মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন। মাতালটা কি উদ্দেশ্যে মসিয়ে ডালবার্টের বাসায় আসিয়াছিল তাহা নীচের তালার লোকগুলি অনুমান করিতে না পারিলেও জেস্ ওয়েলকম বুঝিল তিনি ছদ্মবেশী, এবং সম্ভবতঃ ডিটেক্‌টিভ! কিন্তু জেস্ ওয়েলকম তাঁহার অনুসরণ করিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

মাণিক-জোড়ের পরিণাম

মাডাম গরার্ড মসিয়ে ডালবার্টের জন্য সেই রাত্রে যথাসাধ্য সতর্কতা ও যত্নের সহিত খানা পাকাইয়াছিল। মসিয়ে ডালবার্ট অসুস্থতা বশতঃ মধ্যাহ্নে প্রায় কিছুই খাইতে পারেন নাই, এ জন্য রাত্রের আয়োজন সে ভালই করিয়াছিল। যথাসময়ে সে তাঁহার খানা লইয়া তাঁহার টেবিলে হাজির করিল। মসিয়ে ডালবার্ট সুস্থ দেহে ভোজন করিতে বসিলেন দেখিয়া তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। তাহার মনিবের ছদ্মবেশে যে 'লণ্ডনের সেই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ' আহার করিতে বসিয়াছেন, এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না! মিঃ ব্লেক তাহাকে কোন কথা না বলিলেও মাডাম গরার্ড ক্ষুব্ধ হইল না; সে ভাবিল প্রভুর শরীর ও মন ভাল না থাকাতেই তিনি তাহার সহিত আলাপ করিলেন না। মিঃ ব্লেক পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন দেখিয়া তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

মিঃ ব্লেক গৃহকর্ত্রীকে বিদায় দিয়া সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন; তাহার পর তিনি যে হাতকড়া জোড়াটা পকেটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এবার আর আমার চোখে ধূলা দিয়া পলাইতে পারিবে না বন্ধু! এ গহনা তোমাকে হাতে পরিতেই হইবে। তুমি যে নীচের তালায় ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছ, এ বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাল তুমি কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলে, ভাবিয়াছ কেহ তোমার চালাকী বুঝিতে পারে নাই; আজ আমার পালা, দেখিব তুমি কত বড় চতুর!"

মিঃ ব্লেক মসিয়ে ডালবার্টের চুরুটের বাক্স হইতে একটি উৎকৃষ্ট চুরুট লইয়া কয়েক মিনিট ধূমপান করিলেন; তাহার পর একটা টুপি লইয়া, মাথায় দিয়া দেখিলেন তাহা তাঁহার মাথায় ঠিক বসিল। তখন তিনি দ্বার খুলিয়া বারান্দায়

আসিলেন, এবং কোন দিকে না চাহিয়া সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন। সেই সিঁড়ির নীচে দুইটি দরজা ছিল, একটি বামে ও একটি দক্ষিণে। বামের দ্বার দিয়া যে কুঠুরীতে যাওয়া যাইত সেই কুঠুরীটা মসিয়ে ডালবার্টের পাকশালা; তাহার পাশের কুঠুরী মাডাম গরার্ডের শয়ন-কক্ষ। সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল; কিন্তু উহা যে পাকশালা, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইল না। তখনও রান্নার গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া সেই দরজার কড়ায় জড়াইয়া দিলেন। সেই কাগজে এই কথা কয়টি লেখা ছিল :—

"আমি বাহিরে চলিলাম, রাত্রে আসিব না, খুব সকালে বাসায় ফিরিব।

আলেকজান্দার ডালবার্ট।"

মিঃ ব্লেক দক্ষিণ ধারের দরজা দিয়া নীচের তালার বারান্দায় আসিলেন। তিনি বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া পথে নামিয়া, আড়চোখে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—নীচের তালার একটি ঘরের দরজা খুলিয়া একটি লোক ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন—সে নূতন ভাড়াটে জেস্ ওয়েল্‌কম! জেস্ ওয়েল্‌কমকে এই ভাবে বাহির হইতে দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; যেন তিনি তাহাকে দেখিবারই প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার অনুসরণ করিল না!

জেস্ ওয়েল্‌কম দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির দরজার ভিতর প্রবেশ করিল; মিঃ ব্লেক কাগজের যে টুক্‌রাটুকু বাম দিকের দরজার কড়ায় বাধাইয়া রাখিয়াছিলেন, সিঁড়ির আলোকে তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। জেস্ ওয়েল্‌কম একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া সেই কাগজটুকু ফস্ করিয়া খুলিয়া লইল, এবং তাহা পাঠ করিয়া তাহার সুগোল মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল; সে অত্যন্ত খুসী হইয়া সোৎসাহে দোতালায় উঠিল।

জেস ওয়েল্‌কম ইংলণ্ডে আসিয়া একটা বড় রকম দাঁও মারিবার মতলবে অন্য দিকে হাত বাড়ায় নাই, কাহারও ধনভাণ্ডার লুঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই; অথচ ইংলণ্ডে আসিবার পর হইতে ক্রমাগতই

তাহার অর্থব্যয় হইতেছিল। তাহার হাতে যে টাকা ছিল তাহার অধিকাংশই অতি অল্প মূল্যে বড় বড় কামান-বন্দুকের কারবারের 'সেয়ার' কিনিতে ব্যয় করিয়াছিল। ঐ ব্যবসায়ের সেয়ারের বাজার অত্যন্ত মন্দা ছিল বলিয়াই সে অসংখ্য টাকার সেয়ার অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল! সে বুঝিয়াছিল তাহার ষড়যন্ত্র সফল হইলে সেয়ারের টাকাতেই সে 'ক্রোড়-পতি' হইবে। সুতরাং সেই ষড়যন্ত্র সফল করিবার জন্য সে ক্রমাগত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল, তাহা পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাহার শেষ চেষ্টা সফল না হওয়ায়, অর্থাৎ মসিয়ে ডালবার্টের নাম দিয়া যে মিথ্যা সংবাদ সে 'ওয়ার্লডস্ নিউজে' প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিল—তাহা প্রকাশিত না হওয়ায় তাহার ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সে কোনও দিক দিয়াই চেষ্টার ত্রুটি করে নাই—তথাপি তাহার আশা পূর্ণ হইল না ইহার কারণ কি? শেষে কি তাহার এত টাকা মাঠে মারা যাইবে? মসিয়ে ডালবার্টের নিকট লণ্ডন হইতে কোন সংবাদ আসে কি না, সমস্ত দিন সে তাহাই লক্ষ্য করিয়াছে; কিন্তু কোনও সংবাদ আসিল না! সে স্থির করিল তাহার ষড়যন্ত্র সফল করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে; এবং তাহার প্রেরিত সংবাদ কিজন্য 'ওয়ার্লডস্ নিউসে' প্রকাশিত হইল না তাহাও জানিবার চেষ্টা করিবে। মসিয়ে ডালবার্ট যে তাহাকে সন্দেহ করিতে পারেন নাই, ইহাই তাহার ধারণা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক মসিয়ে ডালবার্টের ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করিলে সে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

পিয়ের মসিয়ে ডালবার্টের নিকট হইতে টেলিগ্রাম লইয়া যে পথে টেলিগ্রাফ আফিসে যাইত সেই পথের ধারে একটি 'কাফে' ছিল। মিঃ ব্লেক সেই পথ দিয়া চলিতে চলিতে সেই 'কাফে'তে প্রবেশ করিলেন; এবং সেখানে বসিয়া ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কাফি পান ও ধূমপান করিলেন; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি পথের উপর রহিল। সেই সময় যাহারা যাইতেছিল তাহাদের কেহই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি দেখিলেন একটি যুবক একখানি টেলি-

গ্রামের 'ফরম' হাতে লইয়া টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ কাফের বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন, এবং সেই যুবকের অনুসরণ করিলেন।

পিয়ের গরার্ড আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল : সে দেখিল তাহার অনুসরণকারী স্বয়ং ডালবার্ট! সে তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মসিয়ে ডালবার্ট তাঁহার ঘরের জানালা দিয়া টেলিগ্রামখানি তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া সে টেলিগ্রাফ আফিসে যাইতেছে, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি কি উড়িয়া আসিলেন, না মাটী ফুঁড়িয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন? ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সে মিনিট খানেক হা করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "টেলিগ্রামখানা আমাকে দাও, উহার দুই একটি কথা বদ্‌লাইতে হইবে।"

পিয়ের টেলিগ্রামখানি মিঃ ব্লেকের হাতে দিয়া বলিল, "কর্ত্তা! আপনি ঘরে ছিলেন, এখানে আসিলেন কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে খোঁজে তোমার দরকার? তুমি এই টাকাটা লইয়া গিয়া হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করগে। এখন ঘণ্টা দুই তোমাকে বাড়ীর দিকে যাইতে হইবে না। দু'ঘণ্টা তোমার ছুটী।"

পিয়ের বলিল, "কিন্তু ঐ টেলিগ্রামখানা আমাকে দেওয়ার সময় আপনি যে বলিয়াছিলেন ঘণ্টাখানেক পরে টেলিগ্রাফ আফিসে আর একখানা টেলিগ্রাম লইয়া যাইতে হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আর তাহার দরকার হইবে না; আমি যাহা বলিলাম তাহাই করিবে।"

পিয়ের ছদ্মবেশী ব্লেককে অভিবাদন করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

জেস্ ওয়েল্‌কম মিঃ মসিয়ে ডালবার্টের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার

টেবিলের কাছে বসিয়া ছিল, সে দেরাজ খুলিয়া তাঁহার কাগজ পত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল না! তাহার বিশ্বাস ছিল, 'ওয়ার্লডস্ নিউজ' আফিসের কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। তখন সে একখানি টেলিগ্রাম লিখিল, এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা পিয়েরকে আহ্বান করিল। পিয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলে সে সেই টেলিগ্রামখানি ও তাহা পাঠাইবার মাশুল জানালা দিয়া তাহার নিকট ফেলিয়া দিল!

তখন রাত্রি এগারটা; কিন্তু জেস্ ওয়েল্‌কম মসিয়ে ডালবার্টের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল না। সে জানিত মসিয়ে ডালবার্ট রাত্রে আর বাসায় ফিরিয়া আসিবেন না! সে মসিয়ে ডালবার্টের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে পিয়েরকে টেলিগ্রামখানি শীঘ্র টেলিগ্রাম আফিসে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া বিভিন্ন দেরাজের কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে সবেগে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল! ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় একজন লোক ঝড়ের মত বেগে তাহার সম্মুখে আসিয়াই তাহার মাথায় প্রচণ্ডবেগে এক ঘুসি মারিল! সেই ঘুসি খাইয়াই জেস্ ওয়েল্‌কম ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তে সে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল মসিয়ে ডালবার্ট তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তাঁহার পশ্চাতে ফরাসী পুলিসের পরিচ্ছদধারী দুইজন প্রহরী!

জেস্ ওয়েল্‌কম পকেটে হাত দিয়া তাহার পিস্তল বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া মসিয়ে ডালবার্টের বেশধারী ব্লেক তীব্র স্বরে বলিলেন, "হাত সরাও, মিঃ জেস্ ওয়েল্‌কম! পকেটে হাত দিলেই তোমাকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিব।"—মিঃ ব্লেকের পিস্তল মার্কিণ দস্যুর ললাটে উদ্যত হইল।

জেস্ ওয়েল্‌কমের হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল! সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গৃহস্বামী আজ রাত্রে গৃহে ফিরিবে, ইহা প্রত্যাশা কর

নাই? তুমি কি উদ্দেশ্যে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ তাহা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মিঃ ওয়েল্‌কম?”

জেস্ ওয়েল্‌কম মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, তাঁহাকে ঠেলিয়া একলম্ফে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না; পুলিশের প্রহরী-দ্বয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে গিয়া তাহার হাতে হাতকড়া আঁটিয়া দিলেন; তাহার পর তাঁহার ঝুটা দাঁড়ি গোফ চক্ষুর নিমিষে খুলিয়া ফেলিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিলেন।

জেস ওয়েল্‌কম তাঁহার মুখের দিকে সভয়ে চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিয়া উঠিল, “এ কি! এ যে রবার্ট ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমি ব্লেক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই মিঃ ওয়েল্‌কম! কিন্তু আমাকে তুমি অনেক বিলম্বে চিনিয়াছ! তুমি তোমার স্বদেশ ছাড়িয়া এ দেশে বাহাদুরী প্রকাশ করিতে না আসিলেই ভাল করিতে। আমি শুনিয়াছি সে দেশের কারাগারগুলি তোমার মত বিলাসী বোম্বেটেদের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইংলণ্ডের কারাগারের পরিশ্রম তোমার ও শরীরে বরদাস্ত হইবে না, শীঘ্রই মুখে রক্ত উঠিবে।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেস্ ওয়েল্‌কম থানার গারদে আবদ্ধ হইল।

* * * *

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিচারালয়ে জেস্ ওয়েল্‌কমের অপরাধের বিচার শেষ হইল। বিচারপতি তাহার প্রতি দশ বৎরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। পর দিন লণ্ডনের সকল দৈনিক এই মামলার বিবরণ প্রকাশ করিয়া মিঃ ব্লেকের প্রশংসাসূচক লম্বা লম্বা ‘প্যারা’ লিখিল। একদিন মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া সংবাদপত্রগুলি দেখিতেছিলেন, সেই সময় স্মিথ কতকগুলি ডাকের চিঠি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। মিঃ ব্লেক কাগজগুলি সরাইয়া রাখিয়া চিঠিগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। দুইখানি পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিথ বলিল, “পত্রে কি কোন সুখবর আছে কর্ত্তা?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ বড় সুসংবাদ আছে স্মিথ! একখানি পত্র আলেক লিখিয়াছে। সে লিখিয়াছে মিঃ মর্গান স্যাড্লার তাঁহার চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করায় 'ওয়ার্লডস্ নিউজে'র পরিচালকবর্গ তাহাকে প্রধান সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে শীঘ্রই নেটাকে বিবাহ করিবে। এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট মিঃ হুইট্বির নবাবিষ্কৃত কামান দেশরক্ষায় ব্যবহারের জন্য গ্রহণের আদেশ করিয়াছেন।"

স্মিথ অন্য পত্রের লেফাপাখানির দিকে চাহিয়া বলিল, "নিউ-ইয়র্ক হইতে কে পত্র লিখিয়াছে কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "নিক ষ্টিয়ার। সে তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া গিয়াছে; কিছু যায়গা জমি লইয়া চাষ বাস আরম্ভ করিয়াছে। সে সুখ শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়াছে লিখিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "চাষ আবাদ করিতে সে টাকা পাইল কোথায় কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওয়ার্লডস্ নিউজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে যে হাজার পাউণ্ডের চেকখানা দিয়াছিলেন, তাহা আমি তাহাকে পাঠাইয়া ছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "ধন্য আপনি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ:; কারণ আমি একটা লোককেও পাপের পথ হইতে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে পারিয়াছি।"

সমাপ্ত

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Lib Gen BK Collection of late R.P. Gupta Through purchase Rs. 75/-

রহস্য লহরী'র ৮৬।৮৭ নং উপন্যাস

পঞ্চরত্ন!

বিশেষ বিবরণ প্রকাশকের নিবেদনে দ্রষ্টব্য।

প্রকাশকের নিবেদন

'রহস্য লহরী' উপন্যাস মালার

৮৬ নং উপন্যাস—

পঞ্চরত্ন—আদ্যলীলা

৮৭ নং উপন্যাস—

পঞ্চরত্ন—অন্ত্যলীলা

স্বনামধন্য মিঃ রবার্ট ব্লেক ও শ্রীমতী আমেলিয়া কার্টার, চীনের অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিজ্ঞ রাজকুমার আউ-লিং, এবং সুবিখ্যাত ডাক্তার রাইমার ও আমেলিয়ার মাতুল-মন্ত্রী ধড়িবাজ গ্রেভিস্—এই পঞ্চরত্নের একত্র সমাবেশ—

রহস্য লহরীর দ্বাদশ বর্ষের বিস্ময়াবহ

ঘটনা বৈচিত্র্যে এই প্রথম, কল্পনাতীত অদ্ভুত কাণ্ড !

একই গ্রন্থের দুই অংশ বলিয়া উভয় ভাগ স্বতন্ত্র ভাবে না বাঁধাইয়া, একত্র সুদৃশ্য ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে স্বর্ণাক্ষর-খচিত মনোরম 'বাইণ্ডিং'এ

অন্যূন তিনশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া

বড়দিনের প্রীতি-উপহার-রূপে

পৌষের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে।

একই গ্রন্থের দুই ভাগ স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশে (যথা—'মার্কিণ বণিকরাজ' ও সম্পাদকের অদৃষ্ট) গ্রাহকগণের আপত্তির জন্যই এই ব্যবস্থা।

আর্থিক ক্ষতি নাই, অথচ সুবিধা যথেষ্ট।

৮৯১.৪৪-৬১১.৪"১৮"
বুহস
সা.জো(OR)